শিক্ষক সহায়িকা

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

'মুজিববর্ষ' এর ক্ষণগণনা শুরুর মাহেন্দ্রক্ষণ

১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরেছিলেন তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশে। তেজগাঁও এর পুরাতন বিমানবন্দরে (বর্তমান জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড) উড়োজাহাজ থেকে নেমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে পূর্ণতা পেয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা ও বিজয়। ঐতিহাসিক সেই দিন ও স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকারের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে। ছবিটিতে ১০ই জানুয়ারি, ২০২০ সালে মুজিববর্ষের লোগো উন্মোচন করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা ও প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়সহ প্রায় ১০ হাজার দর্শক। ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. এম. তারিক আহসান
অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল
অধ্যাপক ড. ফরিদা চৌধুরী
সুমাইয়া খানম চৌধুরী
মির্জা মোহাম্মদ দিদারুল আনাম
ড. ওমর শেহাব
আফিয়া সুলতানা
ড. মোহাম্মদ কামরুল হক ভূঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ
ফাইয়াজ রাফিদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
নূর-ই-ইলাহী

প্রচ্ছদ চিত্রণ
ফাইয়াজ রাফিদ

গ্রাফিক্স
নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

কেন নতুন শিক্ষাক্রম?

প্রিয় শিক্ষক, ২০২১ সালে বাংলাদেশে নতুন শিক্ষাক্রম রূপরেখা তৈরি হয়েছে। এই রূপরেখা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন বই ও শিক্ষকদের জন্য নতুন করে শিক্ষক সহায়িকা তৈরি হয়েছে। একজন শিক্ষক হিসেবে এ নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। মানবদেহে হৃদপিন্ড যেমন দেহকে সচল রাখে ঠিক তেমনি আপনিও নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নকে সচল রাখবেন একবারে কেন্দ্রে অবস্থান করে। আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কেন এই নতুন শিক্ষাক্রম? আপনার জ্ঞাতার্থে বলে রাখি, আমরা বর্তমানে শিক্ষাক্রমের যে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ব্যবহার করছি তা বহুদিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করতে আমাদের শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে পরিবর্তন প্রয়োজন। এছাড়াও পরিবর্তনশীল বিশ্বে বর্তমান সময়ের কর্মজগতের অনেক কিছুই ভবিষ্যতে যেমন থাকবে না, ভবিষ্যতেও তেমনি অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে যা বর্তমান সময়ে ধারণা করা সম্ভব নয়। এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং সম্ভাবনার পূর্ণ সুফল গ্রহণের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসহ দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক এবং যোগ্য বিশ্ব-নাগরিক প্রয়োজন। এই অভিলক্ষ্য পূরণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার শিক্ষা। আর সেজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের শুরুটা হতে হবে অবশ্যই একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে যা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

কেন ডিজিটাল প্রযুক্তি, কেন নয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি?

ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ের ধারণায়নের সময় এই বিষয়ের ব্যাপ্তি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। বরং বিষয়ের ধারণায়ন এমনভাবে করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থী শুধু তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকারীই হবে না বরং সে ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জন করবে, ও তার সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের এবং পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব ডিজিটাল সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন করতে পারবে। এর ফলে আইসিটি সক্ষমতার পাশাপাশি তার মাঝে ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতাও তৈরি হবে যা তাকে দক্ষ ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

এ শিক্ষাক্রমের পরিবর্তনের মূল একটি ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন। আগে যেখানে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে. উপস্থিত হতো, শিক্ষক পড়াতেন এবং শিক্ষার্থীরা পড়তো, এখন সেখানে শিক্ষার্থীরা নিজে হাতে কলমে প্রতিটি বিষয় করবে। এর মানে হলো শিক্ষার্থীরা সকল ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে সব সময় কিছু না কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে। এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের চারটি ধাপ আছে এবং প্রতিটি ধাপেই শিক্ষার্থীরা কিছু করে শিখবে। নীচের চক্রটি দেখলে আপনার চারটি ধাপ সম্পর্কে ধারণা পরিস্কার হবে।

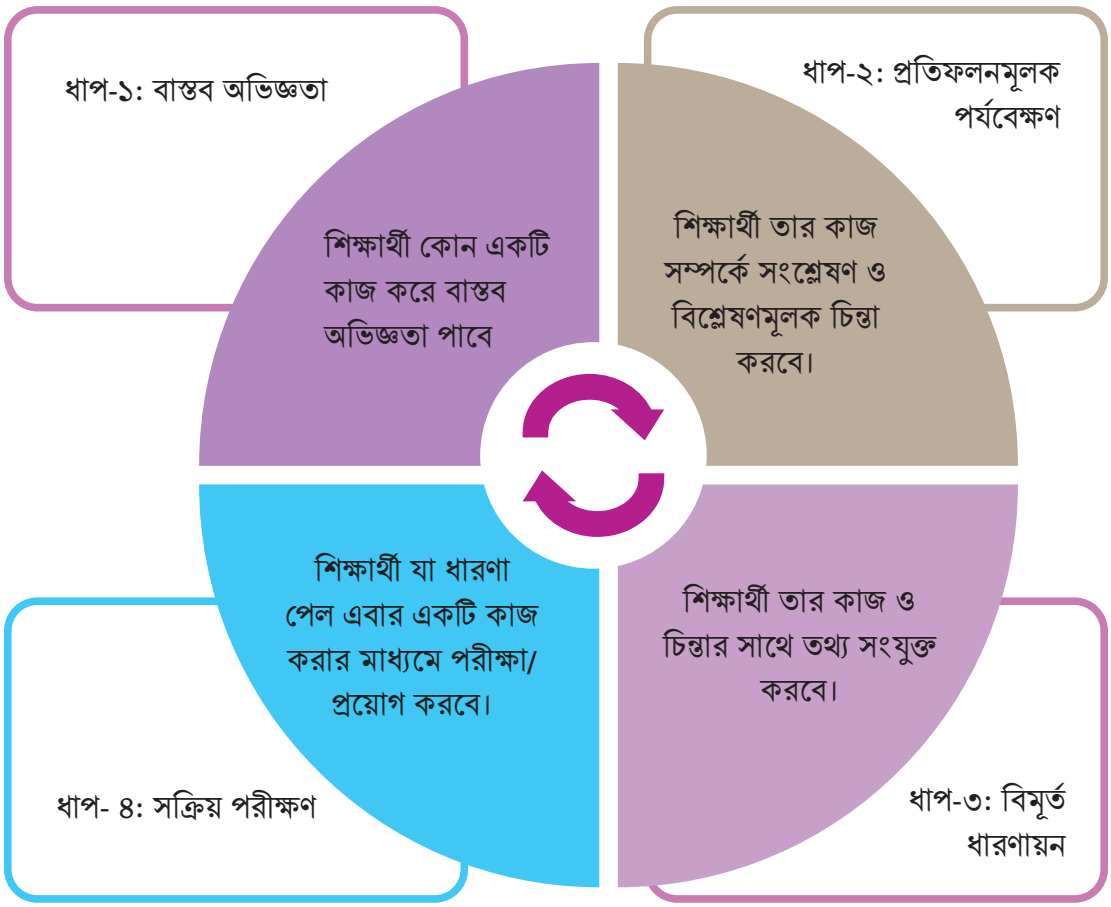

বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসেবে শিক্ষার্থীরা তার সকল ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এই অভিজ্ঞতা হতে পারে কোন বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ, কোন কিছু বানানো, কোন মডেল প্রস্তুতকরণ, ভূমিকাভিনয়, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং এমন আরো অনেক কিছু। প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাবে। শিক্ষার্থী অন্যের সাথে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা এবং তুলনা করতে পারে, অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে পারে এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ, সংগঠন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তব ঘটনা, অবস্থা এবং উদাহরণ ব্যবহার করে প্যাটার্ন নির্ণয় করতে পারে, প্রবণতা অনুমান করতে পারে এবং আরো নানা ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়ে শিক্ষার্থী তার শিখনকে একটি নতুন পরিবেশে প্রয়োগ করতে পারে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা নতুন ধারণা পরীক্ষা করে অভিজ্ঞতা এর মাধ্যমে অর্জিত ধারণাকে সংশোধন এবং পরিমার্জন করতে পারে, নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

ষষ্ঠ শ্রেণির ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের যোগ্যতা

৬ষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাটি হলো

"সরল অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ করে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারা; ডিজিটাল নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান-প্রদান পর্যবেক্ষণ করতে পারা; উপযুক্ত তথ্য প্রযুক্তি বাছাই করে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে কনটেন্ট তৈরিতে সৃজনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা; প্রাইভেসি, মেধাসত্ব এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সৃষ্ট অন্যান্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং বিশ্ব ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের রূপ উপলব্ধি করে উপযুক্ত সামাজিক রীতিনীতি মেনে আচরণ করতে পারা।"

যোগ্যতা অনুযায়ী অভিজ্ঞতার ভাগ

ষষ্ঠ শ্রেণির এই যোগ্যতাটিকে ভেঙ্গে ১০টি ছোট ছোট যোগ্যতা তৈরি করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীরা সারা বছর ধরে অর্জন করবে। মোট ৯ টি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থী এই দশটি যোগ্যতা অর্জন করবে।

ক্রম	শিখন অভিজ্ঞতা	যোগ্যতা	সেশন সংখ্যা
১	সমস্যা দেখে না পাই ভয় সবাই মিলে করি জয়	কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	৮
২	ডিজিটাল উপহারে ডিজিটাল সমাধান	নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা।	৫
৩	আমাদের বিদ্যালয় পত্রিকা	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারণা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া।	৫
৪	তথ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় মানববন্ধন।	ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা এবং তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা।	৮
৫	বন্ধুর সাথে ভ্রমণ পরিকল্পনা	সরল অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা।	৬
৬	শিখনের জন্য নেটওয়ার্কিং	ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এবং তথ্য আদান প্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	৪
৭	চলো সাজাই জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা;	৫
৮	সুপ্ত মনের মুক্ত আলোচনা	ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতিনীতি ও আচরন করতে পারা।	৫
৯	স্থানীয় বৈচিত্র্যপত্র	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সমাজ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান করতে পারা।	৫

মূল্যায়ন

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়টি ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পুরোই শিখনকালীন মূল্যায়ন নির্ভর। নীচে কীভাবে শিখনকালীন মূল্যায়ন হতে পারে তার ধারণা দেয়া হলো।

- গতানুগতিক ধারার বাইরে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে (যেমন- শ্রেণিকক্ষ, খেলার মাঠ, ভ্রমণ, কমিউনিটি ওয়ার্ক ইত্যাদি) বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশলের মাধ্যমে (যেমন- খেলা, কিছু তৈরি, সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে শিক্ষক ছাড়াও শিক্ষার্থী নিজে, তার সহপাঠী, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, এলাকাবাসী ও পরিবারের সদস্যরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারবে। তখন শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান নয়, বরং প্রতিটি যোগ্যতার সাথে প্রাসঙ্গিক দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর আন্তসম্পর্কটিও সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ: শিক্ষার্থী কি আসলেই ব্যক্তিগত যোগাযোগে দায়িত্বশীল আচরণ করছে কিনা এবং তার চর্চার মধ্যে তা প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা এটি বুঝতে শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষে নয় বরং তার বাইরেও বাড়িতে তার আচরণের মূল্যায়ন প্রয়োজন। শিক্ষকের পাশাপাশি এ মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্য বা সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করলে বরং বেশি যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য হবে।
- শিক্ষার্থীর অপরের প্রতি সহমর্মিতা, সাহায্য করার প্রবণতা, এবং নিয়মতান্ত্রিকতা- মূল্যায়নের জন্য তাকে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও খেলার মাঠে, পরীক্ষাগারে, পাঠাগারে, বা ফিল্ড ট্রিপে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব।
- শিক্ষার্থীরা দলে কাজ করার সময় অন্য শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে কি না, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কী না, এগুলো শিক্ষকের চেয়ে বরং তার সহপাঠী তাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারবে।

জেন্ডার ও একীভূতকরণ

জেন্ডারের প্রতি সংবেদনশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সম্পর্কে সনাতনী ধারণা ও চর্চা ভাঙ্গার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। লিঙ্গ বা চাহিদা ভেদে কোন শিশুকে কোনভাবেই বৈষম্য করা যাবে না। যেকোনো পরিস্থিতিতে লিঙ্গ ও চাহিদা ভেদে সকল শিশুর বিদ্যালয়ে প্রবেশ, উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সকল শিশুর যোগ্যতা অর্জন স্থান, কাল ও পরিবেশ নির্বিশেষে প্রাধান্য দিতে হবে। শ্রেণির ভেতরের এবং বাইরের সকল কার্যক্রমে শিশুদের সক্ষমতা ও চাহিদাভেদে সকলকে সমান সুযোগ দিতে হবে।

দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয়

প্রিয় শিক্ষক, আমরা কোভিড মহামারীর ভয়াবহতা সবাই দেখেছি। আমাদের বিদ্যালয়গুলো অনেক দিন বন্ধ ছিল। এখনও আমরা কোভিড মহামারীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। তাই যেকোনো দুর্যোগে যদি বিদ্যালয় অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ থাকে, তাহলে আপনার বাস্তবতা অনুযায়ী নিচের এক বা একাধিক উপায়ের সমন্বয়ে দূরশিখন বা ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে শিখন কার্যক্রম চালিয়ে নিন। কোন শিশুর কোন ধরনের প্রযুক্তির এক্সেস আছে তা আগে জেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিন।

দূরশিখন

- যদি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বা বেতারে সেশনটি সম্প্রচার করা হয়, তবে সব শিক্ষার্থী যেন তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করুন। কোন শিক্ষার্থীর যদি বাসায় টেলিভিশন বা বেতার না থাকে, তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যেই বন্ধু বা বান্ধবীর বাসায় টেলিভিশন বা বেতার আছে সেখানে দেখতে পারে কী না বিবেচনা করুন। যদি কোন শিক্ষার্থীর টেলিভিশন বা রেডিও না থাকে তাকে মোবাইলের মাধ্যমে নির্দেশনা বা গৃহপরিদর্শনের মাধ্যমে সহায়তা দিন।

- যদি ছোট ছোট দলে উঠান বৈঠক বা সমাবেশ করে বা গৃহপরিদর্শনের মাধ্যমে সেশন পরিচালনার বিষয়ে সরকারি সম্মতি থাকে, তাহলে যেসব শিশুর টেলিভিশন, বেতার, কম্পিউটার বা অনলাইন সুবিধা নাই, তাদের প্রাধান্য দিয়ে যেসকল শিক্ষার্থী কাছাকাছি থাকে তাদের নিয়ে ছোট ছোট দল তৈরি করতে পারেন। এই ছোট ছোট দলের শিক্ষার্থীরা একসাথে মিলে শিখন অভিজ্ঞতাগুলো সম্পন্ন করবে। আপনি প্রতিটি দলের কাছে সপ্তাহে একবার যেতে পারেন, এক ঘণ্টার একটি সেশন নিবেন এবং কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট নিবেন।

অনলাইন শিক্ষন

- যদি শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট এক্সেস থাকে, তাহলে জুম বা গুগলমিটের মাধ্যমে সেশন পরিচালনা করতে পারেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা ধাপের ক্ষেত্রে অনলাইন ক্লাসে নির্দেশনাগুলো বুঝিয়ে দেয়ার পর শিক্ষার্থীর ছবি এঁকে অভিভাবক বা অন্য কারো সহায়তায় ইমেজ ফাইল আকারে পাঠিয়ে দিতে পারে। আপনি একটি মাষ্টার ফাইলে সব ছবি গুলো কপি করে অনলাইন ক্লাসে দেখিয়ে আলোচনা করতে পারেন। ফলোআপ করার জন্য মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করতে পারেন। প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ ধাপে ব্রেক আউট রুম ব্যবহার করে দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা করতে পারেন। ছবি আঁকার অ্যাপ ব্যবহার করে ডায়াগ্রাম আঁকার কাজ করতে পারেন। প্যাডলেট অ্যাপ ব্যবহার করে লিখতে পারেন। বিমূর্ত ধারণায়ন ধাপেও অনলাইনে দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা করতে পারেন। সক্রিয় পরীক্ষণ ধাপে বিদ্যালয় বন্ধ থাকেলও ছোট দলে অভিনয় রেকর্ড করে পাঠাতে পারে।

ব্লেন্ডেড পদ্ধতি

- যেহেতু শিশুদের বইটি ওয়ার্কবুকের মত করে তৈরি করা তাই শিক্ষার্থীকে বাড়িতে কারো সাহায্য নিয়ে ওয়ার্কবুকের সেশন সংশ্লিষ্ট অংশটি করতে বলুন। এক্ষেত্রে মোবাইল ফোনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা বা ফিডব্যাক দিতে পারেন।
- সবকয়টি ধাপ সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নতুন কি জানলো, এবং তা বাস্তব জীবনে কীভাবে কাজে লাগাবে তার পূর্নাঙ্গ রুপ লিপিবদ্ধ করবে এবং অ্যাসাইনমেন্ট আকারে শিক্ষককে জমা দিবে। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা থাকলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইমেইল করে অথবা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে পোস্টে বা অন্য কারো মাধ্যমে শিক্ষকের কাছে পৌঁছে দিবে।
- ভিডিও ক্লিপ তৈরি করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি কাজ কিভাবে করতে হবে তার ধারণা দেয়া যায়। ভিডিও ক্লিপের ইনসেটে sign language এর ও ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়াও রেডিও এবং টোল ফ্রি মোবাইল কলের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো যায়। যেটি করতে হবে সেটি হল, প্রত্যেকটি শিখন অভিজ্ঞতার প্রত্যেকটি সেশনের একটি করে অডিও ফাইল তৈরি করতে হবে। শিক্ষার্থীর বাসায় যদি রেডিও থাকে সে টিউন করবে। সেই চ্যানেলে প্রতি পনের মিনিট পর সেই সপ্তাহের প্রোগ্রামের তালিকা বললে শিক্ষার্থী সেই অনুযায়ী টিউন করতে পারবে। রেডিওতে সেই অডিও ফাইলটি ব্রডকাস্ট করা হবে। আর মোবাইল ফোনে সে একটি বিশেষ নাম্বারে ডট-১-২ টেক্সট করলে একটি অটোমেটিক কল তার নাম্বারে জেনারেট করা হবে যেখানে সেই অডিও ফাইলটি শোনানো হবে। এই অডিও ফাইলটি হবে একজন শিক্ষক আর একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্রিটিক্যাল থিংকিং টাইপ কথোপকথন যেখানে পুরো সেশনটি পরিচালনা করা হবে।
- অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে যেন বাড়িতে বা প্রতিবেশীদের মাধ্যমে যে কাজগুলো সম্পন্ন করার কথা ছিল তা সম্পন্ন করা যায়। শিক্ষক মোবাইলে কল করে বা ইন্টারনেট এর বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

সূচিপত্র

সমস্যা দেখে না পাই ভয়, সবাই মিলে করি জয়	১ - ১৫
ডিজিটাল উপহারে ডিজিটাল সমাধন	১৬ - ২৩
আমাদের বিদ্যালয় পত্রিকা	২৪ - ৩৫
তথ্যঝুঁকি মোকাবিলায় মানববন্ধন	৩৬ - ৪৩
বন্ধুর সাথে ভ্রমণ পরিকল্পনা	৪৪ - ৬৩
শিখনের জন্য নেটওয়ার্কিং	৬৪- ৭৫
চলো সাজাই জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র	৭৬ - ৯৫
সুপ্ত মনের মুক্ত আলোচনা	৯৬ - ১০৩
স্থানীয় বৈচিত্র্যপত্র	১০৪ - ১১৩

শিখন অভিজ্ঞতা-১

সমস্যা দেখে না পাই ভয়, সবাই মিলে করি জয়

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা: কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

১। তথ্য অনুসন্ধানে যথাযথ উৎসের ব্যবহার, তথ্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করবে।

২। তথ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যথাযথ উৎস উল্লেখ, তথ্য যাচাই, তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্যের যথার্থতা নির্ণয় করতে পারবে।

৩। ভুল তথ্য আদান প্রদানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তথ্য ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবে।

এই যোগ্যতা অর্জনে অভিজ্ঞতার ধারনা

শিক্ষার্থী সমসাময়িক একটি সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবং সে সমস্যাটি সমাধানে কৌশল নির্ধারণ করে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

সর্বমোট সেশন: ৮ টি (প্রতিটি ৫০ মিনিট)

অভিজ্ঞতা নির্ভর শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ : এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। চলুন অভিজ্ঞতা চক্রটি একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

অভিজ্ঞতা চক্র

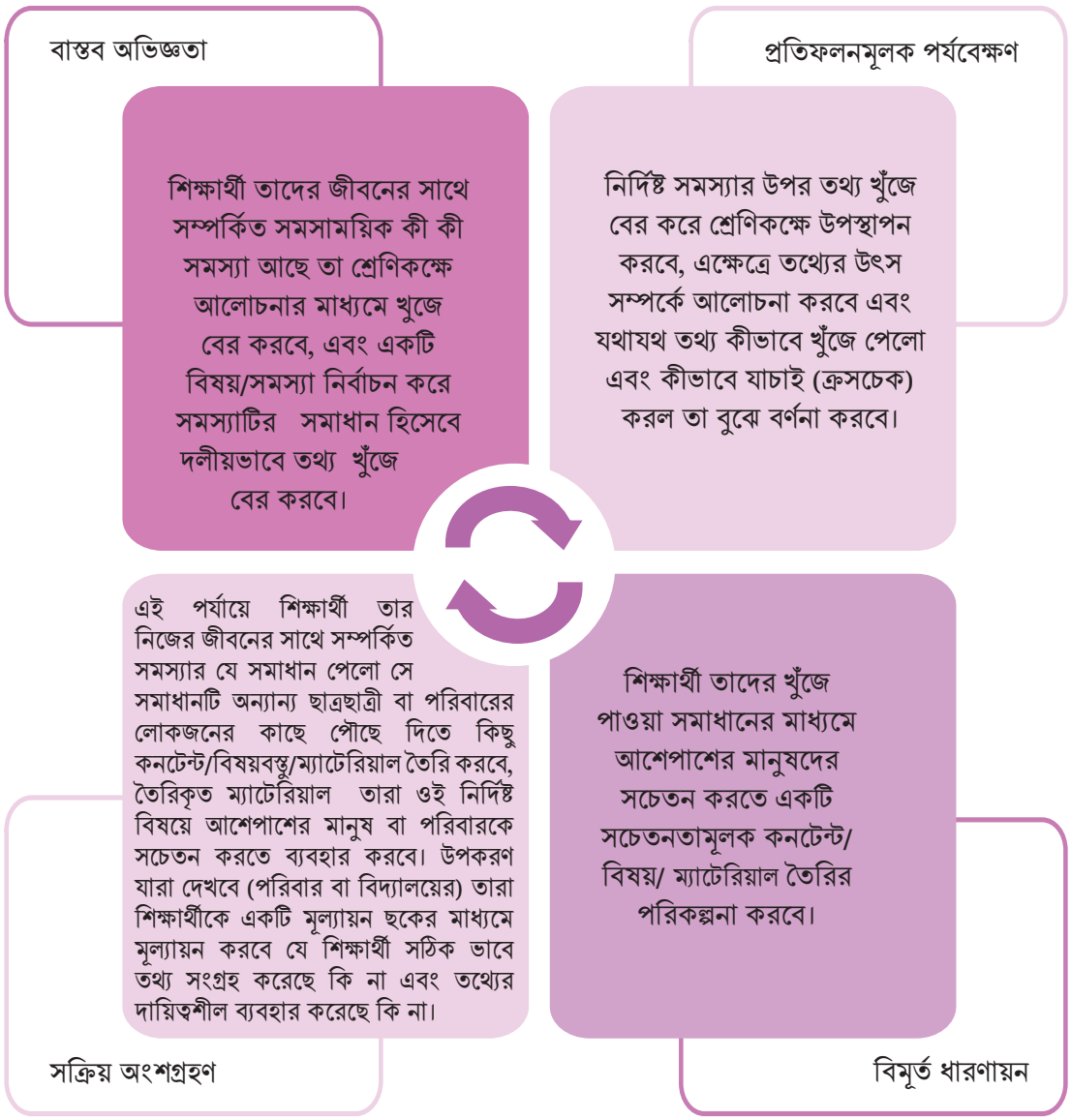

সম্মানিত শিক্ষক, এই যোগ্যতার আওতায় শিক্ষার্থী দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা চিহ্নিত করে সে সমস্যার সমাধান করবে এবং আশপাশের মানুষকে সে সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন করবে। এই সচেতনতা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থী তথ্য কী এবং দৈনন্দিন জীবনে তথ্য কখন প্রয়োজন হয় ও তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করতে হয় সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করার মাধ্যমে তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবে। মোট চারটি ধাপে শিক্ষার্থী এই অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। চারটি ধাপ সম্পন্ন করতে মোট ৮টি শ্রেণি কার্যক্রম এর প্রয়োজন হবে।

ধাপ-১

বাস্তব অভিজ্ঞতা	
কাজ	শিক্ষার্থী তথ্যের মাধ্যমে সমাধান করা যায় এমন একটি দৈনন্দিন সমস্যা চিহ্নিত করে উপযুক্ত তথ্য অনুসন্ধান করে সমস্যাটির সমাধান করবে।
উপকরণ	প্রয়োজন নেই
পদ্ধতি	দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা চিহ্নিত করে সে সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত মাধ্যম এবং উৎস ব্যবহার করে তথ্য খুঁজে বের করবে।
সেশন	৪ টি

প্রথম সেশন

সেশন -১ কার্যক্রম

- শিক্ষকের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তি বিষয়ক সমস্যা নিয়ে একটি গল্প বলবেন
- একটি জরিপের মাধ্যমে তথ্য সম্পর্কে ধারনা দিবেন
- ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর সারণি ১.১ পূরণের মাধ্যমে তথ্য এবং এর উৎস সম্পর্কে ধারনা পরিষ্কার করবেন
- তথ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা এবং সারণি ১.২ পূরণ
- বাড়ির কাজ হিসেবে একটি দৈনন্দিন সমস্যা খুঁজে বের করতে নির্দেশনা দেয়া।

- **বিষয়বস্তুর গভীরে যাওয়ার জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা**

  - শ্রেণি কার্যক্রমের প্রথমেই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করবেন এটি বলে যে, সবাই দুই সপ্তাহের মধ্যে সমসাময়িক একটি সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবং অন্যকেও সচেতন করতে পারবে।
  - শিক্ষক নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন যে তারা গত এক সপ্তাহে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কি?
  - বেশ কয়েকটি সমস্যা শোনার পর শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত করতে প্রযুক্তিগত সমস্যা কিংবা দৈনন্দিন সমস্যা যে উপযুক্ত তথ্যের মাধ্যমে সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করবেন।

- ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে তথ্যের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। আপনি আরও কিছু উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীকে 'তথ্য কী' এই সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারনা আরও পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। যেমন আজকে শ্রেণিতে কয়জন শিক্ষার্থী আছে- এটি একটি তথ্য, এখন কয়টা বাজে-এটি একটি তথ্য, শ্রেণিকক্ষে কয়টি বেঞ্চ আছে - এটি একটি তথ্য ইত্যাদি।
- ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে একটি জরিপের উদাহরণ দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীর সাথে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে ১.১ নং সারণির তিনটি প্রশ্নের উত্তর সবাই মিলে খুঁজে বের করবেন।
- যে কোন একটি প্রশ্ন থেকে উত্তর সমন্বয় করে একটি প্রশ্নের উত্তর খুজে বের করুন। যেমন 'এই শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থীর জন্ম জানুয়ারি মাসে?'
- 'তথ্যের প্রয়োজনীয়তা' আলোচনা এবং শিখন কার্যক্রম করানো
- এরপর ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে 'তথ্যের প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কে বিস্তারিত দেওয়া আছে, এই অংশটুকু (১.২ সারণির আগ পর্যন্ত) আলোচনা করবেন
- সারণি ১.২ এ যে উদাহরণগুলো দেওয়া আছে তা আপনি পড়ে শোনান এবং শ্রেণিকক্ষের সবাই মিলে 'কী তথ্য প্রয়োজন' 'তথ্যের উৎস' এই দুইটি ঘর পূরণ করবেন।
- পুরো সেশনের সংক্ষিপ্তবৃত্তান্ত/সংকলন। রিক্যাপ এবং বাড়ির কাজ আলোচনা:
- ১ম শ্রেণি কার্যক্রমের প্রায় শেষের দিকে আপনি আবার ক্লাশ শুরু করার সময় তাদের মধ্যে যে লক্ষ্যটি (দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা সমসাময়িক একটি সমস্যা সমাধান করবো) ঠিক করে দিয়েছিলেন তা পুনরায় মনে করিয়ে দিয়ে বাড়ির কাজের নির্দেশনা দিন
- বাড়ির কাজ নির্দেশনা -তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে - তোমার আশেপাশের পরিবেশে কী এমন সমস্যা আছে বা তোমার প্রশ্ন আছে কিন্তু কখনো উত্তর খোঁজার চেষ্টা করোনি, কিংবা এমন কোন প্রচলিত ভ্রান্ত ধারনা আছে সেটির কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে কিনা তুমি জানো না তা তুমি বের করতে চাও এরকম একটি সমস্যা খুঁজে বের করে নিয়ে আসবে। তোমার সমস্যা বা প্রশ্নটি স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, সমাজ, খাদ্য, রাজনীতি, ইতিহাস যে কোন কিছু নিয়ে হতে পারে। সবাই বাসায় গিয়ে ভাববে এবং একটি করে সমস্যা বা প্রশ্ন নিয়ে আসবে, প্রথমে আমরা নিজেদের সমস্যা সমাধান করবো, যখন আমরা আত্মবিশ্বাসী হতে পারবো যে আমরা সমস্যা সমাধান করতে পারছি তখন আমরা সেই সমস্যাটি নিয়ে আশাপাশের মানুষকে সচেতন করতে পারবো। তাহলে আজকের সেশন শেষ হলো।

দ্বিতীয় সেশন

সেশন-২ এর কার্যক্রম

- তথ্যের উৎস সম্পর্কে জানা
- তথ্যের উৎস নিয়ে এক্টিভিটি সারণি পূরণ
- বাড়ির কাজ প্রদান-নিজের আনা সমস্যা বা বিষয়ের তথ্যের উৎস কী হতে পারে তা নির্ধারণ

❐ তথ্যের উৎস সম্পর্কে ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলা

- ‘তথ্যের উৎস’ সম্পর্কে ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে কিছু বিষয়বস্তু দেওয়া আছে, শিক্ষার্থীদের সেই অংশটুকু পড়তে বলবেন এবং পড়ার শেষে, সারাংশ বুঝিয়ে বলতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসের উদাহরণ দিতে বলুন এবং সবার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার তা নিশ্চিত করুন।
- তথ্যের উৎস নিয়ে এক্টিভিটি সারণি পূরণ
- ইন্টারনেটে তথ্য খুঁজে পাওয়ার কার্যকর উপায় নিয়ে আলোচনা
- ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে ‘তথ্য অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় মানবীয় উৎস (ঘর ১.১) এবং ‘ইন্টারনেটে তথ্যের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মাথায় রাখতে পারো’ এই দুইটি শিরোনামের বিষয়বস্তুগুলো শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পড়তে বলবেন। পড়ে কয়েকজনের কাছে জানতে চাইবেন তারা বুঝেছে কি না।
- বাড়ির কাজ হিসেবে, গত সেশনের বাড়ির কাজে শিক্ষার্থীর খুঁজে আনা সমস্যার সমাধানের জন্য উপযুক্ত তথ্য কী হতে পারে এবং তার উৎস নির্ধারণ করে নিয়ে আসতে বলবেন।

তৃতীয় সেশন

সেশন-৩ এর কার্যক্রম

- দল গঠন
- দলীয় আলোচনা
- দলীয়ভাবে একটি সমস্যা চিহ্নিত করা

শিক্ষক প্রথমেই শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে বাড়ির কাজ হিসেবে যে একটি সমস্যা সবাই এনেছে সেগুলো দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করবে এবং প্রতিটি দল শুধুমাত্র একটি সমস্যা নিয়ে কাজ করবে।

- দল গঠন দ্বিতীয় শ্রেণিকার্যক্রমের শুরুর ৫ মিনিটের মধ্যে শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থীকে সমবণ্টন করে কয়েকটি দল তৈরি করে দিন। লক্ষ্য রাখবেন বিভিন্ন সক্ষমতার শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণ যেন প্রতিটি দলে থাকে।

- শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন প্রতিটি দলে অন্তত যেন একজন হলেও থাকে যার বাড়িতে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ আছে।
- যদি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ কোন শিক্ষার্থীরই না থাকে তাহলে বিদ্যালয়ে যেন একদিন ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে সে সুযোগ করে দিবেন।
- যদি বিদ্যালয়েও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ না থাকে তাহলে শিক্ষক নিজের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তথ্য খুঁজতে সাহায্য করবেন।
- যদি সেটিও সম্ভব না হয় তাহলে ইন্টারনেট ছাড়া অন্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উৎসাহিত করবেন। যাদের নেই তারা যেন মন ছোট না করে।
- তবে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও ইন্টারনেট এর পাশাপাশি অন্য আর এক - দুইটি উৎস থেকে যে শিক্ষার্থী তথ্য সংগ্রহ করে সেই ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।
- দলীয় আলোচনা শুরু করার আগে ডিজিটাল প্রযুক্তি বইতে কিছু নির্দেশনা দেওয়া আছে, শিক্ষার্থীকে সেগুলো পড়ে নিতে অনুপ্রাণিত করুন।
- দলীয় আলোচনায় শিক্ষার্থী যার যার নিয়ে আসা সমস্যাটি একে অন্যের সাথে শেয়ার করবে, আপনি প্রতিটি দলে ঘুরে ঘুরে বোঝার চেষ্টা করবেন তারা কোন বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে চায়। নিশ্চিত করুন সবাই মতামত দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।
- তাদের নির্বাচিত বিষয়টি/সমস্যাটি যেন শ্রেণি উপযোগী এবং বয়স উপযোগী হয়।

❐ শিক্ষকের সাথে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং বিষবস্তু চূড়ান্তকরণ:

শিক্ষার্থী দলে আলোচনা করে তাদের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবে এবং শিক্ষকের সাথে সেটি শেয়ার করবে। শিক্ষক বিভিন্ন দিক যেমন বিষয়বস্তু ব্যাপ্তি, স্বতন্ত্রতা, বয়স উপযোগিতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করবেন।

বিষয়বস্তু হতে পারে এরকম-

১। সামাজিক কোন ভ্রান্ত ধারনা, যেমন করোনা ভাইরাস নিয়ে ভ্রান্ত ধারনা

২। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় কিছু অনলাইনে/অফলাইনে কেনাকাটা

৩। পুষ্টি বিবেচনায় খাদ্যাভ্যাস

৪। আবহাওয়া (আবহাওয়া বিবেচনায় জীবনাচরণ)

- উল্লেখিত উদাহরণগুলো শুধুমাত্র আপনার বোঝার সুবিধার্থে দেওয়া হলো, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আরও মজার বিষয় আসতে পারে। লক্ষ্য রাখবেন তাদেরকে তাদের আগ্রহের বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে দিলে তারা কাজটি করতে বেশি আনন্দ পাবে এবং তাদের শিখনও হবে বেশি ফলপ্রসু। আপনি শুধু তাদের গাইড করবেন যেন তাদের নির্বাচিত বিষয়টির ব্যাপ্তি/এরিয়া কম হয়, তাহলে তারা ওই বিষয়ে তথ্য খুঁজতে পারবে সহজে।

উদাহরণ: ১

শিক্ষার্থীর নির্বাচিত বিষয়টি হতে পারে ‘করোনা ভাইরাস কীভাবে তৈরি হলো এবং এর থেকে বাঁচার উপায় কী?’ আপনি এই বিষয়টিকে আরেকটু সংক্ষিপ্ত এবং আনন্দদায়ক করতে বিষয়টিকে পুনরায় তাদের সাজিয়ে দিতে পারেন এভাবে ‘করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কী কী ভ্রান্ত ধারণা আছে এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সঠিক উপায়গুলো কী কী?’

❐ **দলের সদস্যদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেওয়া:**

শিক্ষার্থীদের শিক্ষক নির্দেশনা দিবেন তারা যেন তাদের বাছাইকৃত বিষয়বস্তুর কোন অংশের তথ্য কে খুঁজবে তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং সে অনুযায়ী বাড়ির কাজ হিসেবে তাদের নির্ধারিত বিষয়ে তথ্য খুঁজে বের করে নিয়ে আসে।

চতুর্থ সেশন

সেশন -৪: কার্যক্রম-

- কি ওয়ার্ডের খেলা
- তথ্য উপস্থাপন পরিকল্পনা

❐ **বাড়ির কাজ হিসেবে সংগ্রহ করা, তথ্যের সমন্বয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তথ্য অনুসন্ধানে শিক্ষার্থীদের সহায়তা ঃ ১০ মিনিট**

- শিক্ষার্থী বাড়ীর কাজ হিসেবে তার দলের সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে। শিক্ষক শিক্ষার্থী কী তথ্য সংগ্রহ করেছে তা দেখবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন আর কী কী তথ্য শিক্ষার্থী সংগ্রহ করতে পারে, তার উৎস কী হতে পারে।

❐ কি ওয়ার্ডের খেলা

- ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধান কেন জরুরী তা শিক্ষক সংক্ষেপে বর্ণনা করবেন।
- খেলার নিয়মটি একজন/ দুইজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন।
- খেলার নিয়ম এবং উদাহরণ পড়ে শিক্ষার্থী খেলার প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারল কিনা তা শিক্ষক জানতে চাইবেন, প্রয়োজনে শিক্ষক অল্প কথায় বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষককে মনে মনে একজন ব্যক্তি/বই/ চলচ্চিত্র/ দেশ ঠিক করতে হবে। এক্ষেত্রে খুবই পরিচিত ব্যক্তি/ বই/ চলচ্চিত্র ধরতে হবে। যেমন –
  - লালন ফকির, জসিম উদ্দীন, বেগম রোকেয়া, জীবনানন্দ দাস, মাশরাফি বিন মর্তুজা, নিশাত মজুমদার।
  - ঠাকুরমার ঝুলি, চাচা চৌধুরী, ফেলুদা,
  - গ্রিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ভুটান, জাপান
- খেলাটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী ২০ মিনিট ধরে খেলবেন
- খেলা শেষে শিক্ষার্থীকে খেলাটির একটি মনের মত নাম বাবলে লিখতে বলবেন।

❐ তথ্যের উপস্থাপনা নিয়ে পরিকল্পনা

- তথ্য উপস্থাপন কীভাবে সৃজনশীল করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে 'আগামী সেশনের উপস্থাপনার সময় যে বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন'-শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের উপস্থাপনাটি করার জন্য কী পরিকল্পনা করছে তা জানতে চাইবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষক নতুন আইডিয়া দিতে পারেন তবে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সৃজনশীল চিন্তা তুলে আনতে তাদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিবেন।

ধাপ ২ এবং ধাপ ৩

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ ও বিমূর্ত ধারণায়ন	
কাজ	শিক্ষার্থী তাদের সমস্যা এবং সমস্যা সমাধান নিয়ে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করবে।
উদ্দেশ্য:	শিক্ষার্থী যে তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয় করল তা উপস্থাপন করবে এবং নিজেদের মূল্যায়ন করে অনুধাবন করবে যে তাদের তথ্য অনুসন্ধান ও উপস্থাপন প্রক্রিয়া আরও কীভাবে কার্যকর করা যায়।
উপকরণ	উপস্থাপনার জন্য ফ্লিপ চার্ট/প্রজেক্টর ইত্যাদি, ডিজিটাল প্রযুক্তি বই, শিক্ষক সহায়িকা, মূল্যায়ন ছক।
পদ্ধতি	শ্রেণিকক্ষে দলীয় ভাবে তথ্য উপস্থাপন।
সেশন	২

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সেশন

সেশন ৫ এবং ৬ কার্যক্রম

- দলীয় উপস্থাপনা ও প্রতিটি দল অন্যদলগুলোকে মূল্যায়ন
- সচেতনতামূলক বিষয়বস্তু তৈরির পরিকল্পনা প্রণয়ন

❐ দলীয় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা ও মূল্যায়ন ছক বিতরণ:

- শিক্ষক সেশনের শুরুতে ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে দেওয়া 'দলীয় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্দেশনাবলী' শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবেন এবং বুঝিয়ে বলবেন, উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কী কী ব্যাপার মাথায় রাখা উচিত।
- শিক্ষক প্রতিটি দলকে উপযুক্ত সংখ্যক খালি মূল্যায়ন ছক বিতরণ করবেন, যেন প্রতিটি দল প্রতিটি দলকে মূল্যায়ন করতে পারে। শিক্ষক মূল্যায়ন ছকটি কীভাবে পূরণ করবে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন।
- সকল শিক্ষার্থী যেন উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিটি দল যেন মূল্যায়ন ছক পূরণ করে তা নিশ্চিত করবেন।
- উপস্থাপনা: প্রতিটি দল ১০ মিনিট + ৫ মিনিট প্রশ্ন উত্তর (৪০ মিনিট থেকে ৯০ মিনিট) দলের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সময় হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সেশন মিলিয়ে।

মূল্যায়ন ছকের নমুনা ঃ (ক -১) (শিক্ষার্থীর জন্য - দলীয় মূল্যায়ন)ঃ শিক্ষার্থীর	
তারিখ: দলের নাম: উপস্থাপনের বিষয়:	সম্পূর্ণ একমত = ★★★ কিছুটা একমত = ★★ একমত নই = ★
১। উপস্থাপনকারী দল যে প্রশ্ন/বিষয়/সমস্যা নিয়ে কাজ করেছে তার উত্তর তারা অনুসন্ধান করে যথাযথভাবে খুঁজে বের করতে পেরেছে	
২। উপস্থাপনকারী দল তাদের চিহ্নিত সমস্যার যে সমাধান দিয়েছে তা যথেষ্ট তথ্যবহুল	
৩। তারা যে তথ্যটি এনেছে তার যথার্থতা/সঠিকতা কি যাচাই করেছে। (অর্থাৎ যে তথ্যটি তারা দিচ্ছে তা তারা যাচাই করে দিয়েছে কি না, যাচাই করলে কিভাবে যাচাই করেছে, উপস্থাপনকারীই দলকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পার)	
৪। কোন মাধ্যম থেকে তথ্য নিয়েছে তা উল্লেখ করেছে	
৫। কারো কথা বা বক্তব্য উল্লেখ করলে তাতে উদ্ধৃতি চিহ্ন ("") চিহ্ন ব্যবহার করেছে	

পরবর্তী কাজ নিয়ে আলোচনা:

- শিক্ষার্থীর পরবর্তী কাজ হবে তারা যে সমস্যার সমাধান করেছে সে সমস্যাটি নিয়ে সচেতন করতে একটি কনটেন্ট/উপকরণ তৈরি করা।

শিক্ষক যে নির্দেশনাগুলো শিক্ষার্থীদের দিতে পারেন:

- তোমরা সচেতনতা তৈরি করতে পোস্টার বানাতে পারো, গান লিখতে পারো, একটি সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপনের মত অভিনয় করতে পারো, ছড়া লিখতে পারো, কমিকস আঁকতে পারো, নাটিকা বানাতে পার। লক্ষ্য রাখবে তুমি যাদেরকে সচেতন করার জন্য উপকরণটি তৈরি করছো সে যেন তথ্য পেয়ে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি তোমাদের তৈরি উপকরণটি উপভোগও করে।
- তোমরা কিন্তু একটি সমস্যার সমাধান দিচ্ছ, তাই যে সমাধানটি তোমরা খুঁজে বের করেছ, ওই সমাধানটিই সবাইকে জানাবে। সমাধান দিয়ে সচেতন করাটাই এই উপকরণ তৈরির প্রধান লক্ষ্য।
- আজকের সেশন শেষে দলের সবাই মিলে বসে ঠিক করবে তোমরা কেমন উপকরণ তৈরি করতে চাও।
- পরিকল্পনা এবং কাজ বণ্টন হয়ে গেলে সবকয়টি দলকে তা খাতায় লিখতে বলবেন। পরিকল্পনাটি লিখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী এই ধরণের ছক অনুসরণ করতে পারে।

যে সমস্যা চিহ্নিত করেছি	সমস্যাটির যে সমাধান খুঁজে পেয়েছি	সচেতনতা তৈরিতে যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিব	যে ধরণের সচেতনতামূলক কনটেন্ট বানাতে চাই	দলের মধ্যে কাজ বণ্টন নাম: দায়িত্ব:

ধাপ-৪

সক্রিয় পরীক্ষণ	
কাজ	শিক্ষার্থী তাদের নির্ধারিত সমস্যাটির যে সমাধান বের করেছে সে সমাধানটি দিয়ে অন্যকে সচেতন করতে সচেতনতামূলক কনটেন্ট তৈরি করবে।
উদ্দেশ্য:	চিহ্নিত সমস্যাটির নির্ণয়কৃত সমাধানটির উপযোগিতা যাচাই করার লক্ষ্যে উপাদান/কন্টেন্ট তৈরি এবং উপস্থাপন ।
উপকরণ	উপকরণের ধরণ অনুযায়ী (ধরন-নাটিকা, গান, লিফলেট, পোস্টার, কার্টুন, অডিও-ভিজুয়্যাল)
পদ্ধতি	শ্রেণিকক্ষে দলীয় ভাবে তথ্য উপস্থাপন
সেশন	২

সপ্তম সেশন

সেশন ৭ কার্যক্রম

- কনটেন্ট তৈরি

❐ কনটেন্ট তৈরি

- শিক্ষার্থী পূর্বে যে দলে সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধান উপস্থাপন করেছে সে দলের মধ্যে থেকেই একটি সচেতনতামূলক কনটেন্ট তৈরি করবে।
- শিক্ষক সেশনের শুরুতেই শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন, কোন দল কেমন কনটেন্ট বানাতে চায়। তাদের মতামত নিয়ে শিক্ষক চেষ্টা করবেন দল অনুযায়ী কনটেন্টের মধ্যে যেন ভিন্নতা থাকে। যেমন একটি দল পোস্টার তৈরি করলে, অন্য আরেকটি দল ছড়াগান বানাবে, অন্য আরেকটি দল বানাবে কমিকস। অর্থাৎ শিক্ষার্থীই নির্ধারণ করবে তারা কি বানাতে চায়, শিক্ষক গাইড করবেন যেন সেই উপকরণটিতে স্বতন্ত্র এবং নতুনত্ব থাকে।
- শিক্ষার্থী তাদের তৈরি কনটেন্টটি কোথায় উপস্থাপন করতে পারবে তা শিক্ষক আগে থেকে ভেবে রাখবেন। শিক্ষার্থী অন্য আরেকটি শ্রেণির ক্লাসরুম, এসেম্বলি, বা নিজের বাড়িতে উপস্থাপন করতে পারে। উপস্থাপনের স্থান অনুযায়ী এবং দর্শক-শ্রোতা অনুযায়ী যেন উপদানটি উপযোগী হয় তা শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন। যেমন দলীয় কোন নাটিকা হলে তা শিক্ষার্থীর বাড়িতে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, কারণ সবাই মিলে একজনের বাড়িতে যাওয়া হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে।
- শিক্ষার্থীর তৈরি কনটেন্টটি তাদের বয়স উপযোগী, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য রাখবেন। যেমন কোন নির্দিষ্ট ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠির মানুষকে হেয় করে কিছু তৈরি কিনা এগুলোও শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন।

❐ কনটেন্ট যাচাই:

- শিক্ষক প্রতিটি দলের কনটেন্ট দেখবেন এবং যাচাই করবেন যে কনটেন্টটি সত্যিকার অর্থে ওই নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান বর্ণনা করছে কিনা, এবং যথেষ্ট সৃজনশীল হয়েছে কি না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক তাদের মূল উদ্দেশ্য 'শিক্ষার্থী দুই সপ্তাহের মধ্যে সমসাময়িক একটি সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবং সে সমস্যাটি সমাধানে অন্যকে সচেতন করবে' শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিবেন এবং তাদের অনুপ্রাণিত করবেন যে তারা অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে এবং সবাই মিলে অনেক নতুন কিছু জানতে পেরেছে এবং আজকেই তাদের এতো কষ্ট এবং অর্জন সবকিছু মিলিত হচ্ছে এই ছোট উপকরণ তৈরীর মাধ্যমে, সুতরাং কনটেন্টটির মাধ্যমে যেন তার অর্জিত সব অভিজ্ঞতার/শেখার বহিঃপ্রকাশ হয়।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাদের তৈরি কনটেন্টটি উপস্থাপনের জন্য দল অনুযায়ী স্থান ও সময় নির্ধারণ করে সেশন শেষ করবেন। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যে আজকের সেশন শেষ হওয়ার সর্বোচ্চ ২-৩ দিনের মধ্যে যেন উপস্থাপনাটি হয়। তা না হলে শিক্ষার্থী আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

- শিক্ষার্থী যে দর্শক/শ্রোতার সামনে তাদের কনটেন্টটি উপস্থাপন করবে সে দর্শক-শ্রোতা শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন। এক একটি দলকে ৫-৬ জন দর্শক মূল্যায়ন করবেন মূল্যায়নকারীরা শিক্ষার্থীদের দল হিসেবে মূল্যায়ন করবেন। তবে কোন দলের দর্শক-শ্রোতা যদি তার পরিবারের সদস্য হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী এককভাবে তার পরিবারে কনটেন্টটি উপস্থাপন করবেন এবং পরিবার ওই শিক্ষার্থীকে এককভাবে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষক প্রতিটি দলকে ৫-৬ টি মূল্যায়ন ছক প্রিন্ট করে দিবেন এবং নির্দেশনা দিবেন যেন তারা উপস্থাপন শেষে পূরণকৃত ছকগুলো শিক্ষকের কাছে জমা দিয়ে দেয়।
- শিক্ষকও প্রতিটি দলকে আলাদা আলাদা মূল্যায়ন করবেন দল হিসেবে।

অষ্টম সেশন

নিজেদের জন্য করণীয় নির্ধারণ (নিজেদের জন্য গাইডলাইন/নির্দেশনা তৈরি)

❐ সেশনে শিক্ষার্থী তাদের গত ৭ টি সেশনে অর্জিত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাদের ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ করবে।

- বিগত সেশনগুলোতে তারা যা যা ভুল করেছে তার থেকে কি অভিজ্ঞতা লাভ করলো সে অনুযায়ী সে ভবিষ্যতে কী আচরণ করবে তা নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে ডিজিটাল প্রযুক্তি বই তে একটি সারণি ১.৫-এ কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে। শ্রেণিকক্ষে আলোচনার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করণীয় গুলো ছকে লিখবে (ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর ছকে না লিখে একটি ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করা যেতে পারে)।
- ১.৫ নং সারণি পূরণের সময় শিক্ষক যে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে পারেন:

১. তথ্য অনুসন্ধানের জন্য কার্যকরী উপায় কী?

২. কোন কোন উৎসের তথ্য সহজেই বিশ্বাস করা যাবে না?

৩. তথ্যের সত্যতা যাচাই এর জন্য করণীয় কী কী?

৪. কোন তথ্য অন্যের সাথে শেয়ার করার আগে কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ?

৫. তথ্য শেয়ার করার ক্ষেত্রে সোর্স/উৎস-এর উল্লেখ কেন প্রয়োজন ?

৬. অন্যের দেওয়া একটি তথ্য শেয়ার করতে তার অনুমতি কেন প্রয়োজন ?

❐ নিজেরা নিজেদের জন্য দিক-নির্দেশনা তৈরি:

শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতার আলোকে যে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ করেছে সেগুলোকে সমন্বয় করে একটি তালিকা তৈরি করতে শিক্ষক শির্ক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। তালিকাটি তারা একটি ফ্লিপ চার্টে/পোস্টার কাগজে লিখে রাখতে পারে, সুন্দর পোস্টার আকারে লিখে শ্রেণিকক্ষে সংরক্ষণ করতে পারে।

তালিকাটি হতে পারে এরকম-

১) তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা ওই তথ্যের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কিত উৎস থেকে সবার আগে তথ্য নিব।
২) একটি তথ্য পাওয়ার পর সেটি সঠিক কিনা তা যাচাই করতে আরও কয়েকটি উৎস খুঁজে দেখবো যে সব উৎস একই রকম তথ্য দিচ্ছে কিনা।
৩) --- (এভাবে কমপক্ষে ১০ টি করণীয় নির্ধারণ করবে)

মূল্যায়ন ছকের নমুনা (ক-২): দর্শক-শ্রোতার জন্য	
তারিখ: দলের নাম: উপস্থাপনের বিষয়:	সম্পূর্ণ একমত ★★★ কিছুটা একমত ★★ একমত নই ★
১। দলের উপস্থাপিত সমস্যার সমাধানটি যথার্থ ছিল	
২। দল সমস্যার সমাধান হিসেবে যে তথ্যগুলো দিয়েছে সেগুলো সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য ছিলো	
৩। দল যে সমস্যার সমাধানটি বের করেছে তা যুগোপোযোগী এবং আশেপাশের মানুষকে সচেতন করতে এই সমাধানটি কাজে লাগবে	
৪। দল যে সমাধানটি দিয়েছে তা আমি নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবো	
মূল্যায়নকারীর নাম : (নাম প্রকাশ করতে না চাইলে লিখবেন ‘নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক’) স্বাক্ষর:	

মূল্যায়ন ছকের নমুনা: সর্বশেষ মূল্যায়ন (শিক্ষক)

নিচে মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন ছকটি দেয়া হলো। মূল্যায়ন ছকটি দেখে একজন শিক্ষার্থী সম্পর্কে পুরো ধারণাটি আপনাকে রেকর্ড বই/রেজিস্টার খাতায় লিখতে হবে। যেমন: মিতু নামের কোন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে গেলে আপনি নীচের পাঁচটি বিবৃতি পড়বেন এবং যে সকল যোগ্যতা মিতু অর্জন করেছে বা আংশিক অর্জন করেছে বা আরো উন্নতি প্রয়োজন এরকম কিছু ধারনা আপনি পাবেন। এবার রেকর্ড বই/রেজিস্টার খাতায় এই পাঁচটি বিবৃতি মিলিয়ে মিতু যা অর্জন করেছে বা যে অংশে উন্নতি করা প্রয়োজন লিখবেন। আলাদা আলাদা করে প্রতি বিবৃতির জন্য কিছু লিখবেন না।
(আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং আরও উন্নতি প্রয়োজন হলে কি করতে হবে তা মন্তব্য ঘরে লিখবেন)

ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন	মন্তব্য
১।	শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করতে পারবে	প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সহজলভ্য উৎস চিহ্নিত করতে পেরেছে	প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সহজলভ্য কয়েকটি উৎস চিহ্নিত করতে পেরেছে।	প্রয়োজনীয় উৎস চিহ্নিত করতে পারেনি	
২।	প্রয়োজনীয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে	উপযুক্ত পরিমান তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে	বিষয়বস্তু সম্পর্কে সার্বিক চিত্র পেতে হলে আরও তথ্যের প্রয়োজন ছিল	উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি	
৩।	তথ্যের যথার্থতা সঠিকভাবে যাচাই করতে পারবে।	সবগুলো তথ্যই উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় যাচাই করেছে	কিছু তথ্য যাচাই করেছে, কিছু করতে পারেনি। অথবা কিছু তথ্য যাচাই এর প্রক্রিয়া ঠিক ছিলো, কিছু তথ্য ছিলোনা	তথ্য যাচাই করেনি	

৪।	তথ্য সমন্বয় করে একটি সীদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে	তথ্যের সমন্বয় সঠিকভাবে করতে পেরেছে এবং একটি সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ণয় করেছে	তথ্যের সমন্বয়ে ঘাটতি ছিলো কিন্তু একটি সমস্যার সমাধান নির্ণয় করতে পেরেছে	তথ্যের সমন্বয় করতে পারেনি।	
৫।	তথ্যের উপস্থাপনে যথাযথ দায়িত্বশীল আচরণ করতে পেরেছে। দায়িত্বশীল আচরণ: তথ্যের উৎস উল্লেখ করা, যার কাছে থেকে তথ্য নিয়েছে তার অনুমুতি নেওয়া, তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত তথ্য ব্যবহার করা	দায়িত্বশীল আচরণের যে ধাপগুলো তারা তৈরি করেছে তার সবগুলো ধাপ সফলভাবে মেনে চলেছে	সবগুলো ধাপ মানেনি, কিছু ধাপ মেনেছে	কোন ধাপ মানেনি	

শিখন অভিজ্ঞতা- ২

ডিজিটাল উপহারে ডিজিটাল সমাধান

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা: নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারবে।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

১। প্রেক্ষাপট ও টার্গেট গ্রুপ সম্পর্কে জ্ঞানমূলক ধারণা পাবে।
২। শিক্ষার্থীরা প্রেক্ষাপট ভেদে টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ করতে পারবে।
৩। শিক্ষার্থীরা টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী কোন ধরণের তথ্য কিভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রদান করতে হয় তার দক্ষতা অর্জন করবে।
৪। টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী উপকরণ তৈরিতে দায়িত্বশীল আচরণ করবে।

এই যোগ্যতা অর্জনে অভিজ্ঞতার ধারণা

শিক্ষার্থীরা একটি প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করবে এবং এই প্রেক্ষাপটে তাদের নির্ধারিত টার্গেট গ্রুপকে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে দিবে।

সর্বমোট সেশন: ৫ টি

অভিজ্ঞতা চক্রের সারসংক্ষেপ:

অভিজ্ঞতা চক্র

প্রথম সেশন

বাস্তব অভিজ্ঞতা	
কাজ	১। একটি কেইস স্টাডি পড়বে ২। একটি খেলা খেলবে
উপকরণ	শিক্ষার্থী বই ও শিক্ষক সহায়িকা, চিরকুট

কাজ-১ : অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া

- এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থী একটি টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষ্যদল নির্ধারন করে তার সমস্যা সমাধান করার জন্য একটি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করবে-এই ব্যাপারটি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন এবং অনুপ্রাণিত করবেন।
- শিক্ষার্থী পূর্বে কোন ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করেছে কিনা জানতে চাইবেন।

কাজ-২ : কেইস স্টাডি পড়ে টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী সমাধান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জুয়েলের এলাকার বৃদ্ধের গল্পটি নীরবে পড়তে বলবনে।
- গল্প থেকে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারলো তা একজন/ দুইজনকে বর্ণনা করতে বলতে পারেন
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের জীবনে এরকম কোন ঘটনা ঘটেছে কি না তা জানতে চাইতে পারেন

কাজ-৩ : কনটেন্ট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপের ভিন্নতা অনুধাবন

- টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষ্যদল কি তা বুঝিয়ে বলার জন্য যে বর্ণনাটুকু আছে তা শিক্ষক পড়ে শুনাবেন।
- শিক্ষার্থী কি বুঝতে পারলো তা জানতে চাইতে পারেন
- ছক ২.১ পড়ে শুনাবেন। শিক্ষক নিজে আরও কয়েকটি কনটেন্ট এর উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইতে পারেন এগুলোর লক্ষ্যদল বা টার্গেট গ্রুপ কি হতে পারে। যেমন – বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপন, বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ড, সরকারি ছুটির ক্যালেন্ডার ইত্যাদি

কাজ-৪ : টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষ্য দল চিহ্নিত করার খেলা

- এই খেলায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষক শ্রেণীর যে কয়টি সারি আছে সকল সারির সর্বশেষ শিক্ষার্থীকে একটি চিরকুটে একটি কনটেন্ট এর নাম লিখে দিবেন। কনটেন্ট হতে পারে একটি জনপ্রিয় কার্টুন, বই, চলচ্চিত্র, নাটক, বিজ্ঞাপন, ভ্রমন ব্লগ, ডকুমেন্টারি। শিক্ষক এমন কনটেন্ট এর নাম লিখবেন যেটি শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচিত।

- শিক্ষার্থী চিরকুটে কনটেন্টটির নাম লিখবে এবং তার একটি টার্গেট গ্রুপের নাম লিখবে। লিখে তার সামনের জনের কাছে দিবে। সামনের জন একটি টার্গেট গ্রুপের নাম লিখে তার সামনের জনকে দিবে। এভাবে সর্বশেষ শিক্ষার্থীর খাতাটি সর্ব প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে আসবে।
- সকল সারি এর সামনের শিক্ষার্থীর কাছে খাতা চলে আসলে শিক্ষক খাতাটি সংগ্রহ করবেন।
- একটি একটি খাতা পড়বেন এবং সকলের কাছে জানতে চাইবেন, তাদের লিখা টার্গেট গ্রুপ ঠিক আছে কিনা।
- যে সারি সবচেয়ে বেশি সঠিক টার্গেট গ্রুপের নাম লিখতে পেরেছে তাদের বিজয়ী ঘোষনা করবেন।

কাজ-৫ : আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- শিক্ষক আগামী দুই দিন শিক্ষার্থী যা কনটেন্ট দেখবে তার টার্গেট গ্রুপ কে হতে পারে তা চিন্তা করার জন্য এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষক এই কাজটি শিক্ষার্থীদের ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন।

দ্বিতীয় সেশন

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষন ও বিমূর্ত ধারণায়ন	
কাজ	১। বাড়ীর কাজ যাচাই ২। প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা ৩। দল গঠন ৪। কাজ বন্টন ও কনটেন্ট পরিকল্পনা
উপকরণ	শিক্ষার্থী বই ও শিক্ষক সহায়িকা

কাজ-১ : বাড়ীর কাজ যাচাই

- শিক্ষার্থী গত দুই দিন কি কি কনটেন্ট দেখেছে তা শিক্ষক জানতে চাইবেন
- শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন সে কনটেন্ট গুলোর লক্ষ্য দল কে বা কারা
- শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক জানতে চাইবেন সে কনটেন্টগুলোর লক্ষ্যদল কে বা কারা। শিক্ষার্থী ভুল উত্তর দিলে শিক্ষক তা সঠিক করে দিবেন।
- শ্রেণির সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

কাজ-২ : প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা

- প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সেশনের শুরুতে যে বর্ণনাটুকু দেওয়া আছে শিক্ষক তা পড়ে শুনাবেন।
- শিক্ষার্থী বুঝতে পারলো কিনা তা ২/৩ জন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চেয়ে যাচাই করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
- মিতুর বিদ্যালয়ের গল্পটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন।
- গল্পে প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যদল ও কনটেন্ট কি তা চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর এই বিষয়ে কোন মতামত আছে কি না জিজ্ঞাসা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের 'পরিষ্কার পরিচ্ছনতা' ব্যতিত অন্য কোন প্রেক্ষাপট দিয়ে ঐ প্রেক্ষাপটের লক্ষ্যদল ও কনটেন্ট কি হতে পারে তা চিহ্নিত করতে বলবেন। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রেক্ষাপট হতে পারে, বিদ্যুৎ অপচয়, পানির অপচয়, গাছ লাগানো ইত্যাদি।

কাজ-৩ : দল ভাগ ও কাজ বন্টন

- শিক্ষক শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে ৪ টা অথবা বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী হলে ৮ টি দলে ভাগ করে দিবেন।
- দলের মধ্যে ছেলে মেয়ে বা অন্য লিঙ্গের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- এমনভাবে দলভাগ করবেন যেন দলের অন্তত একজনের কাছে স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থাকে।
- ছক ২.২ এ চারটি ভিন্ন সমস্যা ও লক্ষ্যদল দেওয়া আছে। কোন দল কোন সমস্যাটি নিয়ে কাজ করবে তা নির্ধারণ করে দিবেন।
- এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অন্য কোন বাস্তব সমস্যা নিয়েও কাজ করতে চায় কিনা তা জানতে চাইতে পারেন। প্রয়োজনে যেসব শিক্ষার্থী অধিক আগ্রহী তারা যদি গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যা নিয়ে কাজ করতে চায় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন সমস্যা নিয়েও কাজ করার অনুমতি দিতে পারেন।
- শিক্ষক নিচের ঘরের উদাহরণ গুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারনাকে আরও গভীর করতে পারেন।

টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ করার কেসের অনুশীলন

কেস- ১: তোমরা বিদ্যালয়ের জন্য একটি দেয়ালিকা বানাবে।

প্রেক্ষাপট: তোমার বিদ্যালয়।

টার্গেট গ্রুপ: বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী।

কেস- ২: তোমরা বিদ্যালয়ের জন্য একটি দেয়ালিকা বানাবে যেখানে তোমার এলাকার প্রচলিত সব ভাষার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ থাকবে।

প্রেক্ষাপট: তোমার এলাকা, বহুভাষীতার শর্ত।

টার্গেট গ্রুপ: তোমার এলাকার সব ভাষাভাষী মানুষ।

কেস- ৩: বিদ্যালয়ে দেয়ালিকাটি এমনভাবে রাখা হবে যাতে হুইলচেয়ারে বসে পড়া যায়।

প্রেক্ষাপট: সার্বজনীন অভিগম্যতা সৃষ্টি।

টার্গেট গ্রুপ: চলাফেরায় বিশেষভাবে সক্ষম পাঠক।

কেস- ৪: তোমরা ইশারা ভাষায় কথা বলা শিখবে যাতে বিশেষভাবে সক্ষম বন্ধুদের সাথে সমানতালে কথা বলতে পারো।

প্রেক্ষাপট: বিভিন্নভাবে সক্ষম মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের দক্ষতা সৃষ্টি।

টার্গেট গ্রুপ: বিশেষভাবে সক্ষম সহপাঠী।

কেস- ৫: তোমার শিক্ষক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও সমাধান প্রস্তুত করেন। এখানে টার্গেট গুপগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন।

প্রেক্ষাপট: তোমার বিদ্যালয়।

টার্গেট গ্রুপ: বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী।

কেস- ৬: ধরো তোমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে নানা বয়সী শিশু আছে। এখন তুমি তাদের মধ্যে কিছু শিশুকে গণিত শেখাতে চাও।

প্রেক্ষাপট: অনানুষ্ঠানিক গণিত শিক্ষা।

টার্গেট গ্রুপ: সঠিক বয়সের শিশু যাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ বোঝার মত বয়স হয়েছে।

কেস- ৭: তুমি মোবাইলে এস.এম.এস. এর মাধ্যমে খুব সুন্দর করে আপনজনদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা পাঠাবে।

প্রেক্ষাপট: জাতীয় উৎসব।

টার্গেট গ্রুপ: পরিবারের সাহায্য নিয়ে নির্বাচিত আত্মীয় স্বজন।

কেস- ৮: ধরো বিদ্যালয়ের বাথরুমের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে তুমি খুব অসন্তুষ্ট এবং তোমার শ্রেণিশিক্ষক ও প্রধান শিক্ষককে যৌথভাবে অভিযোগটি জানাবে।

প্রেক্ষাপট: তোমার বিদ্যালয়।

টার্গেট গ্রুপ: শ্রেণিশিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক।

কেস- ৯: তোমাদের বাসায় একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং তুমি ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে সাহায্য চাচ্ছ।

প্রেক্ষাপট: দুর্ঘটনা।

টার্গেট গ্রুপ: কলসেন্টারের কর্মকর্তা, পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স, চালক।

কেস- ১০: তুমি বড় হয়ে মন্ত্রী হিসেবে দেশের জন্য কাজ করতে চাও। এই দায়িত্ব চেয়ে তোমার স্বপ্নের কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাবে।

প্রেক্ষাপট: তোমার জীবনের লক্ষ্য একজন অপরিচিত মানুষকে জানানো।

টার্গেট গ্রুপ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

কেস- ১১ঃ বিদ্যালয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

প্রেক্ষাপট- ২১শে ফেব্রুয়ারীর ইতিহাস সবাইকে জানানো এবং ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ।

টার্গেট গ্রুপ- তোমার বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক -শিক্ষিকা, অন্যান্য কর্মচারী এবং এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি (যদি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়)।

কাজ-৪ : কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা

- শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করার সুযোগ করে দিবেন
- শিক্ষার্থী তাদের রিসোর্স এর সহজলভ্যতা অনুযায়ী দলীয় ভাবে কী ধরণের কনটেন্ট তৈরি করতে চায় তা পরিকল্পনা করবে।
- নিজেদের পরিকল্পনা নিচের খালি ঘরে লিখবে।

কাজ-৫ : আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- শিক্ষার্থী তাদের জন্য নির্ধারিত টার্গেট গ্রুপের মধ্যে পড়ে এমন কারও সাথে কথা বলে তারা কি ধরণের কনটেন্ট তৈরি করতে চায় তার আরও কিছু ধারনা নিয়ে আসবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই ব্যপারে কোন সাহায্য প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ সেশন

সক্রিয় পরীক্ষণ	
কাজ	কনটেন্ট তৈরির প্রস্তুতি ও কনটেন্ট তৈরি
উপকরণ	শিক্ষার্থী বই ও শিক্ষক সহায়িকা, স্মার্ট ফোন, কম্পিউটার, অডিও রেকর্ডার

- এই দুই সেশন মিলে শিক্ষার্থী কনটেন্ট তৈরির প্রস্তুতি নিবে এবং কনটেন্ট তৈরি করবে। নিচের ধাপগুলো মেনে যেন শিক্ষার্থী কনটেন্ট তৈরি করে তা শিক্ষক নিশ্চিত করবে।
  - কনটেন্ট এর ধরণ (অডিও, ভিডিও, পাওয়ার পয়েন্ট, ছবি, গান, স্লোগান, পোস্টার, নাটক) নির্ধারণ
  - স্ক্রিপ্ট বা লিপি তৈরি
  - দলের সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন
  - কাজের পরিকল্পনা
  - বিদ্যালয়ের যে রিসোর্স আছে তা যেন সকলে ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করতে কনটেন্ট তৈরির সময় বণ্টন।
- শিক্ষক কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।
- কনটেন্ট তৈরি জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে, মাঠে বা আশেপাশে যেতে হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে থাকবেন।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষক তার স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে দিবেন।
- শিক্ষক সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

পঞ্চম সেশন

মূল্যায়ন	
কাজ	কনটেন্ট উপস্থাপন ও মূল্যায়ন
উপকরণ	শিক্ষার্থী বই ও শিক্ষক সহায়িকা

কাজ-১ : উপস্থাপন

- শিক্ষক শিক্ষার্থী যেন শ্রেণির নির্ধারিত সময়ে শ্রেণিকক্ষে কনটেন্ট উপস্থাপন করতে পারে তার ব্যবস্থা করবে।
- উপস্থাপনের সময় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, পরিচালনা পরিষদের সদস্য, অন্য শিক্ষার্থী বা অভিভাবক চাইলে উপস্থিত থাকতে পারেন। তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে শিক্ষক যথাযথ উদ্যোগ নিবেন।

কাজ-২ : মূল্যায়ন

- উপস্থাপন শেষে একদল অন্যদলকে মূল্যায়ন করবে।
- শিক্ষার্থী তাদের তৈরি কনটেন্টটি তাদের অভিভাবককে দেখাবে। এক্ষেত্রে অভিভাবককে ইমেইল বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর জন্য শিক্ষককে উদ্যোগ নিতে হবে।
- শিক্ষক চাইলে কনটেন্টগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রকাশ করতে পারেন।

মূল্যায়ন (শিক্ষক)

এবার মূল্যায়নের পালা। শিক্ষার্থীদের তৈরি টার্গেট গ্রুপ ভেদে কন্টেন্ট ও উপকরণ দেখে আপনি মূল্যায়ন করতে পারেন। নিচে মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন ছকটি দেয়া হলো। মূল্যায়ন ছকটি দেখে একজন শিক্ষার্থী সম্পর্কে পুরো ধারনাটি আপনাকে রেকর্ড বই/ রেজিস্টার খাতায় লিখতে হবে। যেমনঃ মিতু নামের কোন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে গেলে আপনি নীচের পাঁচটি বিবৃতি পড়বেন এবং যেসকল যোগ্যতা মিতু অর্জন করেছে বা আংশিক অর্জন করেছে বা আরো উন্নতি প্রয়োজন এরকম কিছু ধারনা আপনি পাবেন। এবার রেকর্ড বই/ রেজিস্টার খাতায় এই পাঁচটি বিবৃতি মিলিয়ে মিতু যা অর্জন করেছে বা যে অংশে উন্নিত প্রয়োজন তা লিখবেন। আলাদা আলাদা করে প্রতিটি বিবৃতির জন্য কিছু লিখবেন না। রেকর্ড বই/ রেজিস্টার খাতায় কিভাবে শিক্ষার্থীদের রেকর্ড সংগ্রহ করবেন তার একটি নমুনা ছক শিক্ষক সহায়িকার শেষে দেয়া আছে।

মূল্যায়ন স্কেল				
শিক্ষার্থীর নাম :				
ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন
১।	শিক্ষার্থী প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করবে।	শিক্ষার্থী প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী কিছু প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে, কিছু পারে নাই।	শিক্ষার্থী প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পারেনি।
২।	শিক্ষার্থী প্রেক্ষাপট অনুযায়ী একটি টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ করবে।	শিক্ষার্থী প্রেক্ষাপট অনুযায়ী একটি টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ করতে পেরেছে।	প্রযোজ্য নয়।	শিক্ষার্থী প্রেক্ষাপট অনুযায়ী একটি টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ চিহ্নিত করতে পারেনি।
৩।	শিক্ষার্থী টার্গেট গ্রুপের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি অথবা হাতেকলমে কন্টেন্ট তৈরি করতে পারবে।	শিক্ষার্থী টার্গেট গ্রুপের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অথবা হাতে-কলমে কন্টেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী টার্গেট গ্রুপের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অথবা হাতে-কলমে আংশিক কন্টেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী টার্গেট গ্রুপের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অথবা হাতে-কলমে কন্টেন্ট তৈরি করতে পারেনি।
৪।	শিক্ষার্থী টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী কন্টেন্ট উপস্থাপনের জন্য উপহার তৈরি করতে পারবে।	শিক্ষার্থী টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী কন্টেন্ট উপস্থাপনের জন্য উপকরণ তৈরি করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী কন্টেন্ট উপস্থাপনের জন্য উপকরণ তৈরি করতে পেরেছে কিন্তু উপকরণ সঠিক হয়নি।	শিক্ষার্থী টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী কন্টেন্ট উপস্থাপনের জন্য উপকরণ তৈরি করতে পারেনি।
৫।	শিক্ষার্থী সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে উপহার দিতে পারবে।	শিক্ষার্থী সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে উপহার দিতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী উপহার দেয়ার প্রক্রিয়া সুন্দর ভাবে আয়োজন করেছে কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে দিতে পারেনি।	শিক্ষার্থী সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে উপহার দিতে পারেনি।

শেষ কথা

এর মাধ্যমে পুরো শিখন অভিজ্ঞতাটি সম্পন্ন হবে। আপনার জন্য কিছু সাধারণ নির্দেশনা এখানে দেয়া হলো। একটি একীভূত শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় এই নির্দেশনা আপনার কাজে লাগতে পারে।

- শ্রেণিতে সকল লিঙ্গের ও বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু থাকলে তাকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের দিয়ে শ্রেণির ভেতরের কার্যক্রমের পাশাপাশি শ্রেণির বাইরের কার্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের জোড়ায় কাজ দিতে পারেন।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মূল্যায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- প্রতিটি অভিজ্ঞতায় সকল গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

শিখন অভিজ্ঞতাটি সফলভাবে সম্পাদন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!

শিখন অভিজ্ঞতা- ৩

বিদ্যালয় পত্রিকা তৈরি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা: বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারণা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

১। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারণা, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধরণ, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহারে স্বত্বাধিকারীর অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

২। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চিহ্নিত করতে পারবে এবং স্বত্বাধিকারীর অধিকার রক্ষা করতে পারবে।

৩। স্বত্বাধিকারীর অধিকার রক্ষায় সচেতন হবে এবং দায়িত্বশীল আচরণ করবে।

এই যোগ্যতা অর্জনে অভিজ্ঞতার ধারণা

শিক্ষার্থীরা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও স্বত্বাধিকারীর নাম ব্যবহার করে একটি বিদ্যালয় পত্রিকা বানাবে এবং স্বত্বাধিকারীর নাম ব্যবহার করবে।

সর্বমোট সেশন: ৫ টি (প্রতিটি ৫০ মিনিটের সেশন)

অভিজ্ঞতা চক্রের সারসংক্ষেপ:

এই শিখন অভিজ্ঞতা কার্যক্রম শুরু হবে একটি প্রতিবেদন লেখার মধ্য দিয়ে। শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে প্রতিবেদন লেখার জন্য একটি বিষয়/থিম নির্বাচন করবে এবং দলের প্রত্যেক সদস্যরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ছবি দিয়ে এবং নিজের মতামত দিয়ে নির্ধারিত থিমের উপর প্রত্যেকে একটি করে প্রতিবেদন লিখবে। প্রতিবেদনটি লিখে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে একটি খেলার মাধ্যমে সকলের সাথে প্রতিবেদনটি বিনিময় করবে এবং প্রতিবেদনটি পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করবে যে আরেকজনের তথ্য ব্যবহার করলে তার নাম ব্যবহার করতে হয়। এবার শিক্ষার্থীরা ট্রেজার হান্ট খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারণা পাবে এবং সকল ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য যে স্বত্বাধিকারীর নাম ব্যবহার করতে হয় তা অনুধাবন করবে। এবারে সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় কাজ হিসেবে তাদের প্রতিবেদনগুলো স্বত্বাধিকারীর নাম দিয়ে লিখবে এবং একটি বিদ্যালয় পত্রিকা বানাবে।

অভিজ্ঞতা চক্র

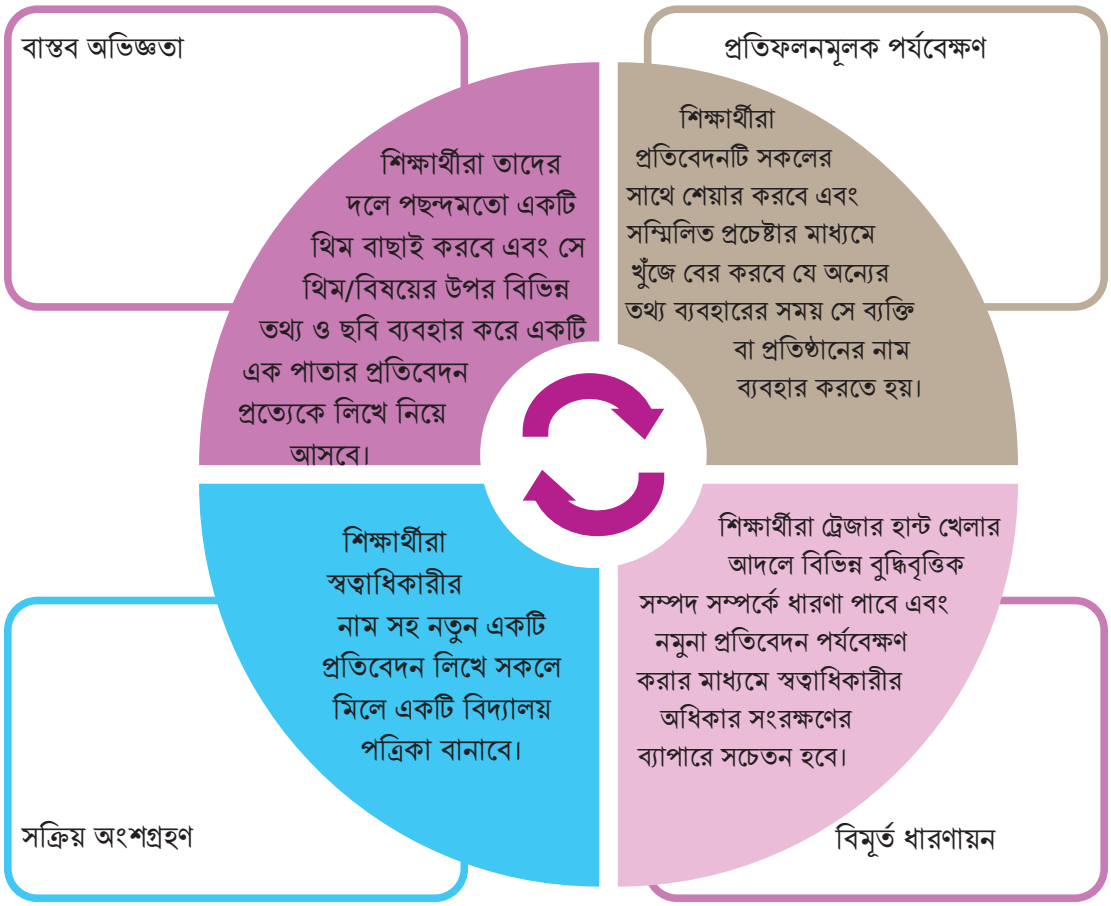

এই পুরো শিখন অভিজ্ঞতাটি আপনার এবং শিক্ষার্থীদের কিছু কাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। নিচে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করে এবং স্বত্বাধিকারীর নাম লেখার মাধ্যমে একটি বিদ্যালয় পত্রিকা বানাতে শিক্ষার্থীরা যেসকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে তার বিস্তারিত ধারণা দেয়া হলো:

ধাপ-১

বাস্তব অভিজ্ঞতা	
কাজ	শিক্ষার্থীরা দলে তাদের পছন্দমতো একটি থিম বাছাই করবে এবং সে থিম/বিষয়ের উপর বিভিন্ন তথ্য ও ছবি ব্যবহার করে একটি এক পাতার প্রতিবেদন প্রত্যেকে লিখে নিয়ে আসবে।
উপকরণ	প্রয়োজন নেই।
পদ্ধতি	নির্দেশনা প্রদান।
সেশন	নতুন কোন সেশনের প্রয়োজন নেই। আগের সেশনে কাজের নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

এই অভিজ্ঞতাটির নির্দেশনা পূর্বের সেশনেই দেয়া আছে। আপানার সুবিধার জন্য পূর্বের সেশনের নির্দেশনাটি আবার এখানে দেয়া হল।

বক্স-৩.১: পূর্বের সেশনে দেয়া নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের এবার পরবর্তী সেশনের একটি ছোট নির্দেশনা আপনি এ অংশে দিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীদের তাদের দলে ভাগ হয়ে (চাইলে শিখন অভিজ্ঞতা- ২ এর দলটি কাজ করতে পারে) পছন্দমতো একটি থিম বা বিষয় (হতে পারে কোন সমস্যা) নির্ধারণ করতে বলবেন এবং এই বিষয়ের উপর ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করে নিজের মতামত দিয়ে একটি এক পাতার প্রতিবেদন তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরিবার, প্রতিবেশি, শিক্ষক, উপরের শ্রেণির শিক্ষার্থী, বিভিন্নি ডিজিটাল মাধ্যম, ইউনিয়ন রিসোর্স সেন্টার বা যেকোনো উৎস থেকে সহায়তা নিয়ে তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে নিজের মত করে ওই বিষয়ের উপর প্রতিবেদনটি তৈরি করবে এবং আগামী সেশনে নিয়ে আসবে।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ	
কাজ	শিক্ষার্থীরা প্রতিবেদনটি সকলের সাথে শেয়ার করবে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে খুঁজে বের করবে যে অন্যের তথ্য ব্যবহারের সময় সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করতে হয়।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ (চক, ডাস্টার, মার্কার ইত্যাদি), শিক্ষার্থীদের তৈরি প্রতিবেদন, শিক্ষার্থীদের রিসোর্স বই।
পদ্ধতি	১। বাজার বাজার খেলা। ২। বন্ধুর প্রতিবেদন বিশ্লেষণ।
সেশন	প্রথম সেশন

প্রথম সেশন

কার্যক্রম- ১

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সাথে আপনি কুশল বিনিময় করতে পারেন।
- সকল শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ আছে কিনা তা জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে কোন শিক্ষার্থীর সহায়তার দরকার হলে শিক্ষার্থী যেন সে সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করবেন।
- এবার এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা যে উপহার বানাবে তা শিক্ষার্থীদের সামনে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

কার্যক্রম- ২

- যেসকল শিক্ষার্থী বাড়ীর কাজ করে নিয়ে এসেছে, এবার তাদের দিয়ে "বাজার-বাজার" খেলাটি খেলাতে পারেন।
- বাজার বাজার খেলার নিয়মটি নীচে দেয়া হলো

বক্স-৩.২: বাজার বাজার খেলার নিয়ম

- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। শ্রেণিতে ছেলে শিক্ষার্থী, মেয়ে শিক্ষার্থী, অন্য লিঙ্গের শিক্ষার্থী এবং শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী খেলায় অংশগ্রহণ করবে।
- এখানে শ্রেণির অর্ধেক শিক্ষার্থী ক্রেতা হবে এবং অর্ধেক শিক্ষার্থী বিক্রেতা হবে।
- যে সকল শিক্ষার্থী বিক্রেতার ভূমিকা পালন করবে, সেসকল শিক্ষার্থী ক্রেতার ভূমিকা পালনকারী শিক্ষার্থীদের তাদের জায়গা থেকে দাড়িয়ে ডাকতে থাকবে তাদের প্রতিবেদনটি দেখার জন্য, যেভাবে একটি বাজারে বিক্রেতারা ডাকতে থাকে। যেমন: এই ভাই/এই আপা! আমার প্রতিবেদনটা দেখে যান।
- যে সকল শিক্ষার্থী ক্রেতার ভূমিকা পালন করবে তারা তাদের পছন্দমতো বিক্রেতার (শিক্ষার্থীর) কাছে গিয়ে তার প্রতিবেদনটি দেখবে এবং পড়বে।
- এভাবে ১০ মিনিট একটি দল বিক্রেতার ভূমিকা পালন করবে এবং অপর দল ক্রেতার ভূমিকা পালন করবে; এর পরের ১০ মিনিট যে দলটি বিক্রেতা সেজেছিল তারা ক্রেতা হবে এবং যারা ক্রেতা সেজেছিল তারা বিক্রেতা হবে।
- এভাবে একজন শিক্ষার্থী ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় ভূমিকা পালন করবে।
- প্রতিবেদন লেখার সময় শিক্ষার্থীদের নীচের দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে বলতে বলবেন।
- প্রতিবেদনে সহপাঠী কি তার নাম ব্যবহার করেছে?
- অন্য কারো লেখা/কবিতা ব্যবহারের সময় সহপাঠী কি ওই ব্যক্তির নাম ব্যবহার করেছে?
- অন্য কারো ক্যামেরায় তোলা ছবি বা আঁকা ছবি ব্যবহারের সময় সহপাঠী কি ওই ব্যক্তির নাম ব্যবহার করেছে?
- অন্য কারো কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহারের সময় সহপাঠী কি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করেছে?
- খেলাটির নিয়ম সকল শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং খেলাটি যেন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।

- খেলার মূল উদ্দেশ্য হলো যেন একজন শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর প্রতিবেদনটি পড়ে, তাই সকল শিক্ষার্থীদের অপর শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে প্রতিবেদনটি পড়তে উৎসাহ দিতে পারেন।

কার্যক্রম- ৩

- শিক্ষার্থী যেকোন দুইজন সহপাঠী যাদের প্রতিবেদন শিক্ষার্থী দেখেছে তাদের নাম ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের নির্ধারিত জায়গায় লিখতে বলতে পারেন।
- আপনি শিক্ষার্থীদের অন্য প্রতিবেদনে যে প্রশ্নের উওরগুলো খুঁজতে বলেছিলেন তার উত্তরগুলো ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে লিখতে আপনি সহায়তা করবেন।

কার্যক্রম- ৪

- লেখার পর আপনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাইতে পারেন, প্রতিবেদনগুলো কেমন হয়েছে।
- কিছু উত্তর শোনার পর শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু কারো কারো প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়নি তা বলতে বলবেন।
- আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হল:

অন্যের সৃষ্ট তথ্য ব্যবহারের সময় সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার না করা।

- পরের সেশনের জন্য কেন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা পরিবার ও উপরের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের বের করে নিয়ে আসতে বলবেন।

ধাপ-৩

বিমূর্ত ধারণায়ন	
কাজ	শিক্ষার্থীরা ট্রেজার হান্ট খেলার আদলে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কে ধারণা পাবে এবং নমুনা প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে স্বত্বাধিকারী অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতন হবে।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ (চক, ডাস্টার, মার্কার ইত্যাদি), শিক্ষার্থীদের তৈরি প্রতিবেদন, শিক্ষার্থীদের রিসোর্স বই, ট্রেজার হান্ট খেলার চিরকুট।
পদ্ধতি	১। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর শুনে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে আলোচনা। ২। ট্রেজার হান্ট খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কে ধারণা। ৩। আলোচনার মাধ্যমে স্বত্বাধিকারীর অধিকার সম্পর্কে জানা। ৪। নমুনা প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে স্বত্বাধিকারীর নাম লিখতে হয় তার ধারণা।
সেশন	দ্বিতীয় সেশন, তৃতীয় সেশন এবং চতুর্থ সেশন।

দ্বিতীয় সেশন

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সাথে আপনি কুশল বিনিময় করতে পারেন।
- কুশল বিনিময়ের পর আপনি পূর্বের সেশনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুঁজে বের করার যে কাজটি ছিলো তা সম্পর্কে জানতে চাইতে পারেন।
- শিক্ষার্থীর তথ্য মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।
- শিক্ষার্থীদের তাদের সহপাঠীদের উত্তর নিজের বইয়ে ৩১ পৃষ্ঠায় লিখতে বলবেন এবং আপনি সহযোগিতা করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনা ও লেখার পর আপনি এবার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কাকে বলে তা নিয়ে সংক্ষেপে বলতে পারেন। এজন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারণা দেখতে পারেন।
- পৃষ্ঠা ৩২ এ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অনুশীলনটি করতে সহায়তা করবেন।

তৃতীয় সেশন

কার্যক্রম- ১

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সাথে আপনি কুশল বিনিময় করতে পারেন।
- কুশল বিনিময়ের পর আপনি শিক্ষার্থীদের ট্রেজার হান্ট খেলার কথা বলতে পারেন।
- ট্রেজার হান্ট খেলাটির জন্য আপনার কিছু পূর্বপ্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন হবে। নীচের ঘরে ট্রেজার হান্ট খেলার জন্য আপনার পূর্বপ্রস্তুতি এবং খেলার নিয়ম দেয়া হলো।

বক্স-৩.৩: "ট্রেজার হান্ট" খেলার জন্য শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা ও খেলার নিয়ম

- "ট্রেজার হান্ট" খেলার জন্য আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধরন

১। সাহিত্য ও শিল্পকর্ম সম্পর্কিত সম্পদ বা কপিরাইট: গান, গল্প, কবিতা, নাটক, সিনেমা, বই ইত্যাদি।
২। শিল্প কারখানা সম্পর্কিত সম্পদ বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি: কোম্পানির নাম, লোগো, মোড়কের ডিজাইন, পণ্য তৈরীর গোপন প্রক্রিয়া বা সিক্রেট ফর্মূলা ইত্যাদি।
৩। ভৌগলিকভাবে পরিচিত কোন একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক বা দেশের নিজস্ব পরিচিতি, যেমন বাংলাদেশের ইলিশ, বাংলাদেশের পাট।
৪। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন যে কোন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন যেমন করোনা টিকা, বিদ্যুতের আবিষ্কার ইত্যাদি।

আপনার প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা:

- বিদ্যালয়ে কি কি ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ আছে তা চিহ্নিত করতে হবে।

- যদি একই ধরনের অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ থাকে তাহলে সেই ধরন থেকে যেকোনো একটি বা দুটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ খেলার জন্য নির্ধারণ করবেন। আবার শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করার সময় যেসকল বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে হচ্ছিলো তা থেকে ধারণা নিতে পারেন, যেকোন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আরও সহায়তার দরকার সে ধরণের সম্পদগুলো নির্ধারণ করতে পারেন।
- এবার এ সম্পদগুলো কি ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ তা নির্ধারণ করবেন। যেমন: বই হলে সাহিত্য টাইপ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, ছবি বা পোস্টার হলে চিত্রকর্ম টাইপ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, ভাস্কর্য হলে শিল্পকর্ম টাইপ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ইত্যাদি।
- সম্পদের ধরন গুলো একটি চিরকুটে লিখে রাখবেন। যেমন: বই; এটি সাহিত্য ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ।
- নির্ধারিত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ গুলোতে একটি চিহ্ন এঁটে দিবেন।
- চিহ্নের সাথে ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত চিরকুটটি লাগিয়ে দিবেন।
- চিহ্নের আকার বেশি বড় বা ছোট হবে না।
- আপনি চাইলে পাশের চিহ্নটি ব্যবহার করতে পারেন।

"ট্রেজার হান্ট" খেলার নিয়ম:

- খেলাটির জন্য সকল শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করতে হবে।
- ছেলে শিক্ষার্থী, মেয়ে শিক্ষার্থী, অন্য লিঙ্গের শিক্ষার্থী এবং শারীরিক ও মানসিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী মিলে দল গঠন করা যেতে পারে।
- দলগুলোর একটি নাম/নম্বর দেয়া যেতে পারে।
- একটি নির্দিষ্ট সময়ে খেলা শুরু হবে।
- দলগুলোকে ট্রেজার হিসেবে একটি চিহ্ন খুঁজে বের করতে হবে।
- চিহ্নের সাথে একটি করে চিরকুট থাকবে।
- দলগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে চিহ্ন ও চিরকুট খুঁজে বের করতে হবে।
- যে দল প্রথমে খুঁজে পাবে বা দেখবে চিহ্নটি সেই দল নিবে।
- দলগুলো সময় শেষে চিহ্ন ও চিরকুট শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।
- এভাবে নির্দিষ্ট সময় পর খেলাটি শেষ হওয়ার পর দেখতে হবে কোন দল কতটি চিহ্ন ও চিরকুট খুঁজে পেল।
- যদি কোন চিহ্ন বা চিরকুট বাকি থাকে তাহলে নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাকি চিহ্নের খোঁজ বলে দিবেন।
- খেলা চলার সময় বিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিকে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন

কার্যক্রম- ২

- খেলার পরে আপনি দেখতে পাবেন অনেকগুলো চিরকুট আর চিহ্ন শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করতে পেরেছে।
- সবগুলো চিহ্ন আর চিরকুট সংগ্রহ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের তাদের নিজ জায়গায় বসতে বলতে পারেন।
- এবার চিরকুটগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে খুলবেন।
- যে দল যে জায়গায় চিহ্নসহ চিরকুট পেয়েছে সে দলকে বলবেন কোথায় তারা চিহ্ন ও চিরকুটটি পেয়েছে তার বর্ণনা দিতে এবং চিরকুটটি সবার সামনে জোর গলায় বলতে।
- বলার পর প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের বইয়ের নির্ধারিত ৩৪-৩৫ এ পৃষ্ঠায় তা লিখে ফেলবে।

কার্যক্রম- ৩

- এবারে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের প্রতিবেদনে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেছে তা চিহ্নিত করতে পারবে।
- চিহ্নিত করে ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের পৃষ্ঠা ৩৬এ লেখার অংশ পূরণ করতে বলতে পারেন।

মূল্যায়ন (শিক্ষক)

শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারছে কিনা তা আপনি মূল্যায়ন করতে পারেন। মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন বক্স ৩.১ ব্যবহার করতে পারেন এবং পরবর্তীতে তা রেকর্ড খাতায় লিখে রাখতে পারেন।

মূল্যায়ন বক্স-৩.৪: বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চিহ্নিতকরণ
১। শিক্ষার্থীরা প্রতিবেদনে অন্যের তথ্য চিহ্নিত করতে পারছে কিনা?
২। কী ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ তারা চিহ্নিত করতে পারছে?
৩। কী ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত করতে পারছে না?

চতুর্থ সেশন

কার্যক্রম- ১

- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য কিভাবে স্বত্বাধিকারীর অধিকার সংরক্ষণ করা যায় সে সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের উত্তর আসতে পারে। যখন শিক্ষার্থীরা বলবে, "এর জন্য আমরা যখন এই ধরনের সম্পদ ব্যবহার করবো, তখন স্বত্বাধিকারীর নাম দিব"। তখন আপনি উত্তরটি নিবেন।
- এবার ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের পৃষ্ঠা ৩৮ এ স্বত্বাধিকারীর অধিকার, কিভাবে স্বত্বাধিকারীর অধিকার ব্যক্তি সংরক্ষণ করতে পারে সে অংশটুকু পড়তে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে স্বত্বাধিকারীর অধিকার, কিভাবে স্বত্বাধিকারীর অধিকার ব্যক্তি সংরক্ষণ করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।
- শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ নিজের চিন্তায় যা লিখবে বা তৈরি করবে সেটিতে শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ কাজ শেষে নিজের নাম দিতে বলবেন।

কার্যক্রম- ২

- আলোচনার পর এবার শিক্ষার্থীদের সহপাঠীকে সাথে নিয়ে স্বত্বাধিকারীর নাম না ব্যবহার করলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কী ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তার ছকটি পূরণ করতে বলুন।
- আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের নমুনা প্রতিবেদনটি দেখতে বলতে পারেন কিভাবে স্বত্বাধিকারীর নাম লিখতে হয় তা বোঝার জন্য।
- সেশনের শেষে পরবর্তী সেশনে প্রস্তুতি হিসেবে আগামী সেশনে বিদ্যালয় পত্রিকাটি বানানোর কথা বলতে পারেন।
- এর জন্য শিক্ষার্থীদের নিজেদের প্রতিবেদনটি সঠিক ভাবে স্বত্বাধিকারীর নাম ব্যবহার করে লিখে নিয়ে আসতে বলবেন।
- এর সাথে শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত বিষয়ের উপর যেকোনো লেখা (গল্প, কবিতা, ছবি) ও লিখতে বলবেন।
- কিন্তু শিক্ষার্থীরা যেন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও সম্পদের স্বত্বাধিকারীর নাম তাদের লেখায় ব্যবহার করে তার উপর জোর দিবেন।

ধাপ-৪

সক্রিয় পরীক্ষণ	
কাজ	শিক্ষার্থীরা স্বত্বাধিকারীর নামসহ নতুন একটি প্রতিবেদন লিখে সকলে মিলে একটি বিদ্যালয় পত্রিকা বানাবে।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ (কলম, চক, ডাস্টার, মার্কার ইত্যাদি), বিদ্যালয় পত্রিকা তৈরির উপাদান- শিক্ষার্থীদের তৈরি গল্প, কবিতা, প্রতিবেদন, রঙ্গিন কাগজ, আইকা, কাচি, স্কচটেপ।
পদ্ধতি	অংশগ্রহণমূলক
সেশন	পঞ্চম সেশন

পঞ্চম সেশন:

- এবার বিদ্যালয় পত্রিকা তৈরির পালা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে বিদ্যালয় পত্রিকা তৈরি হবে।
- বিদ্যালয় পত্রিকা তৈরির নির্দেশনাটি এখানে দেয়া হলো।

বক্স-৩.৫: বিদ্যালয় পত্রিকা তৈরির সময় অনুসরণীয় বিষয় সমূহ:

- বিদ্যালয় পত্রিকা সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে তৈরি হবে। শ্রেণিতে ছেলে শিক্ষার্থী, মেয়ে শিক্ষার্থী, অন্য লিঙ্গের শিক্ষার্থী এবং শারীরিক ও মানসিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী মিলে এই বিদ্যালয় পত্রিকাটি তৈরি করা হবে।
- প্রতিটি দল তাদের নির্ধারিত বিষয়/থিমের উপর বিদ্যালয় পত্রিকার জন্য বিভিন্ন তথ্য, ছবি, গল্প, কবিতা, প্রতিবেদন সম্বলিত উপকরণ বানাবে।
- সকল দলের কাজ সংযুক্ত করে একটি বিদ্যালয় পত্রিকা হবে।
- বিদ্যালয় পত্রিকার বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে একটি নাম বা শিরোনাম থাকবে।
- বিদ্যালয় পত্রিকার জন্য কিছু লেখা শিক্ষার্থীর নিজস্ব লেখা হবে, এবং কিছু লেখা/তথ্য বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সংগ্রহ করা হবে।
- উভয় লেখায় স্বত্বাধিকারীর নাম থাকবে।
- একটি আলাদা অংশে/পৃষ্ঠায় আবার সকল স্বত্বাধিকারীর নাম দেয়া হবে এবং সে অংশটিকে স্বত্বাধিকারীর তালিকা বা পরিচিতি অংশ হিসেবে নামকরণ করা যেতে পারে।

মূল্যায়ন (শিক্ষক)

বিদ্যালয় পত্রিকার জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি নতুন প্রতিবেদন ও বিদ্যালয় পত্রিকা দেখে আপনি মূল্যায়ন করতে পারেন। নিচে মূল্যায়নের জন্য "মূল্যায়ন ছকটি" দেয়া হলো। মূল্যায়ন ছকটি দেখে একজন শিক্ষার্থী সম্পর্কে পুরো ধারণাটি আপনাকে রেকর্ড বই/রেজিস্টার খাতায় লিখতে হবে। যেমন: মিতু নামের কোন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে গেলে আপনি নীচের পাঁচটি বিবৃতি পড়বেন এবং যেসকল যোগ্যতা মিতু অর্জন করেছে বা আংশিক অর্জন করেছে বা আরো উন্নতি প্রয়োজন এরকম কিছু ধারণা আপনি পাবেন। এবার রেকর্ড বই/ রেজিস্টার খাতায় এই পাঁচটি বিবৃতি মিলিয়ে মিতু যা অর্জন করেছে বা যে অংশে উন্নতি প্রয়োজন লিখবেন। আলাদা আলাদা করে প্রতি বিবৃতির জন্য কিছু লেখার প্রয়োজন নেই।

মূল্যায়ন ছক

শিক্ষার্থীর নাম:

ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন
১।	শিক্ষার্থী যেকোনো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করবে।	শিক্ষার্থী তার প্রতিবেদনে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেছে।	প্রযোজ্য নয়।	শিক্ষার্থী কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেনি।
২।	শিক্ষার্থী সঠিক উপায়ে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীর নাম তার লেখায় ব্যবহার করবে।	শিক্ষার্থী সঠিক উপায়ে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীর নাম তার লেখায় ব্যবহার করেছে।	শিক্ষার্থী ব্যবহার করেছে কিন্তু ভুল উপায়ে।	শিক্ষার্থী স্বত্বাধিকারীর নাম লিখেনি।
৩।	শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করবে।	শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেছে।	শিক্ষার্থী একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেছে।	শিক্ষার্থী কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেনি।
৪।	শিক্ষার্থী সকল ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সঠিক ভাবে, স্বত্বাধিকারীর নাম উল্লেখ করে ব্যবহার করবে।	শিক্ষার্থী সকল ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সঠিক ভাবে, স্বত্বাধিকারীর নাম উল্লেখ করে ব্যবহার করেছে।	শিক্ষার্থী কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সঠিক ভাবে, স্বত্বাধিকারীর নাম উল্লেখ করে ব্যবহার করেছে।	শিক্ষার্থী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সঠিক ভাবে, স্বত্বাধিকারীর নাম উল্লেখ করে ব্যবহার করেনি।
৫।	শিক্ষার্থী দেয়ালিকায় নিজের তৈরিকৃত সম্পদে নিজের নাম ব্যবহার করবে।	শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পত্রিকায় নিজের তৈরিকৃত সম্পদে নিজের নাম ব্যবহার করেছে।	প্রযোজ্য নয়।	শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পত্রিকায় নিজের তৈরিকৃত সম্পদে নিজের নাম ব্যবহার করেনি।

শেষ কথা

প্রিয় শিক্ষক, আপনার জন্য কিছু সাধারণ নির্দেশনা এখানে দেয়া হলো। একটি একীভূত শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় এই নির্দেশনা আপনার কাজে লাগতে পারে।

- শ্রেণিতে সকল লিঙ্গের ও বৈশিষ্টের শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু থাকলে তাকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের দিয়ে শ্রেণির ভেতরের কার্যক্রমের পাশাপাশি শ্রেণি বাইরের কার্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের জোড়ায় কাজ দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থী বইয়ের যে অংশে একক কাজ আছে সে অংশে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জোড়ায় কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মূল্যায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- প্রতি অভিজ্ঞতায় ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করবে।
- প্রতিটি অভিজ্ঞতায় সকল গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

শিখন অভিজ্ঞতাটি সফলভাবে সম্পাদন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! এ পর্যায়ে নীচের মূল্যায়ন ছকটি পূরণ করার মাধ্যমে আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কিছু চিন্তা করতে পারেন।

শিক্ষকের শিখনের জন্য মূল্যায়ন ছক

অভিজ্ঞতা চক্রের ধাপ	কোন অভিজ্ঞতা বা কাজগুলো ভালোভাবে করতে পেরেছি।	ভবিষ্যতে কোন অভিজ্ঞতা বা কাজগুলো ভিন্নভাবে করতে চাই।
বাস্তব অভিজ্ঞতা		
প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ		
বিমূর্ত ধারণায়ন		
সক্রিয় পরীক্ষণ		

শিখন অভিজ্ঞতা- ৪

তথ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় মানববন্ধন

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:

- ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা;
- তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা;

এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে যে যোগ্যতা অর্জিত হবে...

১। ব্যক্তিগত তথ্যের ধারণা লাভ;

২। ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা;

৩। ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য বনাম দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ ব্যক্তিগত তথ্য;

৪। অন্যের ব্যক্তিগত তথ্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন;

৫। ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন মোকাবেলায় সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ;

৬। পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগে দায়িত্বশীল আচরণ করা।

ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ঝুঁকি চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণে কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

মোট সেশন: ০৮ টি (প্রতিটি ৫০ মিনিটের সেশন)

অভিজ্ঞতা চক্রের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য আদান প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যম ও ঝুঁকি চিহ্নিত করবে। সাধারণের সাক্ষাৎকার ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে তারা ডিজিটাল ও ডিজিটাল নয় এমন মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানে ঝুঁকিগুলো নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হবে। ব্যক্তিগত তথ্য কী কী হতে পারে এবং কীভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হতে পারে সেই সব ঝুঁকিগুলোও চিহ্নিত করবে। ঝুঁকিসমূহ নিরসনে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীরা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। কর্মপরিকল্পনার আলোকে বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে যা অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়নও হবে। শিক্ষার্থীরা তথ্য আদান প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যম ও ঝুঁকি, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন ও ঝুঁকিসমূহ নিরসনে কর্মপন্থা নির্ধারণ বিষয়ক সচেতনতামূলক মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করবে।

অভিজ্ঞতা চক্র

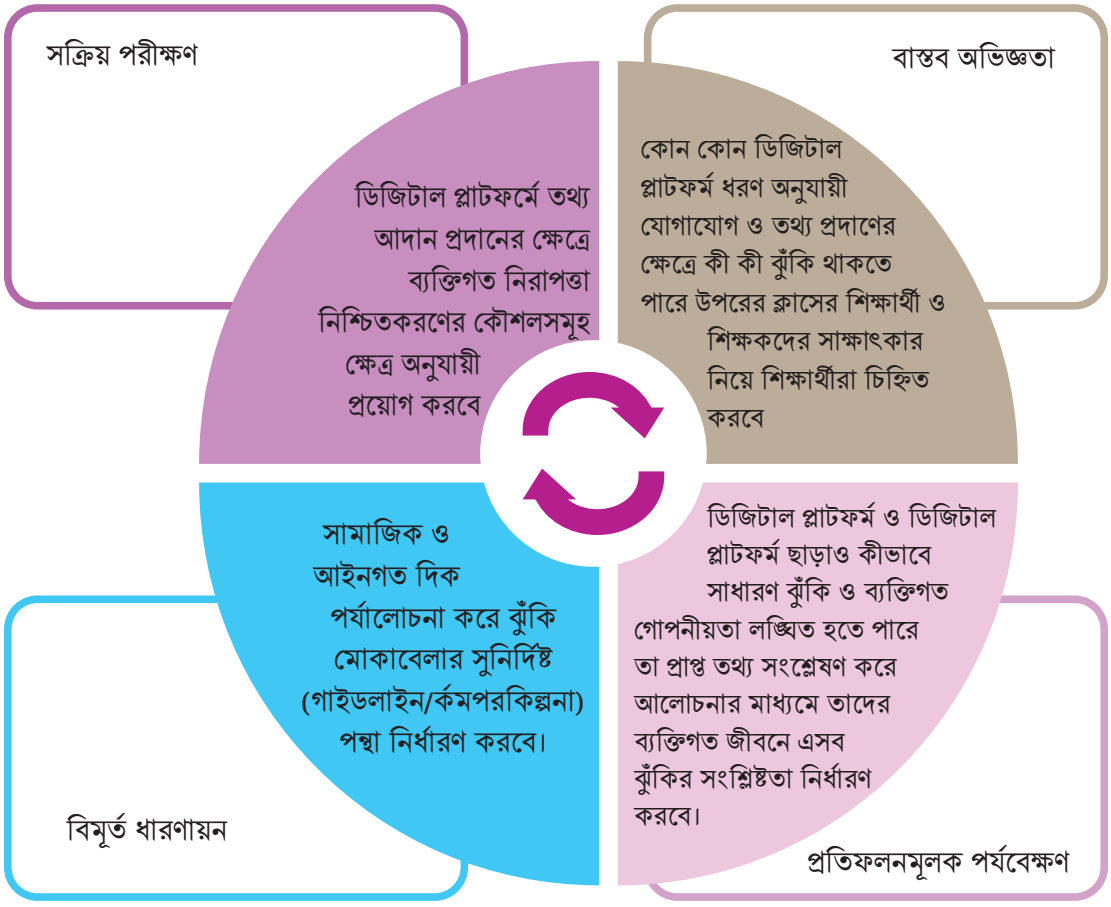

ধাপ-১:

বাস্তব অভিজ্ঞতা	
কাজ	তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম ও ঝুঁকিগুলো চিহ্নিতকরণ, সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানে ঝুঁকি নিরূপণে প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও সাক্ষাতকার গ্রহণ, তথ্য আদান প্রদানে ঝুঁকি বিষয়ক প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার।
উপকরণ	পোস্টার পেপার, মার্কার/সাইন পেন, মাসকিং টাপ/গাম/বোর্ড পিন।
পদ্ধতি	অভিজ্ঞতা বিনিময়, একক কাজ, আলোচনা, সাক্ষাৎকার, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, উপস্থাপনা।
সেশন	৪ টি সেশন।

প্রথম সেশন

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় শেষে জানতে চাইবেন আগের ক্লাসে প্রস্তুতকৃত বিদ্যালয় পত্রিকায় তথ্য আকারে কী কী ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহার ছিল? উত্তর জানার পর শিক্ষার্থীরা নীচের মেঘে পূরণ করবে। তাদেরকে সহায়তা করুন।

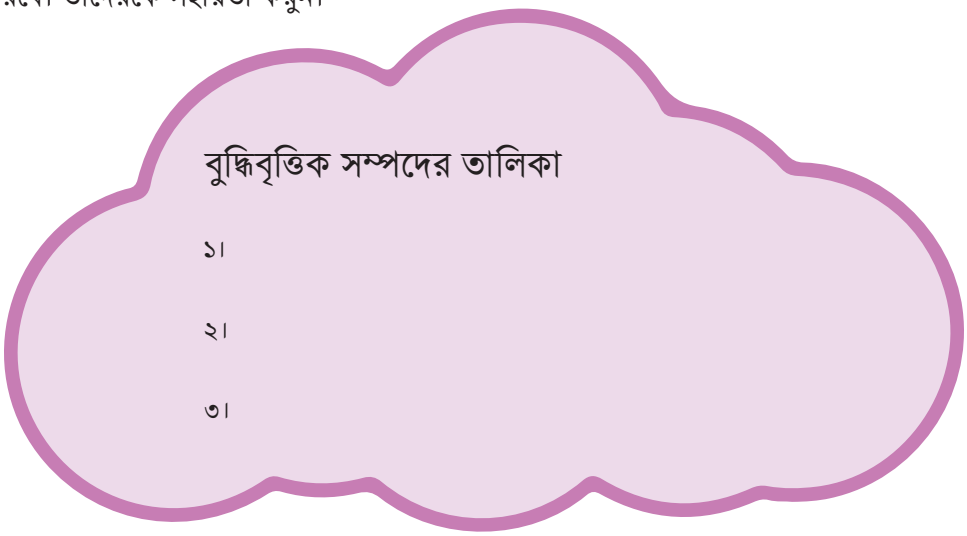

- এবার তাদের জিজ্ঞেস করুন আর কী কী উপায়ে আমরা তথ্য অন্যকে অবগত করতে পারি।
- শিক্ষার্থীদের উত্তর হতে পারে-মৌখিক, এসএমএস, ম্যাসেজ, পত্রিকা, লিফলেট, পোস্টার, মাইকিং ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের উত্তর বলতে সহয়তা করুন।
- কোনগুলো ডিজিটাল আর কোনগুলো ডিজিটাল মাধ্যম নয় তা শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত করবে। এ কাজে তাদেরকে সহায়তা করুন।
- এবার শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে নিচের ছক অনুযায়ী (প্রয়োজনে এই ছকের সারি বাড়তে পারে) তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম বা প্লাটফর্মের তালিকা তৈরি করতে বলুন।

সেশন-২:

▶ সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানে ঝুঁকি নিরূপণ (২টি শ্রেণি ও ১টি শ্রেণির বাইরের কার্যক্রম) আগের কাজ থেকে শিক্ষার্থীরা তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমগুলো চিহ্নিত করবে। শিক্ষার্থীদের বলুন যে-'সব তথ্যই আমরা সবার কাছে আদান প্রদান করি না। অনেক সময় আমাদের ভুলের বা অসচেতনতা বা অনুমতি ছাড়াই ব্যক্তিগত তথ্য আদান প্রদান হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থাকে আমরা কী বলতে পারি?' শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করবে যে এটি হলো তথ্য আদান প্রদানে ঝুঁকি।

[পদ্ধতি: সাক্ষাৎকার - দলগত কাজ - আলোচনা - উপস্থাপনা]

সম্ভ্যাব্য উপকরণ: সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা, পোস্টার পেপার, মার্কার/সাইন পেন মাসকিং টাপ/গাম/বোর্ড পিন

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণির কার্যক্রম শুরু করুন।

২. একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা ও অনুসন্ধান করে বের করবে যে তথ্য আদান প্রদানে কী কী ঝুঁকি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালায় তথ্য আদান প্রদানে সম্ভাব্য ঝুঁকি বিষয়ক মোট আট থেকে দশটি প্রশ্ন থাকতে পারে।

৪. সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা শিক্ষার্থীরাই তৈরি করবে, তাদের কাজে সহায়তা করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে নিচের তিনটি তথ্য জানতে তাদেরকে সাক্ষাৎকার নিতে হবে...

- কীভাবে তথ্য আদান প্রদান ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে;
- কোন ধরণের ব্যক্তিগত তথ্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে;
- তথ্য আদান প্রদান ঝুঁকিপূর্ণ হলে কী কী ক্ষতি হতে পারে;

১। তথ্য আদান প্রদানে আপনি সাধারণত কোন ধরনের মাধ্যম বেশি ব্যবহার করেন?

☐ ডিজিটাল ☐ সাধারণ/ডিজিটাল নয়

২। তথ্য আদান প্রদানে কী মাধ্যম বেশি ব্যবহার করেন?

☐ মৌখিক ☐ এসএমএস ☐ ম্যাসেজ ☐ চিঠি ☐ লিফলেট ☐ পোস্টার

☐ অন্যান্য..... (লিখুন)

৩। আপনি কার সাথে ব্যক্তিগত তথ্য আদান প্রদান করেন?

☐ বন্ধু ☐ শিক্ষক ☐ আত্মীয় ☐ অন্যান্য..... (লিখুন)

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

- সকলের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নমালাটি চূড়ান্ত করবে। চূড়ান্ত প্রশ্নমালাটি প্রত্যেকে শিক্ষার্থী বইয়ে লিখবে যেন এই বইয়েই তারা মোট দশজনের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।
- [শ্রেণির বাইরের কাজ] ক্লাস শেষে বা বিরতির সময় প্রত্যেক দল নিজেদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উপরের ক্লাসের শিক্ষার্থীরা মিলিয়ে মোট ১০ জনের উপর সাক্ষাৎকার পরিচালনা করবে।

সেশন-৩:

- তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন

  পরবর্তী ক্লাসে সকল দলের সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য পোস্টার বা ক্যালেন্ডারের সাদা দিকে ছকের মাধ্যমে ফলাফল উপস্থাপন করবে। ফলাফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সার্ভের প্রশ্নমালা তৈরির সময় যেসকল বিষয় বিবেচনা করেছিল সেগুলোকে গুরুত্ব দিতে বলুন। তথ্য বিশ্লেষণগুলো নিচের মত করে উপস্থাপন করতে বলুন।

- কোন প্রশ্নের উত্তরে কতজন 'হ্যাঁ' এবং কতজন 'না' উত্তর দিলো তার একটি ছক বা টেবিল
- কতজন কোন মাধ্যম ব্যবহারের কথা বলল তা তালিকা আকারে লিখা
- কোন প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তরের একাধিক মতামত থাকলে সেগুলো তালিকা আকারে উল্লেখ করা ইত্যাদি
- কোন তথ্য সংযোজনের প্রয়োজন হলে তা শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিন।

সেশন-৪:

- তথ্য আদান প্রদানে ঝুঁকি বিষয়ক প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার (১টি শ্রেণি কার্যক্রম)

[সাক্ষাৎকার - সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা - আলোচনা]

১. পূর্বের কাজের ধারাবাহিকতা অনুসারে শিক্ষার্থীরা একজন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বা প্রযুক্তি বিষয়ে ভাল জানেন এমন একজনকে (এলাকার কলেজের আইসিটি শিক্ষক বা পরিবার বা এলাকায় যিনি আইসিটি ভালো জানেন) তাদের ক্লাসে আমন্ত্রণ জানাবে। এ কাজে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করুন।
২. পূর্বের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নগুলোর আলোকে শিক্ষার্থীরা বিশেষজ্ঞের মতামত জানার চেষ্টা করবে।
৩. শিক্ষার্থীদের বলুন "গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নিজেদের খাতায় লিখে রাখো"।
৪. সাক্ষাৎকার শেষ হলে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশেষজ্ঞকে বিদায় জানাতে বলুন।

ধাপ-২:

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ	
কাজ	পূর্বের ক্লাসগুলো হতে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকরণ করবে (ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল/ সাধারণ মাধ্যমে ঝুঁকিসমূহ), শ্রেণিকরণকৃত ঝুঁকিসমূহের প্রেক্ষিতে বাস্তব জীবনে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সম্ভাব্যতা চিহ্নিতকরণ।
উপকরণ	পোস্টার পেপার, মার্কার/সাইন পেন, মাসকিং টাপ/গাম/বোর্ড পিন, কর্মপত্র।
পদ্ধতি	একক কাজ-প্যানেল আলোচনা-ব্রেইন স্টর্মিং ও রাইটিং, কেস স্টাডি।
সেশন	২

সেশন-৫:

■ পূর্বের ক্লাসগুলো হতে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকরণ করবে (ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল/ সাধারণ মাধ্যমে ঝুঁকিসমূহ। (১টি শ্রেণি কার্যক্রম)

১. শিক্ষার্থীদের তালিকা হতে ঝুঁকিসমূহ উল্লেখ করতে বলুন।
২. বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপের মাধ্যমে ঝুঁকিসমূহের নাম লিখার জন্য একজনকে আহবান করুন।

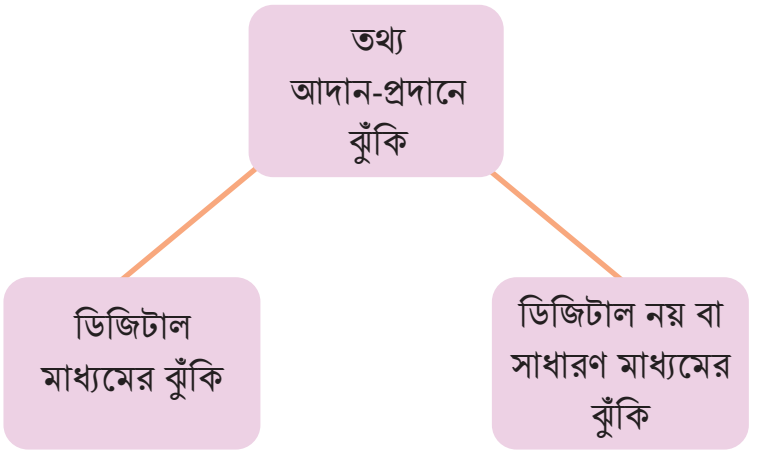

৩. কোন তথ্য বাদ পড়লে শিক্ষার্থীদের তা জানিয়ে দিন।
৪. সকল শিক্ষার্থী মাইন্ড ম্যাপের তথ্য খাতায় লিখেছে কিনা তা যাচাই করুন।

সেশন-৬:

■ শ্রেণিকরণকৃত ঝুঁকিসমূহের প্রেক্ষিতে বাস্তব জীবনে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সম্ভাব্যতা চিহ্নিতকরণ। (১টি শ্রেণি কার্যক্রম)

[পদ্ধতি: কেস স্টাডি-দলগত কাজ-মাইন্ড ম্যাপিং-আত্ম জিজ্ঞাসা-পোস্টার উপস্থাপন]

সম্ভ্যাব্য উপকরণ: কেস স্টাডি, কর্মপত্র

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. দুইজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পূর্বের ক্লাসের কাজগুলো পুনরালোচনা করুন।

৩. রিসোর্স বুকে দেয়া কেস স্টাডিটি সকল শিক্ষার্থীকে নীরবে পড়তে বলুন।

৪. এই কেস স্টাডির মতো শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো এমন কোন কিছু ঘটেছিল কিনা জিজ্ঞেস করুন। এই আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট হতেই বের করার চেষ্টা করুন যে এখানে কী ধরণের তথ্যের আদান প্রদান হয়েছে (ব্যক্তিগত গোপনীয়তা)।

৫. এবার ক্লাসের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন “তথ্য আদান প্রদানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কী?” কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর নেয়া হলে রিসোর্স বুকের তথ্যের সাথে মিলিয়ে নিতে বলুন।

ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য

ব্যক্তিগত তথ্য যখন একজন মানুষের ঝুঁকি বা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ওই তথ্যগুলোকে গোপন রাখতে হয়, তখনই ওই তথ্যগুলো হয়ে যায় ব্যক্তিগত গোপন তথ্য। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে কখন একটি তথ্য ঝুঁকির কারণ হয়ে যায়। আমার নাম- এটি একটি ব্যক্তিগত তথ্য, কিন্তু এটি সবাই জানতে পারে, গোপন করার কিছু নেই। আসলে কি তাই? আমি কি রাস্তায় অপরিচিত একজন আমার নাম জিজ্ঞেস করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে আমার নাম বলি? বলি না, আমরা কিন্তু তাকে আগে জিজ্ঞেস করি, তিনি কেন আমার নাম জানতে চাইছেন, তিনি কে, তাই না? অর্থাৎ যাকে আমি তথ্যটি দিচ্ছি, সে কতটা বিশ্বস্ত সেটি আমরা যাচাই করি। একইভাবে, আমার অভিভাবকের মোবাইল নাম্বার কোনো খারাপ ব্যক্তির হাতে গেলে কী হতে পারে? আমার অভিভাবকে কোন বিপদের ভয় দেখিয়ে ওই ব্যক্তি অর্থ আত্মসাৎ করতে পারে। তাই না?

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, মাধ্যম বা ব্যক্তিভেদে আমাদের যে কোনো ব্যক্তিগত তথ্যই ব্যক্তিগত গোপন তথ্য হতে পারে।

৬. শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন যে কেস স্টাডিতে উল্লেখিত ঘটনায় কী ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে (তথ্য আদান প্রদানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন)।

৭. এবার আগের দিনের ক্লাসে মাইন্ড ম্যাপের উল্লিখিত 'ঝুঁকিসমূহের কোনগুলো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন' হতে পারে তা শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে চিহ্নিত করবে। শিক্ষার্থীরা দলগত কাজে অবশ্যই তাদের বাস্তব জীবনের সাথে ঝুঁকিসমূহ মিলাতে চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক দলের কাছে গিয়ে সহায়তা করুন।

৮. দলগত কাজ শেষে উপস্থাপনায় চিহ্নিত সমস্যাটি কীভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হতে পারে তার ব্যাখ্যা দিতে বলুন।

ধাপ-৩:

বিমূর্ত ধারণায়ন	
কাজ	তথ্য আদান প্রদানে ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
উপকরণ	কর্মপরিকল্পনা ছক।
পদ্ধতি	একক কাজ-আলোচনা-ব্রেইন স্টর্মিং ও রাইটিং।
সেশন	১

সেশন-৭:

▶ তথ্য আদান প্রদানে ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (১টি শ্রেণি কার্যক্রম)

[পদ্ধতি: দলগত কাজ-ব্রেইন স্টর্মিং ও রাইটিং-পোস্টার উপস্থাপন] সম্ভাব্য

সম্ভাব্য উপকরণ: কর্মপরিকল্পনা ছক

১. পূর্বের দলগত কাজ হতে প্রাপ্ত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তার জন্য একই দলে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

২. কর্মপরিকল্পনার ছকটি নিম্নরূপ হবে:

ঝুঁকি	কোন ধরণের ঝুঁকি (ডিজিটাল/নন ডিজিটাল)	ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা	ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল	কৌশল বাস্তবায়নের সময়সীমা

৩. শিক্ষার্থীরা যেন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে নিজেদের বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া বা ঘটতে পারে এমন ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে তা নিশ্চিত করুন।

৪. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ঝুঁকি মোকাবেলায় যেন সামাজিক ও আইনগত কৌশল উল্লেখ করে তার ধারণা দিন। প্রয়োজনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা-২৬ উল্লেখ করুন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন)

অপরাধ ও দণ্ড

অনুমতি ব্যতীত পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, ইত্যাদির দণ্ডে	২৬। (১) যদি কোনো ব্যক্তি আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অপর কোনো ব্যক্তির পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, বিক্রয়, দখল, সরবরাহ বা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। (২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। (৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘‘পরিচিতি তথ্য’’ অর্থ কোনো বাহ্যিক, জৈবিক বা শারীরিক তথ্য বা অন্য কোনো তথ্য যাহা এককভাবে বা যৌথভাবে একজন ব্যক্তি বা সিস্টেমকে শনাক্ত করে, যাহার নাম, ছবি, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, মাতার নাম, পিতার নাম, স্বাক্ষর, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নম্বর, ফিংগার প্রিন্ট, পাসপোর্ট নম্বর, ব্যাংক হিসাব নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ই-টিআইএন নম্বর, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল স্বাক্ষর, ব্যবহারকারীর নাম, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড নম্বর, ভয়েজ প্রিন্ট, রেটিনা ইমেজ, আইরেস ইমেজ, ডিএনএ প্রোফাইল, নিরাপত্তামূলক প্রশ্ন বা অন্য কোনো পরিচিতি যাহা প্রযুক্তির উৎকর্ষতার জন্য সহজলভ্য।

ধাপ-৪:

সক্রিয় পরীক্ষণ	
কাজ	তথ্য আদান প্রদানে ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন।
উপকরণ	কর্মপরিকল্পনা ছক, সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড, পোস্টার/আর্ট পেপার/ক্যালেন্ডারের সাদা অংশ/ বড় আকারের কাগজ।
পদ্ধতি	একক কাজ-আলোচনা-ব্রেইন স্টর্মিং ও রাইটিং, প্রদর্শন।
সেশন	১

সেশন-৮:

▶ **সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড তৈরি (১টি শ্রেণি কার্যক্রম)।**

১. পূর্বের সেশনে কাজ করা কর্ম পরিকল্পনার আলোকে একই দলের উল্লিখিত ঝুঁকি মোকাবেলা বা সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক সুদৃশ্য প্ল্যাকার্ড তৈরি করতে বলুন।

২. প্ল্যাকার্ড নিচের বিষয়গুলো আছে কিনা তা মূল্যায়ন করুন।

- ▶ ঝুঁকির কারণ
- ▶ ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের আইনি দিক।
- ▶ সামাজিক ও নৈতিক দিক
- ▶ ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয়
- ▶ ঝুঁকি মোকাবেলায় সচেতনতা

৩. প্রত্যেক দল একাধিক প্ল্যাকার্ড বানাবে। প্ল্যাকার্ডের লিখা এমন সাইজের হবে যেন সেগুলো দূর থেকে দৃশ্যমান হয়। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীরা পোস্টার/আর্ট পেপার/ক্যালেন্ডারের সাদা অংশ/বড় আকারের কাগজ ব্যবহার করে প্ল্যাকার্ড প্রস্তুত করতে বলুন।

৪. টার্গেট গ্রুপ বিবেচনা করে কনটেন্ট প্রণয়নের যোগ্যতার প্রয়োগের বিষয়টি তাদের উল্লেখ করুন।

প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন (১টি শ্রেণির বাইরের কার্যক্রম)

১. শিক্ষার্থীদের প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিদ্যালয়ের বারান্দা বা এমন স্থান হতে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করে দিন যেন তা বিদ্যালয়ের বাইরের ব্যক্তিদেরও দৃষ্টিগোচর হয়।

২. শিক্ষার্থীরা যেন প্ল্যাকার্ড নিয়ে শৃঙ্খলার সাথে প্রদর্শন করে তা লক্ষ রাখবেন। এই প্রদর্শনটির সময় কেউ যদি এ ব্যাপারে জানতে চান তখন তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

৩. প্ল্যার্ক্ার্ড প্রদর্শন কার্যক্রমটি ত্রিশ (৩০) মিনিট পর্যন্ত চলবে। সম্পূর্ণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সাথে থাকবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের তৈরি করা প্ল্যাকার্ডটি বাড়িতে ও নিজ এলাকাতেও তারা প্রদর্শন করবে যেন এই তথ্যগুলো অন্যরাও জানতে পারেন।

৫. প্রত্যেক শিক্ষার্থী মানববন্ধন পর্যবেক্ষণে আসা বিভিন্ন ব্যক্তির লিখিত মতামত নিবে যে মানববন্ধন কতটুকু সফল হয়েছে। মানববন্ধন হতে সাধারণ জনগণ ও পর্যবেক্ষক হিসেবে তারা কী তথ্য পেয়েছেন, এসব তথ্য তারা কীভাবে কাজে লাগাবেন, তাদের কী উপকার হলো ইত্যাদি বিষয়ে মতামত লিখে দিবেন। এজন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন।

বাস্তবজীবনে প্রয়োগ

কর্মপরিকল্পনার নির্দিষ্ট একটি কৌশল শিক্ষার্থীরা বাড়িতে প্রয়োগ করবে। এই কাজের অগ্রগতির একটি প্রতিবেদন নিচের ছকের মতো তৈরি করে সেটি তাদের অভিভাবকের কাছ থেকে তারকা (*) সংগ্রহ করবে। এজন্য অভিভাবককে তারা কাজ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবে যে সে কী কাজ সম্পন্ন করল এবং এটি কেন করল। তাদের অভিভাবক মূল্যায়ন করবেন যে কাজটি কতটা ভাল করেছে। শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ তিনটি তারকা অভিভাবকের কাছ থেকে পেতে পারে। যদি খুব ভাল কৌশল প্রয়োগ করে তাহলে অভিভাবকের কাছ থেকে তিনটি তারকা, ভাল হলে দুইটি তারকা এবং কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন হলে একটি তারকা একে দিবেন। এ বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যেন তারাও তাদের অভিভাবককে কাজটি বুঝিয়ে দেয়।

ঝুঁকির নাম	ঝুঁকি মোকাবেলায় গৃহিত কৌশল	কৌশল প্রয়োগের ফলে কী উপকার হলো	অভিভাবকের মূল্যায়ন কৌশলটি ঠিক মতো প্রয়োগ করতে পেরেছে = ★ ★ ★ আংশিক প্রয়োগ করতে পেরেছে = ★ ★ কৌশলটি প্রয়োগ করতে আরো চেষ্টা প্রয়োজন = ★

মূল্যায়ন কৌশল (শিক্ষক)

শিক্ষার্থীদের তৈরি করা কর্ম পরিকল্পনাটি মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন ছকটি দেখে একজন শিক্ষার্থী সম্পর্কে পুরো ধারণাটি আপনাকে রেকর্ড বই/রেজিস্টার খাতায় লিখতে হবে। যেমন: মিতু নামের কোন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে গেলে আপনি নীচের চারটি বিবৃতি পড়বেন এবং যেসকল যোগ্যতা মিতু অর্জন করেছে বা আংশিক অর্জন করেছে বা আরো উন্নতি প্রয়োজন এরকম কিছু ধারণা আপনি পাবেন। এবার রেকর্ড বই/রেজিস্টার খাতায় এই পাঁচটি বিবৃতি মিলিয়ে মিতু যা অর্জন করেছে বা যে অংশে উন্নতি প্রয়োজন তা লিখবেন। আলাদা আলাদা করে প্রতি বিবৃতির জন্য কিছু লিখবেন না।

ক্রম	ক্ষেত্র	যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে	আংশিক অর্জিত হয়েছে	আরো উন্নয়ন প্রয়োজন
১	কোন ধরণের ঝুঁকি (ডিজিটাল/নন ডিজিটাল)	সঠিক ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পেরেছে যা সচরাচর আমাদের সকলের জন্য সাধারণ	সঠিক ঝুঁকি চিহ্নিত করতে আংশিক পারদর্শিতা অর্জিত হয়েছে	বাস্তবসম্মত ঝুঁকি চিহ্নিত করার দক্ষতা অর্জনে আরো উন্নয়ন প্রয়োজন
	প্রযোজ্য ঘরে টিক (✓) দিন			
২	ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা	তথ্য আদান প্রদানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা আছে কিনা তা নির্ধারণে পারদর্শী	তথ্য আদান প্রদানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা আছে কিনা তা নির্ধারণে আংশিক পারদর্শী	তথ্য আদান প্রদানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা আছে কিনা তা নির্ধারণে উন্নয়ন
	প্রযোজ্য ঘরে টিক (✓) দিন			প্রয়োজন
৩	ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল	ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণে দক্ষ	ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণে আংশিক দক্ষ	ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণে উন্নয়ন প্রয়োজন
	প্রযোজ্য ঘরে টিক (✓) দিন			
৪	কৌশল বাস্তবায়নের সময়সীমা	কৌশল বাস্তবায়নে বাস্তবসম্মত সময়সীমা নির্ধারণে দক্ষ	কৌশল বাস্তবায়নে বাস্তবসম্মত সময়সীমা নির্ধারণে আংশিক দক্ষ	কৌশল বাস্তবায়নে বাস্তবসম্মত সময়সীমা নির্ধারণে উন্নয়ন প্রয়োজন
	প্রযোজ্য ঘরে টিক (✓) দিন			

শিখন অভিজ্ঞতা ৫

বন্ধুর সাথে ভ্রমণ পরিকল্পনা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা : সরল অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

১। কোনো কাজের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ করতে পারবে।

২। ধারাবাহিক কাজ সরল অ্যালগরিদমের ভাষায় এবং ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারবে।

৩। ফ্লোচার্টের মাধ্যমে ধারাবাহিক ধাপের শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন করতে পারবে।

৪। ধারাবাহিক ধাপ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন করে একটি পরিকল্পনা করবে।

এই যোগ্যতা অর্জনে অভিজ্ঞতার ধারণা

শিক্ষার্থীরা কাজের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করে শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন করে বন্ধুর সাথে একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা করবে।

সর্বমোট সেশন : ৬টি এর মাঝে ১টি শ্রেণির বাইরের সেশন

অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

এই শিখন অভিজ্ঞতা কার্যক্রম শুরু হবে শ্রেণিতে একটি খেলার মাধ্যমে। খেলাটির নাম ‘খেলতে খেলতে শ্রেণিতে ভ্রমণ।’ শিক্ষার্থীরা একজন সহপাঠীকে সাথে নিয়ে শ্রেণিতে একটি নির্ধারিত স্থানে যাবে। কে কত স্টেপে/কদমে ওই নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছালো তার ওপর ভিত্তি করে একটি কাজ কিছু ধারাবাহিক কাজের মাধ্যমে যে করতে হয় তার ধারণা দেওয়া হবে। এরপর বিদ্যালয়ে আসার কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে ও খাবার রান্না করার ধারাবাহিক কাজগুলো শিক্ষার্থীরা লিখে আনবে কিন্তু এবারে ফ্লোচার্ট ও সরল অ্যালগরিদমের ভাষা ব্যবহার করা হবে। শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে তাদের বিদ্যালয়ে আসার কাজ আরও বিশ্লেষণ করবে এবং তাদের ভ্রমণের অংশ হিসেবে একটি কাঠির গাড়ি বানাবে। এরপর শিক্ষার্থীরা তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনাটি ফ্লোচার্ট ব্যবহার করে ধারাবাহিকভাবে লিখবে এবং তিনটি ধাঁধার সমাধান করবে। ধাঁধা তিনটি যথাক্রমে শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জনের ওপর হবে। সবশেষে শিক্ষার্থীরা তিনটি ধাঁধা একসাথে মিলিয়ে বন্ধুর সাথে একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা করবে।

অভিজ্ঞতা চক্র

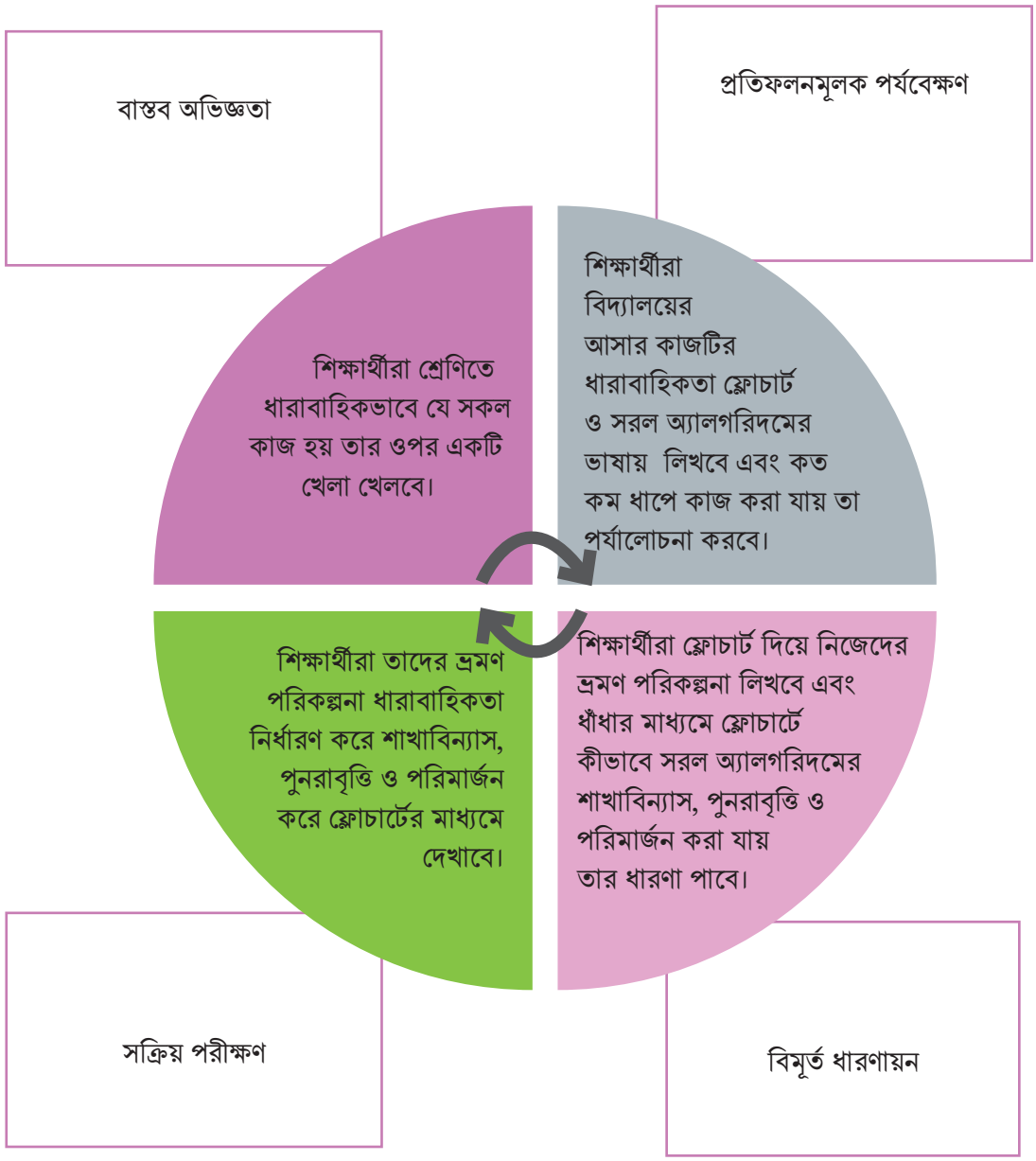

এই পুরো শিখন অভিজ্ঞতাটি আপনি এবং শিক্ষার্থীদের কিছু কাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। নিচে বন্ধুর সাথে ভ্রমণ পরিকল্পনা করার জন্য শিক্ষার্থীরা যে সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে তার বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হলো।

ধাপ ১ :

বাস্তব অভিজ্ঞতা	
কাজ	শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে যে সকল কাজ হয় তার ওপর একটি খেলা খেলবে।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী বই, শ্রেণিতে দাগ কাটার জন্য চক।
পদ্ধতি	১। শিক্ষার্থী বন্ধু নির্বাচন করবে। ২। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে খেলাটি খেলবে।
সেশন	প্রথম সেশন

প্রথম সেশন

কাজ ১ :

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সাথে আপনি কুশল বিনিময় করতে পারেন।
- সকল শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছে কিনা তা জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে কোনো শিক্ষার্থীর সহায়তার দরকার হলে শিক্ষার্থী যেন সে সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করবেন।
- এবার এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা বন্ধুর সাথে মিলে একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা করবে তা শিক্ষার্থীদের সামনে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

কাজ ২ :

- শিক্ষার্থীরা একটি খেলা খেলবে তা ঘোষণা দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের খেলাটি খেলার জন্য একজন বন্ধু/সহপাঠী নির্বাচন করতে বলবেন। কোনো শিক্ষার্থী একা হলে তার সাথে আপনি যুক্ত হতে পারেন।
- এবারে শিক্ষার্থীদের বইয়ের ২ পৃষ্ঠায় প্রদেয় নিয়ম অনুযায়ী খেলাটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং খেলাটি খেলতে পারেন।

কাজ ৩ :

- খেলাটি খেলা হলে বিজয়ীর নাম বলতে পারেন।
- তবে খেলাটির মূল উদ্দেশ্য যে যেকোনো কাজই ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।
- এটি যে সরল অ্যালগরিদম তা আলোচনা করতে পারেন।

কাজ ৪ : বাড়ির কাজ

- পরের সেশনের জন্য বাড়ির কাজ হিসেবে নির্ধারিত কাজটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন।

ধাপ ২ :

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ	
কাজ	শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসার কাজটির ধারাবাহিকতা ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্র ও সরল অ্যালগরিদমের ভাষায় লিখবে এবং কত কম ধাপে কাজ করা যায় তা পর্যালোচনা করবে।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী বই।
পদ্ধতি	১। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসার কাজ ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে লিখে আনবে। ২। শিক্ষার্থীরা সহপাঠীর সাথে মিলে নিরা ও নিহাদের গল্প পড়বে। ৩। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসার কাজ সরল অ্যালগরিদমের ভাষায় লিখবে। ৪। শিক্ষার্থীরা কত কম কাজের মাধমে বিদ্যালয়ে আসা যায় তা প্রতিফলন করবে। ৫। শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে একটি কাঠির গাড়ি বানাবে এবং অতিরিক্ত ধাপ চিহ্নিত করবে।
সেশন	দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেশন

দ্বিতীয় সেশন :

কাজ ১ :

- শিক্ষার্থীদের সাথে আগের সেশনের কাজের পুনরালোচনা করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের সকলে বাড়ির কাজ নির্ধারিত জায়গায় লিখে নিয়ে এসেছে কিনা তা দেখতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের ৪ পৃষ্ঠায় নিরা ও নিহাদের গল্পটি পড়তে উৎসাহিত করতে পারেন।

কাজ ২ :

- শিক্ষার্থীদের সাথে ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্র নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার কাজটি ধাপে ধাপে প্রবাহচিত্র ব্যবহার করে লিখতে বলতে পারেন।
- নির্ধারিত জায়গায় সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে লিখতে বলতে পারেন।

কাজ ৩ : বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজটি বুঝিয়ে দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা যেন কোনো জটিল রান্না না পর্যবেক্ষণ করে তার নির্দেশনা দিতে পারেন।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীর নাম :					
ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন	মন্তব্য
১।	শিক্ষার্থী একটি বড় কাজকে ছোট ছোট কাজে ভাগ করতে পারবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				
২।	শিক্ষার্থী ছোট ছোট কাজকে ধাপ অনুযায়ী সাজাতে পারবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				
৩।	শিক্ষার্থী প্রবাহচিত্র আঁকতে পারবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				

মূল্যায়ন স্কেল :

শিক্ষার্থীর নাম :					
ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন	মন্তব্য
১।	শিক্ষার্থী একটি বড় কাজকে ছোট ছোট কাজে ভাগ করতে পারবে।	শিক্ষার্থী একটি বড় কাজকে ছোট ছোট কাজে ভাগ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী একটি বড় কাজকে কিছু ছোট ছোট কাজে ভাগ করতে পেরেছে কিন্তু কিছু কাজ বাদ গেছে।	শিক্ষার্থী একটি বড় কাজকে ছোট ছোট কাজে ভাগ করতে পারেনি।	

২।	শিক্ষার্থী ছোট ছোট কাজকে ধাপ অনুযায়ী সাজাতে পারবে।	শিক্ষার্থী ছোট ছোট কাজকে ধাপ অনুযায়ী সাজাতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী ছোট ছোট কাজকে ধাপ অনুযায়ী সাজাতে পেরেছে কিন্তু কিছু উল্টো হয়েছে।	শিক্ষার্থী ছোট ছোট কাজকে ধাপ অনুযায়ী সাজাতে পারেনি।	
৩।	শিক্ষার্থী প্রবাহচিত্র আঁকতে পারবে।	শিক্ষার্থী সরল অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রবাহচিত্র আঁকতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী সরল অ্যালগরিদম সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি।	শিক্ষার্থী সরল অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রবাহচিত্র আঁকতে পারেনি।	

তৃতীয় সেশন :

কাজ ১ :

- শিক্ষার্থীদের কাছে বাড়ির কাজ সম্পর্কে জানতে চাইতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজেও যে ধাপ আছে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

কাজ ২ :

- সকল শিক্ষার্থীর কাছে তাদের বিদ্যালয়ে আসার ধাপ সংখ্যা জানতে চাইতে পারেন।
- সর্বোচ্চ সংখ্যা ও সর্বনিম্ন সংখ্যার ধাপ শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত জায়গায় লিখতে উৎসাহিত করতে পারেন।
- সবচেয়ে বেশি ধাপ যে লিখেছে সে শিক্ষার্থীকে (এক এর অধিক হলে লটারির মাধ্যমে যেকোনো একজনকে) তার ধাপগুলো বলতে বলতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের শোনা ধাপগুলো বইয়ের নির্ধারিত জায়গায় লিখবে।

কাজ ৩ :

- শিক্ষার্থীদের সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে কোন কোন ধাপ বাদ দেওয়া যায় তা নির্ধারণ করতে বলতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা যে সকল ধাপ বাদ দিয়েছে সে সকল ধাপের পাশে X চিহ্ন দিতে বলতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের কাজে সহায়তা করতে পারেন।

কাজ ৪ :

- একই কাজ যে খুব কম ধাপে বা খুব বেশি ধাপে করা যায় শিক্ষার্থীরা তা অনুধাবন করবে।
- শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ পরিকল্পনাও যে কম ধাপে পরিকল্পনা করতে হবে তা অনুধাবন করতে সহায়তা করতে পারেন।

কাজ ৪ : বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজটি একটু জটিল তাই সময় করে হলেও ভালো করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।
- বাড়ির কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীরা একটি কাঠির গাড়ি বানাবে।
- ধাপগুলোর মাঝে কিছু ধাপ অতিরিক্ত লেখা আছে তা খুঁজে বের করতে হবে এবং সে ধাপগুলোতে X চিহ্ন দিতে হবে।

ধাপ ৩ :

বিমূর্ত ধারণায়ন	
কাজ	শিক্ষার্থীরা ফ্লোচার্ট দিয়ে নিজেদের ভ্রমণ পরিকল্পনা লিখবে এবং ধাঁধার মাধ্যমে ফ্লোচার্টে কীভাবে সরল অ্যালগরিদমের শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন করা যায় তার ধারণা পাবে।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী বই।
পদ্ধতি	১। শিক্ষার্থীরা সহপাঠীর সাথে মিলে জোড়ায় ভ্রমণ স্থান ও বাহন নির্বাচন করবে। ২। ভ্রমণ পরিকল্পনার ধাপ নির্ধারণ করে জোড়ায় সরল অ্যালগরিদমের ভাষায় লিখবে। ৩। শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন সংক্রান্ত ধাঁধা সমাধান করবে।
সেশন	চতুর্থ ও পঞ্চম সেশন

চতুর্থ সেশন

কাজ ১ :

- শিক্ষার্থীদের কাছে বাড়ির কাজটি দেখতে চাইতে পারেন এবং উৎসাহ প্রদান করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা জোড়ায় তাদের ভ্রমণ স্থান এবং বাহন পছন্দ করবে।
- ভ্রমণ স্থান ও বাহন নির্ধারণে আপনি শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।
- ১৩ পৃষ্ঠায় ভ্রমণ স্থান ও বাহনের ছকটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন।

কাজ ২ :

- ভ্রমণ স্থান ও বাহন নির্ধারণ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা তাদের ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা ধাপ অনুযায়ী লিখবে।
- শিক্ষার্থীরা ধাপগুলো যেন সঠিকভাবে লিখতে পারে তাতে আপনি সহায়তা করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা সরল অ্যালগরিদমের ভাষায় তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনার ধাপগুলো লিখবে।

কাজ ৩ :

- শিক্ষার্থীদের প্রথম ধাঁধাটি ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারেন।
- ধাঁধার উত্তর শিক্ষার্থীরা ফ্লোচার্টের মাধ্যমে লিখবে।
- ইনসেটে যে ফ্লোচার্ট দেওয়া আছে, তা দেখে শিক্ষার্থীরা তার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ফ্লোচার্টটি আঁকবে।
- আপনার সুবিধার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে দেওয়া ফ্লোচার্টটি নিচে বর্ণনা করা হলো-

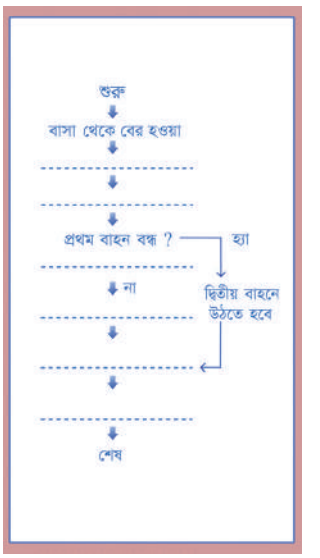

এই ধাঁধাটি মূলত সরল অ্যালগরিদমের শাখাবিন্যাস বোঝানোর জন্য। শাখাবিন্যাস হলো যখন একটি ধাপে অন্য কোনো অপশন বা বিকল্প উপায় থাকে এবং সেখানে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অর্থাৎ আমাদের এমন একটি প্রশ্ন করতে হয়েছে যার উত্তর হবে 'হ্যাঁ' কিংবা না। উত্তরের ভিত্তিতে আমরা প্রবাহচিত্রে হয় 'হ্যাঁ' শাখা অনুসরণ করেছি, নয় 'না' শাখা অনুসরণ করেছি। প্রথম ধাঁধাটি হলো, শিক্ষার্থীরা যে বাহনগুলোতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল, সেগুলোর প্রথম বাহনটি বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ ওই বাহন চলবে না, শিক্ষার্থীকে অন্য বাহনে যেতে হবে। শিক্ষার্থীকে একটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অন্য বাহন/অপশনে শিক্ষার্থী যাবে কিনা। ধরি শিক্ষার্থী লিখেছে, শুরু, তারপর বাসা থেকে বের হওয়া, তারপর রিকশায় ওঠা, তারপর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানো, তারপর দেখল বাস বন্ধ। তাই লেখা আছে, 'প্রথম বাহন বন্ধ, অন্য বাহনে যেতে হবে'। শিক্ষার্থী যদি হ্যাঁ পছন্দ করে তাহলে পরের ধাপে যাবে, আর না হলে, শিক্ষার্থী বাসায় যাবে এবং আবার অন্য দিন বাসা থেকে বের হবে ভ্রমণে যাওয়ার জন্য। এটি সরল অ্যালগরিদমের শাখাবিন্যাস।

- ফ্লোচার্ট বা প্রবাহ চিত্র আঁকতে আপনি শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।

পঞ্চম সেশন :

কাজ ১ :

- শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ধাঁধার সমাধান করবে।
- দ্বিতীয় ধাঁধাটি আপনি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন।
- ধাঁধার উত্তর শিক্ষার্থীরা ফ্লোচার্টের মাধ্যমে লিখবে।
- ইনসেটে যে ফ্লোচার্ট দেওয়া আছে, তা দেখে শিক্ষার্থীরা তার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ফ্লোচার্টটি আঁকবে।
- আপনার সুবিধার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে দেওয়া ফ্লোচার্টটি নিচে বর্ণনা করা হলো-

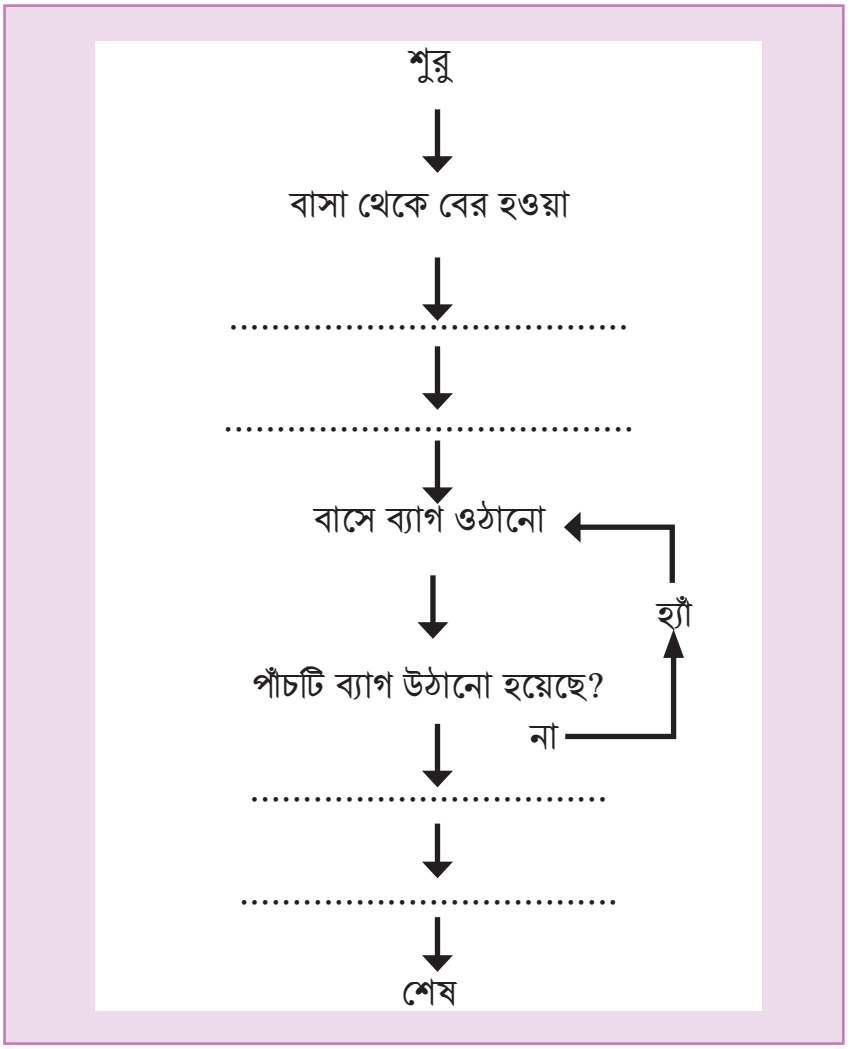

দ্বিতীয় ধাঁধাটি পুনরাবৃত্তি বোঝানোর জন্য দেওয়া হয়েছে, পুনরাবৃত্তি মানে একই কাজ বারবার হওয়া। ধাঁধাটিতে পাঁচটি ব্যাগ নিতে বলা হয়েছে। মানে বাসে কিন্তু পাঁচটি ব্যাগ এক এক করে পাঁচবার উঠাতে হবে আবার নামাতে হবে। আবার বাহন পরিবর্তন করলেও দ্বিতীয় বাহনে পাঁচটি ব্যাগ এক এক করে পাঁচবার উঠাতে হবে এবং নামাতে হবে। এটাই হলো পুনরাবৃত্তি। বারবার একই কাজ করা। এবার ধরি, শিক্ষার্থী লিখেছে, শুরু, তারপর বাসা থেকে বের হওয়া, তারপর রিকশায় ওঠা, তারপর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানো, বাসে ওঠার আগে বাসে ব্যাগ ওঠাতে হবে। তাই ফ্লোচার্টে দেওয়া আছে, বাসে ব্যাগ ওঠানো। ২ নম্বর ব্যাগের জন্য প্রশ্ন হবে 'আরও ব্যাগ আছে?' হ্যাঁ হলে আবার বাসে ব্যাগ ওঠাতে হবে। এভাবে যতক্ষণ হ্যাঁ হবে বাসে ব্যাগ ওঠাতে হবে। না হলে পরের ধাপে যাবে। এটাই সরল অ্যালগরিদমের ভাষায় পুনরাবৃত্তি।

- ফ্লোচার্ট আঁকতে আপনি শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীকে সতর্ক করে দিতে পারেন ব্যাগ ওঠানোর জন্য ফ্লোচার্টে বা প্রবাহ চিত্রে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ব্যাগ নামানো, পরের বাহনে ওঠানো এবং নামানোর জন্যও একই ফ্লোচার্ট আঁকতে হবে।

কাজ ২ :

- শিক্ষার্থীরা তৃতীয় ধাঁধার সমাধান করবে।
- তৃতীয় ধাঁধাটি আপনি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন। এটি মূলত পরিমার্জনমূলক ধাঁধা। এটি আগের ধাঁধা দুটির মতো কোনো হ্যাঁ/না নেই। এখানে শিক্ষার্থী আগে যে ধাপ বানিয়েছিল ভ্রমণ পরিকল্পনার, তার সাথে নতুন কিছু ধাপ যুক্ত হবে মাত্র। এটাই পরিমার্জন। অর্থাৎ, পরিস্থিতি অনুযায়ী বানানো ধাপ পরিবর্তন করতে পারা।
- ধাঁধার উত্তর শিক্ষার্থীরা ফ্লোচার্টের বা প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে লিখবে।
- ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্র আঁকতে আপনি শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।

কাজ ৩ :

- শিক্ষার্থীরা সমাধান করতে পারলে তাদের অভিনন্দন জানাতে পারেন।
- সরল অ্যালগরিদম ধাপ নিরূপণ, শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি, পরিমার্জন কী তা নিয়ে ধাঁধার উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

ধাপ ৪

সক্রিয় পরীক্ষণ	
কাজ	শিক্ষার্থীরা তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করে শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন করে ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে দেখাবে।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী বই।
পদ্ধতি	১। শিক্ষার্থীরা সহপাঠীর সাথে মিলে জোড়ায় কাজ করবে। ২। শিক্ষার্থী একটি ফ্লোচার্টে বা প্রবাহচিত্রে ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করে শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন করে ভ্রমণ পরিকল্পনা করবে।
সেশন	ষষ্ঠ সেশন

ষষ্ঠ সেশন

কাজ ১ :

- শিক্ষার্থীরা তিনটি ধাঁধা মিলিয়ে সমাধান করবে।
- ধাঁধা তিনটি আপনি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন। ধাঁধা তিনটি মূলত আগের তিনটি ধাঁধার সম্মিলিত রূপ।
- ধাঁধার উত্তর শিক্ষার্থীরা ফ্লোচার্টের বা প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে লিখবে। অর্থাৎ আগের সবগুলো ফ্লোচার্টের বা প্রবাহ চিত্রের ধরন মিলিয়ে একটি ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্র আঁকবে।

কাজ ২ :

- শিক্ষার্থীদের থেকে তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনার ফ্লোচার্টটি বা প্রবাহচিত্রটি সংগ্রহ করি।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীর নাম :					
ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন	মন্তব্য
১।	শিক্ষার্থী শাখাবিন্যাসের প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				

২।	শিক্ষার্থী পুনরাবৃত্তি এর প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				
৩।	শিক্ষার্থী শাখা পরিমার্জনের প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				
৪।	শিক্ষার্থী শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন তিনটি মিলিয়ে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				

মূল্যায়ন স্কেল :

শিক্ষার্থীর নাম :					
ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন	মন্তব্য
১।	শিক্ষার্থী শাখাবিন্যাসের প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারবে।	শিক্ষার্থী শাখাবিন্যাসের প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী শাখাবিন্যাসের একটি অংশ (হ্যাঁ/না) অংশ পেরেছে অপর একটি অংশ পারেনি।	শিক্ষার্থী শাখাবিন্যাসের প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারেনি।	
২।	শিক্ষার্থী পুনরাবৃত্তির প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারবে।	শিক্ষার্থী পুনরাবৃত্তির প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী পুনরাবৃত্তির একটি অংশ (হ্যাঁ/না) অংশ পেরেছে অপর একটি অংশ পারেনি।	শিক্ষার্থী পুনরাবৃত্তি এর প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারেনি।	

৩।	শিক্ষার্থী শাখা পরিমার্জনের প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারবে।	শিক্ষার্থী পরিমার্জনের প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী পরিমার্জনের প্রবাহচিত্র কিছুটা করেছে, অর্থাৎ পরিমার্জনে সঠিক ধাপ আয়ত্ত করতে পারেনি।	শিক্ষার্থী পরিমার্জনের প্রবাহচিত্র ঠিকমতো এঁকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারেনি।	
৪।	শিক্ষার্থী শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন তিনটি মিলিয়ে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারবে।	শিক্ষার্থী শাখাবিন্যাস, পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন তিনটি মিলিয়ে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী যেকোনো দুটি ধাপ সঠিকভাবে করে, ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী যেকোনো একটি ধাপ সঠিকভাবে করে বা কোনো ধাপই সঠিকভাবে না করে, ভ্রমণ পরিকল্পনা করেছে।	

শেষ কথা

এর মাধ্যমে পুরো শিখন অভিজ্ঞতাটি সম্পন্ন হবে। আপনার জন্য কিছু সাধারণ নির্দেশনা এখানে দেওয়া হলো। একটি একীভূত শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় এই নির্দেশনা আপনার কাজে লাগতে পারে।

- শ্রেণিতে সকল লিঙ্গের ও বৈশিষ্টের শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু থাকলে তাকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের দিয়ে শ্রেণির ভেতরের কার্যক্রমের পাশাপাশি শ্রেণি বাইরের কার্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের জোড়ায় কাজ দিতে পারেন।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মূল্যায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- প্রতিটি অভিজ্ঞতায় সকল গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

শিখন অভিজ্ঞতাটি সফলভাবে সম্পাদন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! এ পর্যায়ে নিচের মূল্যায়ন ছকটি পূরণ করার মাধ্যমে আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কিছু চিন্তা করতে পারেন।

অভিজ্ঞতা চক্রের ধাপ	কোন অভিজ্ঞতা বা কাজগুলো ভালোভাবে করতে পেরেছি।	ভবিষ্যতে কোন অভিজ্ঞতা বা কাজগুলো ভিন্নভাবে করতে চাই।
বাস্তব অভিজ্ঞতা		
প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ		
বিমূর্ত ধারণায়ন		
সক্রিয় পরীক্ষণ		

শিখন অভিজ্ঞতা ৬ :

শিখনের জন্য নেটওয়ার্কিং

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা : ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এবং তথ্য আদান-প্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে

১। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম চিহ্নিত করতে পারবে এবং যোগাযোগ মাধ্যম হিবেবে তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতির ব্যবহার প্রক্রিয়া চিহ্নিত করতে পারবে।

২। ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদান, কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে, তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানমূলক ধারণা পাবে।

৩। তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্কের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ চিহ্নিত করে এর ব্যবহার অনুধাবন করতে পারবে।

৪। তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্ক তৈরির পরিকল্পনা করে একটি মডেল শিখন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবে।

এই যোগ্যতা অর্জনে অভিজ্ঞতার ধারণা :

শিক্ষার্থীরা নেটওয়ার্কিং-এর উপাদান চিহ্নিত করে নিজেরাই অভিভাবক নেটওয়ার্ক তৈরি করবে।

সর্বমোট সেশন : ৬টি (২টি শ্রেণির বাইরের সেশন)

অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ :

এই শিখন অভিজ্ঞতা কার্যক্রম শুরু হবে বাংলাদেশের মানচিত্রকে কেন্দ্র করে। শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের সাথে তাদের বইয়ে প্রদেয় বাংলাদেশের মানচিত্রে ঢাকা থেকে বিভাগীয় শহর এবং বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের রেখা ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, যেমন লঞ্চ, ট্রেন, বাসের রুট তৈরি করবে। এরপর একটি বড় মানচিত্রে সম্মিলিতভাবে আবার কাজটি করবে। তৈরি করা যোগাযোগ রুটের সাথে সম্পৃক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর পরিবারের সাথে আলোচনা করে খুঁজবে, তা হলো, ১। রাজধানীতে সকল যাত্রী সময়মতো আসবে কিনা তা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? ২। রাজধানী থেকে সকল যাত্রী বিভাগীয় শহরে বাহন পরিবর্তন করতে পারল কিনা তা কীভাবে জানা যেতে পারে? ৩। সকল যাত্রী বাহনে উঠল কিনা এবং বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহর পর্যন্ত সময়মতো পৌঁছাতে পারল কিনা তা রাজধানী থেকে কীভাবে জানা যেতে পারে? প্রাপ্ত উত্তরগুলো থেকে এবং 'পিনা পাঠাল ই-মেইল' গল্প থেকে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য আদান- প্রদান ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা তাদের আশপাশে এরকম আরও যেসকল নেটওয়ার্ক আছে তা চিহ্নিত করবে। শিক্ষার্থীরা পূর্বে করা তিনটি প্রশ্নের উত্তরের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মানচিত্রে তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্ক তৈরি করবে। তৈরি হয়ে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের তৈরি ডিজিটাল এবং নন-ডিজিটাল নেটওয়ার্ক সম্পর্ক ও পার্থক্য নিরূপণ করা হবে। সক্রিয় পরীক্ষণ হিসেবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে তিনটি শিখন নেটওয়ার্ক বানাবে এবং এর উপযোগিতা যাচাই করবে।

অভিজ্ঞতা চক্র

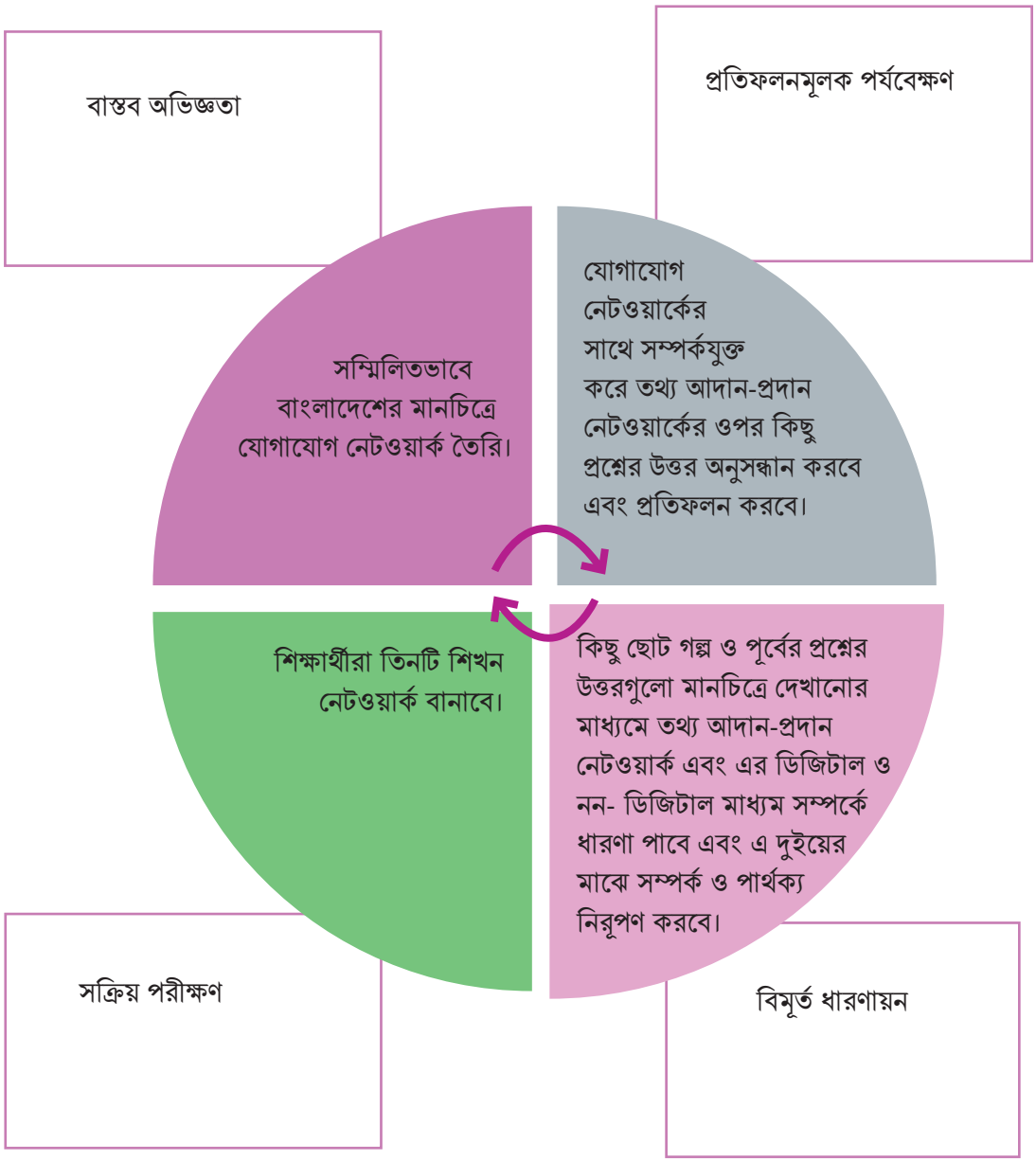

এই পুরো শিখন অভিজ্ঞতাটি আপনি এবং শিক্ষার্থীদের কিছু কাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। নিচে শিখন নেটওয়ার্ক বানানোর জন্য শিক্ষার্থীরা যে সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে তার বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হলো।

ধাপ- ১

বাস্তব অভিজ্ঞতা	
কাজ	সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের মানচিত্রে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী বই, বাংলাদেশের মানচিত্র (মানচিত্রের আকার এমন হবে যেন বোর্ডে লাগানো যায় এবং সকলে দেখতে পায়), রঙিন ফিতা/নানা রঙের রং মার্কার/ নানা রঙের কলম/নানান রঙের পেন্সিল/মোম রং, বোর্ডপিন/আলপিন/মানচিত্রে বসানো যায় এমন কিছু।
পদ্ধতি	১। শিক্ষার্থী নিজের বইয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রদেয় মানচিত্রে একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করবে। ২। শিক্ষার্থীরা সম্মিলিত ভাবে বোর্ডে টাঙানো মানচিত্রে একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করবে।
সেশন	প্রথম সেশন

প্রথম সেশন

কাজ ১ :

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সাথে আপনি কুশল বিনিময় করতে পারেন।
- সকল শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছে কিনা তা জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে কোনো শিক্ষার্থীর সহায়তার দরকার হলে শিক্ষার্থী যেন সে সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করবেন।
- এবার এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা সকলে মিলে নিজেদের শ্রেণির জন্য কিছু শিখন নেটওয়ার্ক বানাবে, তা শিক্ষার্থীদের সামনে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

কাজ ২ :

- শিক্ষার্থীরা পূর্বের শিখন অভিজ্ঞতায় যে সহপাঠীর সাথে মিলে ভ্রমণ পরিকল্পনা করেছিল, সে সহপাঠীর সাথে বসতে উৎসাহিত করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা সহপাঠীর সাথে মিলে তাদের তৈরি পূর্বের সেশনের ভ্রমণ পরিকল্পনা বাংলাদেশের মানচিত্রে আঁকবে। অর্থাৎ কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা কী বাহন দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা শিক্ষার্থীরা করেছিল, সে অনুযায়ী ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে ২৫ পৃষ্ঠায় প্রদেয় রেখা দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের বইয়ে দেওয়া মানচিত্রে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক আঁকবে।
- ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে প্রদেয় মানচিত্রে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরির নির্দেশনাটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং আঁকতে সহযোগিতা করতে পারেন।

কাজ ৩ :

- বোর্ডে বাংলাদেশের বড় মানচিত্রটি টাঙাতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা সহপাঠীর সাথে যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করল, তা বোর্ডে টাঙানো মানচিত্রে সকলের অংশগ্রহণে আবার তৈরি করতে পারেন।
- তৈরি করা মানচিত্রটি অবশ্যই সংরক্ষণ করুন।

কাজ ৪ : বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থীদের তৈরি করা বাংলাদেশের মানচিত্রে যোগাযোগ রুটের সাথে সম্পৃক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বলতে পারেন
- শিক্ষার্থীদের তিনটি প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে বুঝিতে দিতে পারেন।

  ১। রাজধানী থেকে সকল বাস, রেলগাড়ি ও লঞ্চ সময়মতো ছেড়ে যাবে কিনা তা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? অর্থাৎ শিক্ষার্থীর কোনো আত্মীয় হয়তো রাজধানী থেকে অন্য কোথাও যাবেন। শিক্ষার্থী কীভাবে বুঝবে তার আত্মীয়ের বাস/ট্রেন/লঞ্চ সময়মতো ছাড়বে কিনা।
  ২। রাজধানী থেকে সকল যাত্রী বিভাগীয় শহরে বাহন পরিবর্তন করতে পারল কিনা তা কীভাবে জানা যেতে পারে? অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সেই আত্মীয় হয়তো কোথাও গিয়ে তার বাহন পরিবর্তন করবেন, শিক্ষার্থী কীভাবে সাথে সাথে তথ্য পাবে যে তার আত্মীয় বাহন পরিবর্তন করতে পেরেছেন।
  ৩। সকল যাত্রী বাহনে উঠল কিনা এবং বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহর পর্যন্ত সময়মতো পৌঁছাতে পারল কিনা তা রাজধানী থেকে কীভাবে জানা যেতে পারে? অর্থাৎ শিক্ষার্থী কীভাবে জানবে তার ওই আত্মীয় নতুন বাহনে উঠেছেন এবং সেই বাহন সময়মতো জায়গায় পৌঁছেছে।

- শিক্ষার্থীরা পরিবারের সাথে, সহপাঠীদের সাথে, ওপরের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে, বয়সে বড় কারও সাথে আলোচনা করে উত্তর খুঁজে বের করে নির্ধারিত জায়গায় লিখে নিয়ে আসবে।

ধাপ ২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ	
কাজ	যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্কের ওপর কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করবে এবং প্রতিফলন করবে।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী বই।
পদ্ধতি	১। শিক্ষার্থীরা পরিবারের সাথে, সহপাঠীদের সাথে, ওপরের শ্রেণির সাথে, ওপরের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে, বয়সে বড় কারও সাথে আলোচনা করে উত্তর খুঁজে বের করে নিয়ে শ্রেণিতে আসবে। ২। শিক্ষার্থীরা সহপাঠীর উত্তরও শুনবে এবং তার নিজের উত্তরের সাথে মেলানোর চেষ্টা করবে।
সেশন	দ্বিতীয় সেশন

দ্বিতীয় সেশন

কাজ ১ :

- শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে উত্তর দেখতে পারেন।
- কিছু শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তিনটি প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাইতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীর উত্তর শুনবে এবং নির্ধারিত জায়গায় লিখবে।
- শিক্ষার্থী নিজের উত্তর ও সহপাঠীর উত্তর থেকে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান সংক্রান্ত কিছু বিশেষ শব্দ (যেমন ফোন দিতে হবে, এস.এম.এস করবে বারকোড স্ক্যান করবে) খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।

ধাপ ৩

বিমূর্ত ধারণায়ন	
কাজ	কিছু ছোট গল্প ও পূর্বের প্রশ্নের উত্তরগুলো মানচিত্রে দেখানোর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্ক এবং এর ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল মাধ্যম সম্পর্কে ধারণা পাবে এবং এ দুইয়ের মাঝে সম্পর্ক ও পার্থক্য নিরূপণ করবে।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী বই, (যদি সহজলভ্য হয় তাহলে তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্কের উপকরণের ছবি প্রিন্ট করে শ্রেণিতে নিয়ে যাওয়া/ প্রজেক্টরে দেখানো)
পদ্ধতি	১। শিক্ষার্থীদের সাথে তথ্য আদান- প্রদান নেটওয়ার্কের উপকরণ নিয়ে আলোচনা করা। ২। শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের মানচিত্রে ফ্লোচার্ট অনুযায়ী আদান-প্রদান নেটওয়ার্ক তৈরি করবে। ৩। বাড়ির কাজ হিসেবে আশপাশের আরও ২টি নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করে তা অনুসন্ধান করবে। ৪। পূর্বে তৈরিকৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও নতুন তৈরিকৃত তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্কের মাঝে সম্পর্ক ও পার্থক্য নিরূপণ করবে।
সেশন	দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সেশন

দ্বিতীয় সেশন

কাজ ১ :

- শিক্ষার্থীরা সহপাঠীকে সাথে নিয়ে ‘পিনা পাঠাল ই-মেইল’ গল্পটি পড়বে।
- শিক্ষার্থীদের গল্প পড়া শেষ হলে প্রেরক, প্রাপক, রাউটার এবং সার্ভারের ধারণা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তর থেকে যদি এসকল শব্দ (প্রেরক, প্রাপক, রাউটার এবং সার্ভার) পাওয়া যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন।

কাজ ২ : বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ বুঝিয়ে দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের বাড়িতে এবং শ্রেণির বাইরে প্রেরক, প্রাপক, রাউটার এবং সার্ভার শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহিত করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের ‘পিনা পাঠাল ই-মেইল’ গল্পের সাথে সম্পর্কিত আরও দুটি ছোট অনুচ্ছেদ বাড়িতে পড়তে উৎসাহিত করতে পারেন।

তৃতীয় সেশন

কাজ ১ :

- বাড়ির কাজ হিসেবে দেওয়া অনুচ্ছেদ দুটি ডিজিটাল সিস্টেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আলোচনা করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের বইয়ে ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রদেয় প্রবাহচিত্রটি পূরণ করতে বলতে পারেন।
- প্রবাহচিত্রটি পূরণ করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।

কাজ ২ :

- এবারে শিক্ষার্থীদের আবারও প্রথম তিনটি প্রশ্ন মনে করিয়ে দিতে পারেন।
- প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলতে পারেন।
- বাকি দুটি প্রশ্নের উত্তর কী হবে তা সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে লিখতে বলতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা যেন পিনার গল্প এবং প্রথম প্রশ্নের উত্তর থেকেই বাকি দুটি প্রশ্নের উত্তরের ধারণা নেয় সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।

কাজ ৩ : বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজটি ভালো করে বুঝিতে দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজের জন্য প্রদেয় উদাহরণটি ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারেন।

চতুর্থ সেশন

কাজ ১ :

- শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের সকলের বাড়ির কাজ মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি বড় সাদা কাগজে তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্ক বানাতে পারেন।

কাজ ২ :

- শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত বাংলাদেশের মানচিত্রে যোগাযোগ নেটওয়ার্কটি আবার বোর্ডে টাঙান।
- শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত বাংলাদেশের মানচিত্রে তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্কটিও বোর্ডে টাঙান।
- এবার দুটি নেটওয়ার্কের মাঝে সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনা করতে পারেন।

কাজ ৩ :

- আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষার্থীদের বইয়ে প্রদেয় যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্কের মাঝে সম্পর্ক ও পার্থক্য অংশটুকু পড়তে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের বইয়ে প্রদেয় বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মাঝে সম্পর্ক ও পার্থক্যের অনুশীলনীটি সহপাঠীর সাথে করতে সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীর নাম :					
ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন	মন্তব্য
১।	শিক্ষার্থী নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপকরণ চিহ্নিত করবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				
২।	শিক্ষার্থী নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপকরণ সঠিক জায়গায় বসাতে পারবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				
৩।	শিক্ষার্থী তাদের তৈরিকৃত নেটওয়ার্ক কোন ধরনের নেটওয়ার্ক তা চিহ্নিত করতে পারবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				

মূল্যায়ন স্কেল :

শিক্ষার্থীর নাম :					
ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন	মন্তব্য
১।	শিক্ষার্থী নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপকরণ চিহ্নিত করবে।	শিক্ষার্থীরা নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপকরণ চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী কিছু উপকরণ চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থীরা নেটওয়ার্কের কোনো উপকরণই চিহ্নিত করতে পারেনি।	
২।	শিক্ষার্থী নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপকরণ সঠিক জায়গায় বসাতে পারবে।	শিক্ষার্থী নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপকরণ সঠিক জায়গায় বসাতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপকরণ সঠিক জায়গায় বসাতে কিছুটা ভুল করেছে	শিক্ষার্থী নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপকরণ সঠিক জায়গায় বসাতে পারেনি।	
৩।	শিক্ষার্থী তাদের তৈরিকৃত নেটওয়ার্ক কোন ধরনের নেটওয়ার্ক তা চিহ্নিত করতে পারবে।	শিক্ষার্থী তাদের তৈরিকৃত নেটওয়ার্ক কোন ধরনের নেটওয়ার্ক তা চিহ্নিত করতে পেরেছে।	প্রযোজ্য নয়।	শিক্ষার্থী তাদের তৈরিকৃত নেটওয়ার্ক কোন ধরনের নেটওয়ার্ক তা চিহ্নিত করতে পারেনি।	

আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং আরও উন্নতি প্রয়োজন হলে কী করতে হবে তা লিখে রাখতে পারেন।

ধাপ ৪

সক্রিয় পরীক্ষণ	
কাজ	শিক্ষার্থীরা নেটওয়ার্কিং খেলা পরিচালনা করবে এবং একটি অভিভাবক নেটওয়ার্ক তৈরি করবে।
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী বইয়ে প্রদত্ত খেলার উপকরণ,
পদ্ধতি	১। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে নেটওয়ার্কিং খেলা খেলবে। ২। শিক্ষার্থীরা সহজলভ্যতা অনুযায়ী অভিভাবকদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, মোবাইল এসএমএস নেটওয়ার্ক ও কমিউনিটি নির্ভর অভিভাবক নেটওয়ার্ক বানাবে এবং এর উপযোগিতা যাচাই করবে।
সেশন	পঞ্চম ও ষষ্ঠ সেশন

পঞ্চম সেশন

কাজ ১ :

- শিক্ষার্থীরা এই সেশনে একটি নন-ডিজিটাল শিখন নেটওয়ার্ক বানাবে এই বলে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের খুশি আপার গল্পটি পড়তে বলতে পারেন।
- খুশি আপার গল্প পড়ে কীভাবে নন-ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বানানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

কাজ ২ :

- শিক্ষার্থীদের নিয়ে নন-ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বানান।
- খুশি আপার জায়গায় আপনি ডিজিটাল প্রযুক্তির শিক্ষক হিসেবে থাকবেন।
- বিদ্যালয়ের এমন একজনকে ঠিক করতে হবে যিনি করিম কাকার রোল টি প্লে করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের আশপাশে কিছু স্থান নির্ধারণ করবে যেগুলো শিক্ষার্থীদের বাসা থেকেও কাছে এবং বিদ্যালয় থেকেও কাছে হবে। এই জায়গাগুলো হাব বা বাড়ি এবং বিদ্যালয়ের সংযোগ স্থান হিসাবে হিসেবে কাজ করবে।
- এবারে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে নন-ডিজিটাল নেটওয়ার্কটি বানাতে পারেন।

কাজ ৩ :

- নন-ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বানানো হলে শিক্ষার্থীয়ের বইয়ে নির্ধারিত জায়গায় নেটওয়ার্কটি আঁকতে বলতে পারেন।

পরবর্তী সেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ

- শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইল নম্বর এবং/অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর বাড়ি থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের নির্ধারিত জায়গায় লিখে নিয়ে আসবে।

ষষ্ঠ সেশন : (শ্রেণিকক্ষের বাইরের সেশন)

কাজ ১ :

- শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে তাদের অভিভাবকদের নম্বর এবং/অথবা হোয়াটসঅ্যাপ/ইমো/ভাইবার/ মেসেঞ্জার নম্বর সংগ্রহ করুন।
- নিজের মোবাইলে সব নম্বর সেভ (সংরক্ষণ) করুন।
- সে সকল মোবাইল নম্বরে মেসেজ আদান-প্রদান অ্যাপ নম্বর নাই সে সকল নম্বর এসএমএস গ্রুপ খুলে সেভ করুন।
- যে সকল নম্বর মেসেজ আদান প্রদান অ্যাপ/ এ আছে সে সকল নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ/ইমো/ভাইবার/ মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলে সেভ করুন।

কাজ ২ :

- এবারে একটি বার্তা তিনটি শিখন নেটওয়ার্ক দিয়েই প্রেরণ করার জন্য ঠিক করুন। ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে একটি বার্তার উদাহরণ দেওয়া আছে।
- তিনটি শিখন নেটওয়ার্ক দিয়েই নির্ধারিত বার্তাটি প্রেরণ করুন এবং যাচাই করুন বার্তাটি সঠিকভাবে পৌঁছায় কিনা।
- এখানে উল্লেখ্য হোয়াটসঅ্যাপ/ইমো/ভাইবার/মেসেঞ্জার নেটওয়ার্কে বার্তা পাঠাতে হলে হোয়াটসঅ্যাপ/ইমো/ভাইবার/মেসেঞ্জার গ্রুপ তৈরি করে গ্রুপে একটি বার্তা পাঠাতে হবে এবং শিক্ষার্থী বাড়িতে গিয়ে দেখবে বার্তা পৌঁছেছে কিনা, মোবাইল এস.এম.এস নেটওয়ার্ক হলে মোবাইলে এস.এম.এস পাঠাবে এবং শিক্ষার্থী বাড়িতে গিয়ে দেখবে বার্তা পৌঁছেছে কিনা, কমিউনিটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হলে শিক্ষার্থীর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে দেখতে হবে বার্তাটি সঠিকভাবে পৌঁছেছে কিনা।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীর নাম :					
ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন	মন্তব্য
১।	শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				
২।	শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত নেটওয়ার্কটি দিয়ে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করবে।				
	সঠিক ঘরে টিক দিন				

মূল্যায়ন স্কেল :

সম্মিলিত মূল্যায়ন :					
ক্রম	বিষয়	যোগ্যতা অর্জন করেছে	আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে	আরও উন্নতি প্রয়োজন	মন্তব্য
১।	শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থীরা একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থীরা কোনো নেটওয়ার্কই তৈরি করতে পারেনি।	
২।	শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত নেটওয়ার্কটি দিয়ে শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করবে।	শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত নেটওয়ার্কটি দিয়ে শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করেছে।	কিছু শিক্ষার্থী তৈরিকৃত নেটওয়ার্কটি দিয়ে তথ্য আদান-প্রদানে আত্মবিশ্বাসী ছিল না।	শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত নেটওয়ার্কটি দিয়ে শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারেনি।	

আংশিক যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং আরও উন্নতি প্রয়োজন হলে কী করতে হবে তা লিখে রাখতে পারেন।

শেষ কথা

এর মাধ্যমে পুরো শিখন অভিজ্ঞতাটি সম্পন্ন হবে। আপনার জন্য কিছু সাধারণ নির্দেশনা এখানে দেওয়া হলো। একটি একীভূত শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় এই নির্দেশনা আপনার কাজে লাগতে পারে।

- শ্রেণিতে সকল লিঙ্গের ও বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু থাকলে তাকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকে দিয়ে শ্রেণির ভেতরের কার্যক্রমের পাশাপাশি শ্রেণির বাইরের কার্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের জোড়ায় কাজ দিতে পারেন।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মূল্যায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- প্রতিটি অভিজ্ঞতায় সকল গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

শিখন অভিজ্ঞতাটি সফলভাবে সম্পাদন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! এ পর্যায়ে নিচের মূল্যায়ন ছকটি পূরণ করার মাধ্যমে আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কিছু চিন্তা করতে পারেন।

অভিজ্ঞতা চক্রের ধাপ	কোন অভিজ্ঞতা বা কাজগুলো ভালোভাবে করতে পেরেছি।	ভবিষ্যতে কোন অভিজ্ঞতা বা কাজগুলো ভিন্নভাবে করতে চাই।
বাস্তব অভিজ্ঞতা		
প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ		
বিমূর্ত ধারণায়ন		
সক্রিয় পরীক্ষণ		

অভিজ্ঞতা-৭ :

চলো সাজাই জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র

জরুরি প্রয়োজনে সব সময় তথ্যকেন্দ্রে যেতে হয়

যোগ্যতা

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা;

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে...

- জরুরি সেবা বলতে কী বোঝায়;
- বাংলাদেশে বিদ্যমান জরুরি সেবা এবং তার ব্যবহার;
- বিদ্যমান জরুরি সেবাসমূহ গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপনের উপায়;

বিদ্যালয়ের জন্য একটি জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র তৈরি

মোট সেশন : ০৫টি শ্রেণি ও ০১টি শ্রেণিকক্ষের বাইরের কার্যক্রম

অভিজ্ঞতা চক্রের সারসংক্ষেপ :

এই যোগ্যতা অর্জন করতে কয়েকটি ধাপে শিক্ষার্থীরা কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জরুরি সেবার ধারণা দেওয়া হবে এবং জরুরি প্রয়োজনে কীভাবে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হয় সেই পদ্ধতি জানবে।

কিছু কিছু কাজ শিক্ষার্থীদের বইয়ে করতে হবে আবার কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করবে। অন্যরা যেন সহজে জরুরি সেবা পায় সেজন্য শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যালয়ের জন্য একটি জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র তৈরি করবে। সবশেষে তারা অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগও করবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সেবা নেওয়া বা তথ্য জানার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেকোনো একটি জরুরি সেবায় যোগাযোগ স্থাপন করে তার তথ্য নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ করবে যা পরবর্তীতে মূল্যায়ন করা হবে।

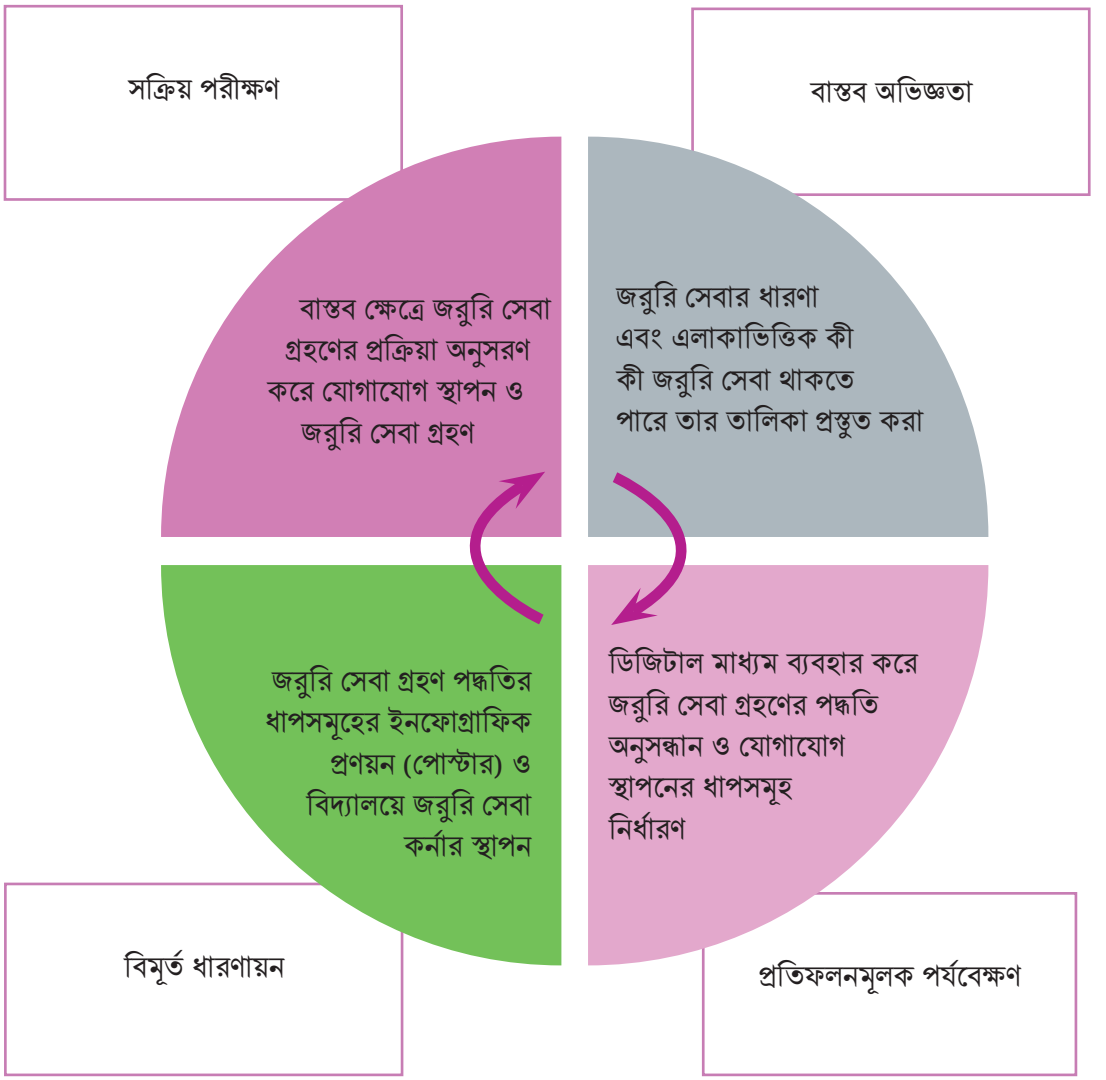

ধাপ ১

বাস্তব অভিজ্ঞতা	
কাজ	জরুরি সেবার ধারণা এবং এলাকাভিত্তিক জরুরি সেবার তালিকা প্রস্তুত (১টি শ্রেণি কার্যক্রম)
উপকরণ	পোস্টার, ফ্লিপ চার্ট, সাইন পেন
পদ্ধতি	অভিজ্ঞতা বিনিময়, মাইন্ড ম্যাপিং, দলগত কাজ, প্লেনারি আলোচনা
সেশন	০১ টি সেশন

প্রথম সেশন

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের সেশন শুরু করুন। তাদেরকে অবগত করুন যে আগের অভিজ্ঞতাগুলোর মতো এখানেও তারা ধাপে ধাপে কিছু কাজ করবে।

শিক্ষার্থীদের বলুন যে আমাদের জীবনে অনেক সময় এমন কিছু বিপদ আসে যার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, তখন আমাদেরকে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সহায়তা প্রদান করা হয়। এই সেবা আমরা কার কাছ থেকে কীভাবে পেতে পারি, সেসব তথ্যসমৃদ্ধ উপকরণ তৈরি করে আমাদের বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র বানাব।

ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা কীভাবে পেতে পারি, তা জানার আগে শিক্ষার্থীদের সাথে ডিজিটাল মাধ্যম ছাড়াও কী করে জরুরি সেবা পাওয়া যায় তা আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেওয়া 'জরুরি সেবার মাধ্যম' ছকের তথ্যগুলো নীরবে পড়তে বলুন।

নিচের চারটি ছবি দেখিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করুন যে তারা কী দেখতে পাচ্ছে?

তাদের সাথে আলোচনার পর ছকে দেওয়া জরুরি সেবার তথ্যগুলো উল্লেখ করুন এবং তাদেরকে পড়তে বলুন।

ছকের তথ্য পড়ার পর নিচের মাইন্ড ম্যাপে কতগুলো জরুরি সেবার নাম লিখতে বলবেন...

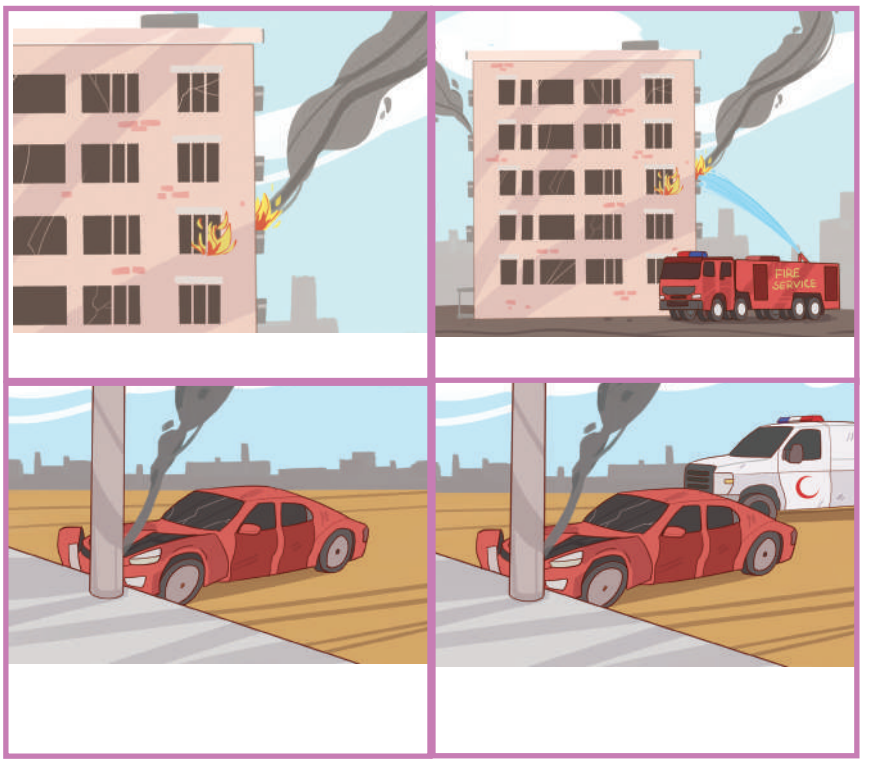

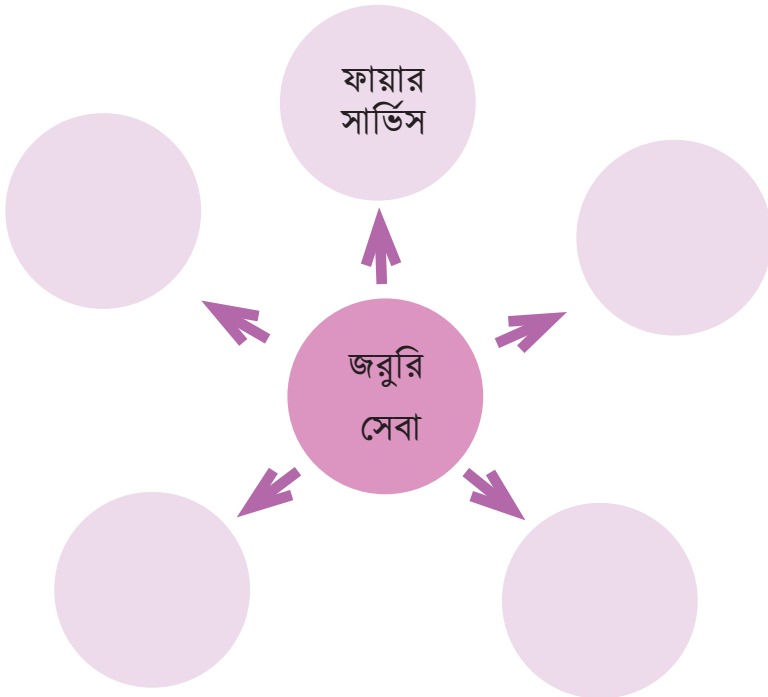

- মাইন্ড ম্যাপ লেখা সম্পন্ন হলে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে সেই নামগুলো বোর্ডে লিখতে বলবেন।
- সকল জরুরি সেবাই আমাদের এলাকায় পাওয়া যাবে কিনা তা শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন যে এলাকা অনুযায়ী জরুরি সেবার ধরনও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন শহরে আগুন লাগলে আমরা ফায়ার সার্ভিসের সেবা পেতে পারি, কিন্তু গ্রামে কোনো ঘরে বা বাজারে আগুন লাগলে ভিন্নভাবে সেবা পাব। এই বিষয়টি নিয়ে এখন আমরা একটি কাজ করব। শিক্ষার্থীদের বোর্ডে লেখা জরুরি সেবার তালিকা হতে নিচের ছকে এলাকা অনুযায়ী জরুরি সেবার তালিকা তৈরি করতে বলুন।

শহর	গ্রাম

- এবার তাদের কয়েকজনকে এই তালিকাটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রত্যেককে তাদের তালিকার সাথে মিলিয়ে নিতে বলুন। উপস্থাপন শেষ হলে অন্যের থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো সকলের বইয়ের ছকে লিখে রাখতে বলুন।

ধাপ ২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ	
কাজ	জরুরি সেবা পাওয়ার ডিজিটাল মাধ্যম চিহ্নিত করা (১টি শ্রেণি কার্যক্রম)
উপকরণ	পোস্টারসাইন পেন, ফ্লিপড ক্যালেন্ডার
পদ্ধতি	অভিজ্ঞতা বিনিময়, মাইন্ড ম্যাপিং, দলগত কাজ, প্লেনারি আলোচনা
সেশন	০১ টি সেশন

দ্বিতীয় সেশন

- কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের গত সেশনের কথা উল্লেখ করে কিছু জরুরি সেবার নাম জানতে চাইবেন। সবগুলো সেবার নাম জানার পর সেই সেবাগুলো কোন কোন ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে পাওয়া যায় তা বের করার কথা বলুন। শিক্ষার্থীদের নিচের ঘটনাগুলো ছবি দেখার সাথে সাথে পড়তে বলুন:

হ্যালো, আমার বাবার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে, এখন আমরা কী করব?
তোর বাবা নাকি অনেক অসুস্থ! বিদেশে এখন তোর বাবাকে কে দেখবে?
এটি কি প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার? আমার বাবা দুবাইতে থাকে। গুনার শরীর অনেক খারাপ।
জয়িতা,আমার নামের বানান তো এরকম না!
জাতীয় পরিচয়পত্র
এটি কি জাতীয় পরিচয়পত্র কল সেন্টার? জাতীয় পরিচয়পত্রে আমার মায়ের নামের বানান ভুল এসেছে।
জাতীয় পরিচয়পত্র
ওর জন্মনিবন্ধন তো করে ফেলা দরকার।
এটি কি ১৬২৫৬? আমার মেয়ের জন্মনিবন্ধন করাব। কী কী কাগজ লাগবে?

- শিক্ষার্থীদের বলুন যে ওপরের ঘটনাগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম জরুরি সময়ে আমাদের কোথায় যোগাযোগ করতে হবে। তাদের আরও বলুন যে প্রতিটি ঘটনাই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন, প্রতিটি ঘটনাই আমাদের জীবনে আসতে পারে।
- এবার চলো আমরা একটু ভাবি আমাদের আশপাশে বা নিজের জীবনে কয়েক দিনের মধ্যে এমন কী কী ঘটনা ঘটেছে যেগুলোর সময় জরুরি অবস্থার ফোন নম্বরগুলো জানা থাকলে আমার অনেক উপকার হতো। একটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে, জরুরি অবস্থা অনেক সময় মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তৈরি হতে পারে। এমন কোনো ঘটনা যদি থাকে যেটি আমি অন্যকে জানাতে চাই না, তাহলে সেটি নিচের ছকে লেখার প্রয়োজন নেই।

জরুরি ঘটনা	কোন জরুরি নম্বরে ফোন করলে ভালো হতো?

এবার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলুন আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে জরুরি সেবা পাওয়ার জন্য এই নম্বরগুলো হাতের কাছে রাখা উচিত। এজন্য সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ নম্বর তোমরা নিচের ছকে লিখে রাখো

ক্রম	জরুরি সেবার নাম	জরুরি সেবা পাওয়ার নম্বর
১।	জাতীয় জরুরি কল সেন্টার	৯৯৯
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		
৭।		
৮।		
৯।		
১০।		

ধাপ- ৩

বিমূর্ত ধারণায়ন	
কাজ	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির ধাপসমূহ অনুসন্ধান (২টি শ্রেণি কার্যক্রম ও বাড়ির কাজ)
উপকরণ	পোস্টার,কর্মপত্র (কথোপকথন),সংখ্যা ধাঁধা
পদ্ধতি	অভিজ্ঞতা বিনিময়,মাইন্ড ম্যাপিং,দলগত কাজ,প্লেনারি আলোচনা
সেশন	০ ২টি সেশন

সেশন ৩:

- সেশনের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। অভিজ্ঞতা-৬ এ শিক্ষার্থীরা সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল, যার মাধ্যমে তারা একে অপরকে বিভিন্ন প্রয়োজনে সহায়তা দিয়েছিল। জাতীয়ভাবেও সে রকমই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জরুরি সেবা নেওয়ার জন্য কী কী ধাপ সম্পন্ন করতে হবে, সে সম্পর্কে এই সেশনে আলোচনা ও কাজ করতে হবে, সেটা অবগত করুন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন যে জরুরি সেবা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কল সেন্টারে যোগাযোগ করে সঠিক তথ্য, সহায়তা ও অবস্থান জানাতে হয়। অনেক সময় তথ্য গ্রহণকারী বিস্তারিত অনেককিছু জানতে চান। এই যোগাযোগটা আমাদের সঠিকভাবে না করলে সহায়তা পেতে দেরি হতে পারে বা সহায়তায় বিড়ম্বনাও তৈরি হতে পারে। তাই আজকের সেশনে সঠিকভাবে কী করে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়, তা নিয়ে কিছু কাজ করব।
- শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেওয়া ছবি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানুন...
    - এখানে কার সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে?
    - কী সমস্যা নিয়ে সেবা চাওয়া হতে পারে? ইত্যাদি

প্রশ্নোত্তর শেষ হলে নিচের ছকে দেওয়া তথ্যগুলো নীরবে পড়তে বলুন।

ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবার জন্য যোগাযোগে কখনও কখনও খরচ করতে হয়। জরুরি অবস্থা অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন: ঘরে আগুন লেগেছে, সড়ক দুর্ঘটনা, ভুল ওষুধ খেয়ে ফেলা, কীটনাশক খেয়ে ফেলা, কারও শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হওয়া, বুকে ব্যথা হওয়া, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া, খাবার আটকে শ্বাসরোধ হয়ে যাওয়া, কোনো অপরাধ ঘটতে দেখা ইত্যাদি। আবার কখনও কখনও কোনো বিষয়ে তথ্য জানাও জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন আবহাওয়া বার্তা, কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি তথ্য জানার প্রয়োজন পড়ে। কেউ যখন কোনো বিপদে পড়ে জরুরি নম্বরে ফোন করে সাহায্য চাইতে কখনোই লজ্জা করা বা ভয় পাওয়া উচিত নয়। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আমরা যদিও অপরিচিত মানুষকে নিজের নাম, ঠিকানা বা অন্য ব্যক্তিগত তথ্য দিই না, কিন্তু জরুরি সেবাদাতা প্রতিনিধিকে এসব তথ্য দেওয়া নিরাপদ এবং বাধ্যতামূলক। জরুরি সেবার নম্বরগুলো জাতীয় সম্পদ। এসব নম্বরে দুষ্টুমি করে ফোন করা উচিত নয়। শুধু তাই নয়, অপ্রয়োজনে ফোন করলে আইনে শাস্তির বিধানও আছে। সব জরুরি নম্বর ও তার সেবার ধরনগুলো একটি পোস্টারে লিখে সেটি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে সবাই যেন দেখতে পায় সেভাবে এগুলো লিখে রাখা উচিত। এছাড়া মাঝে মধ্যে খেলাচ্ছলে বন্ধুদের মধ্যে জরুরি সেবা মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা করলে জরুরি সময়ে সেই চর্চা কাজে আসতে পারে।

এবার শিক্ষার্থীদের দলের কাজে সহায়তা করুন। দলের কাজটি হবে ‘কীভাবে ফোনে সুন্দর করে গুছিয়ে সাহায্য চাইতে হয়’ । যদি নিচের তালিকার কোনো চরিত্র পছন্দ না হয় তাহলে বেশি সময় না নিয়ে তাদের নিজেদের পছন্দমতো একটি চরিত্র বানিয়ে নেবে। তবে চরিত্রটি বাস্তবসম্মত হতে হবে।

নিচের চরিত্রগুলো থেকে একেক দল একটি নিয়ে কথোপকথন লিখবে...

- জাতীয় দুর্যোগসেবার কল সেন্টারের পুলিশ কর্মকর্তা
- একজন দুর্ঘটনাকবলিত যাত্রী
- কৃষি জরুরি সেবার কল সেন্টারের কর্মকর্তা
- একজন কৃষক
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধী কল সেন্টারের একজন কর্মকর্তা বাল্যবিবাহের শিকার একজন ছাত্রী
- স্বাস্থ্যবাতায়ন কল সেন্টারের একজন কর্মকর্তা
- একজন রোগী
- আগাম আবহাওয়া বার্তা কল সেন্টারের একজন কর্মকর্তা
- একজন জেলে
- প্রবাসবন্ধু কল সেন্টারের একজন কর্মকর্তা
- একজন প্রবাসী শ্রমিক

জরুরি সেবার নম্বরে কল করলে অনেক সময় নির্দিষ্ট সেবার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিনিধির নিকট যোগাযোগ করতে ০ বা ১ বা ২ ইত্যাদি নম্বরে চাপ দিতে বলা হয়।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষ করে জরুরি সেবা পেতে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে কথোপকথন কেমন হতে পারে, তা নিচের ছকে লিখবে (নমুনা হিসেবে কিছু কথোপকথন দেওয়া হয়েছে)...

আমি: হ্যালো, এটা কি ৯৯৯?

প্রতিনিধি: শুভ সকাল। ৯৯৯ থেকে আমি প্রলয় সাহা বলছি। আপনার নাম, ঠিকানা আর যোগাযোগের নম্বরটি বলবেন কি?

আমি: জি, আমি নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার মানশ্রী গ্রাম থেকে দিনিয়াত জেরিন বলছি। আমার যোগাযোগ নম্বর হলো ...

প্রতিনিধি:.....

আমি:
.....

প্রতিনিধি:.....

আমি:
.....

প্রতিনিধি:.....

আমি:
.....

প্রতিনিধি:.....

এবার শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করব এবং তারা মিলিয়ে নেবে যে তাদের কথোপকথনটিতে সেই সকল ক্ষেত্রগুলো এসেছে কিনা। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলুন যে এখানে 'পুরোপুরি' অর্থ হলো আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট, 'আংশিক' অর্থ হলো আমি আংশিক সন্তুষ্ট এবং 'পাইনি' অর্থ হলো আমি 'একদমই সন্তুষ্ট নই।" প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (✓) চিহ্ন বসাতে বলুন।

ক্রম	ক্ষেত্র	পুরোপুরি	আংশিক	পাইনি
১।	কী সাহায্য প্রয়োজন সেটি বোধগম্য হয়েছে			
২।	দরকারি তথ্য পাওয়া গেছে			
৩।	দ্রুত সমাধান পাওয়া গেছে			
৪।	সেবা গ্রহণের সব ধাপ সম্পন্ন হয়েছে			

সেশন ৪ : জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র স্থাপনে উপকরণ প্রস্তুত

এই সেশনে বিদ্যালয়ের জন্য জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রস্তুতি শুরু করাতে হবে। এজন্য প্রথমেই তাদেরকে উপকরণ তৈরি করতে হবে। জরুরি তথ্যকেন্দ্রের জন্য আকর্ষণীয় করে কিছু পোস্টার বানাতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের যেকোনো দুটি জরুরি সেবার জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এই দুটি জরুরি সেবা কী করে পাওয়া যাবে তার জন্য তারা কয়েকটি পোস্টার তৈরি করবে। পোস্টার বানানোর জন্য শিক্ষার্থীরা পূর্বের সেশন হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবে। পূর্বের সেশনগুলো হতে তারা...

- জরুরি সেবা চিহ্নিত করেছে;
- জরুরি সেবার নম্বরগুলো পেয়েছে এবং
- জরুরি সেবা পাওয়ার জন্য কীভাবে যোগাযোগ করতে হয় তা জেনেছে।

শিক্ষার্থীরা জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্রের জন্য মূলত এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করার জন্য পোস্টার তৈরি করবে।

একেক বছর দুটি করে জরুরি সেবার তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র সাজাবে। ষষ্ঠ শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী দশম শ্রেণি পর্যন্ত দশটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরি সেবার তথ্য এই তথ্যকেন্দ্র থেকে জানবে। সেজন্য নিচের ছক অনুসরণ করে দুটি করে জরুরি সেবা নির্বাচন করে দেওয়া যায়

ক্রম	জরুরি সেবার নাম	তথ্যকেন্দ্র তৈরির বছর
১।	জাতীয় জরুরি সেবা (৯৯৯)	১ম বছর
২।	স্বাস্থ্য বাতায়ন (১৬২৬৩)	
৩।	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল (১০৯ বা ১০৯২১)	২য় বছর
৪।	শিশু সহায়তা (১০৯৮)	
৫।	সরকারি আইন সেবা (১৬৪৩০)	৩য় বছর
৬।	জাতীয় পরিচয়পত্র (১০৫)	
৭।	দুর্নীতি দমন কমিশন (১০৬)	৪র্থ বছর
৮।	ইউনিয়ন পরিষদ হেল্প লাইন (১৬২৫৬)	
৯।	কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩)	৫ম বছর
১০।	দুর্যোগের আগাম বার্তা (১০৯০)	

তাদেরকে আট (০৮)টি দলে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রত্যেক দলের জন্য একজন সহায়তাকারী বন্ধু নির্বাচন করে দিতে হবে। প্রত্যেক দল একটি করে পোস্টার তৈরি করবে। দুটি জরুরি সেবার জন্য চারটি করে মোট আটটি পোস্টার বানাবে। এই অভিজ্ঞতা/অধ্যায়ের শেষে পোস্টার বা লিফলেট লেখার জন্য খালি পৃষ্ঠা আছে যেটি ব্যবহার করে চারটি পৃষ্ঠা মিলিয়ে শিক্ষার্থীরা একটি পোস্টার তৈরি করবে। কোন দল কোন জরুরি সেবার কী তথ্য নিয়ে পোস্টার বানাবে তার নির্দেশনা আগেই দিয়ে দিতে হবে। এই দলগত কাজে শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক সহায়তা দিতে হবে। একেক দল একেক ধরনের তথ্য দিয়ে পোস্টার ডিজাইন করবে। যেহেতু আটটি দল মিলে দুটি জরুরি সেবার ওপর পোস্টার বা কন্টেন্ট তৈরি করছে, তাই তারা একই বিষয়ে দুই সেট কন্টেন্ট তৈরি করবে। এক সেট নিজেদের ক্লাসরুম আর আরেক সেট জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্রের জন্য ব্যবহার করবে।

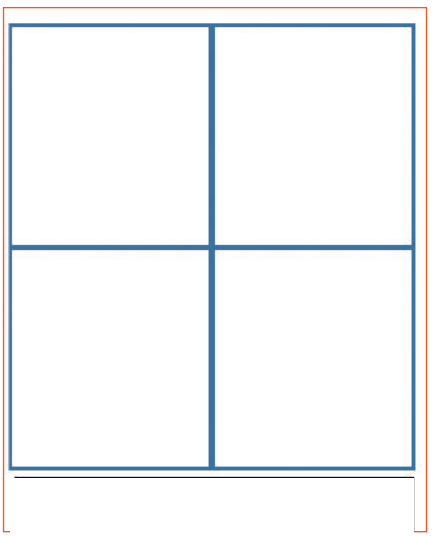

পোস্টারের নমুনা

নিচের ছক অনুযায়ী দলের কাজ ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে...

দল নং	দল-১	দল-২	দল-৩	দল-৪	দল-৫	দল-৬	দল-৭	দল-৮
কাজ	জরুরি সেবার নাম ও নম্বর তালিকা	জরুরি সেবা প্রাপ্তির উপায় (ধাপ অনুসারে)	জরুরি সেবা পেতে কী কী বিষয় মনে রাখা জরুরি	বুকলেট (বইয়ে পূরণকৃত তথ্যগুলো নিয়ে একটি বুকলেট প্রণয়ন যা জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্রে থাকবে)	জরুরি সেবার নাম ও নম্বর তালিকা	জরুরি সেবা প্রাপ্তির উপায় (ধাপ অনুসারে)	জরুরি সেবা পেতে কী কী বিষয় মনে রাখা জরুরি	বুকলেট (বইয়ে পূরণকৃত তথ্যগুলো নিয়ে একটি বুকলেট প্রণয়ন যা জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্রে থাকবে)

দলের একেকজন প্রত্যেকের বইয়ের পৃষ্ঠাতে লিখে বা এঁকে সেগুলো কয়েকটি জোড়া দিয়ে একেকটি পোস্টার বানাবে। দলে পরিকল্পনা করে নেবে কে কী তৈরি করবে। একেক দল একেকটি ধারণা নিয়ে পোস্টার তৈরি করবে। সুযোগ থাকলে বিদ্যালয় বা অন্য কোথাও হতে প্রিন্ট নিয়ে পোস্টার তৈরির কাজটি শিক্ষার্থীরা করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে পোস্টারটি যেন তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হয়। তথ্যগুলো কালো কালি ও মোটা করে লিখতে হবে যেন তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যেহেতু প্রতিটি দল একটি পোস্টার বানাবে তাই সবচেয়ে ভালো চারটি পৃষ্ঠার আঁকা/লেখা সকলের সম্মতিতে নির্বাচন করতে হবে। এ কাজে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করতে হবে । সবাই যেন চেষ্টা করে ভালো করে আঁকা বা লেখার সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বলতে হবে যে কারোটা বাদ পড়লেও মন খারাপ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে দলের কাজ ভালো আর সুন্দর হওয়া মানে তার নিজেরটাই সুন্দর হওয়া।

কিছু কিছু জরুরি সেবা সরাসরি প্রতিনিধির সাথে কথা বলে পাওয়া যায়, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেকর্ডেড ভয়েসে র মাধ্যমে তথ্য পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীদের এই কাজটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্রটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে দিয়ে উদ্বোধন করা হবে। এজন্য এই সেশনের শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে বিষয়টি অবগত করব। প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করব যেন তিনি সভাপতি মহোদয়কে আগামী সেশনের তারিখ ও সময় জানিয়ে দেন।

ধাপ ৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

বিমূর্ত ধারণায়ন	
কাজ	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির ধাপসমূহ অনুসন্ধান (১টি শ্রেণি কার্যক্রম ও বাড়ির কাজ)
উপকরণ	ডিজাইন করা পোস্টার, গাম, বোর্ড পিন
পদ্ধতি	সক্রিয় অংশগ্রহণে দলগত কাজ
সেশন	০২টি সেশন (১ টি শ্রেণি কার্যক্রম + ১ টি শ্রেণিকক্ষের বাইরের কার্যক্রম)

সেশন ৫ : জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র স্থাপন

প্রধান শিক্ষকের অনুমোদন সাপেক্ষে জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্রের জন্য শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করবে। স্থানটি এমন হবে যেন সকলের দৃষ্টিগোচরে পড়ে। দলের সবার উপকরণ তৈরি হয়ে গেলে দলের সহায়তাকারী বন্ধুর কাছে জমা রাখবে। সকল দলের সহায়তাকারী বন্ধুরা বিরতির সময় বা ছুটির পর ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় নিয়ে তথ্যকেন্দ্রে পোস্টারগুলো লাগাবে। যেহেতু আমাদের মোট পোস্টার সংখ্যা আট (০৮)টি তাই চারটি জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্রে আর চারটি শ্রেণিকক্ষের একটি নির্দিষ্ট স্থানে লাগাবে। পোস্টারগুলো লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সেগুলোও সুন্দরভাবে লাগানো হয়।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শেষ হলে তা উদ্বোধন করার জন্য প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মহোদয়কে উদ্বোধনের জন্য আহ্বান করবেন। উদ্বোধনের সময় সকল শিক্ষার্থী যেন খুবই সুশৃঙ্খল থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য শ্রেণির শিখন শেখানোয় যেন ব্যাঘাত না ঘটে সেভাবে সকলের চেষ্টা করতে হবে।

[বাড়ির কাজ]

নিচের সংখ্যা ধাঁধা শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসবে। কীভাবে ধাঁধাটি মেলাবে তার নির্দেশনা নিচে দেওয়া আছে। প্রয়োজনে এটি বুঝিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু কোনোভাবেই সমাধান করে দেওয়া যাবে না। পাশের ঘরে সংখ্যাগুলো লিখে জরুরি সেবার নম্বরের সাথে মিলিয়ে শূন্যস্থানে জরুরি সেবার নামটি লিখবে।

সংখ্যা ধাঁধা মিলিয়ে জরুরি সেবার নম্বর খুঁজে বের করি

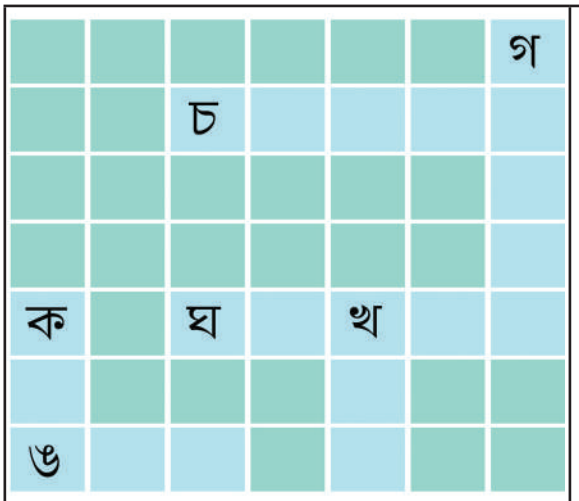

সংকেত:

উপর থেকে নীচ:	বাম থেকে ডান:
ক। ১২০ থেকে ১১ বিয়োগ খ। ৩৫ এর সাথে ৩ গুণ গ। ১৬২৩৮ সাথে ২৫ যোগ	ঘ। ১৬২০০ থেকে ৭৭ বিয়োগ ঙ। ১১১০ থেকে ১১১ বিয়োগ চ। ১৬৩০০ থেকে ৪৪ বিয়োগ

পাশের চিত্রে ছয়টি জরুরি নম্বর আছে। নম্বরগুলো বের করে নম্বরের পাশে জরুরি সেবার নামটি লিখি.....

ক। .....

খ। .....

গ। .....

ঘ। .....

ঙ। .....

চ। .....

[শ্রেণির বাইরের কাজ]

বাস্তব জীবনে প্রয়োগ :

আগের সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কীভাবে জরুরি সেবা পাওয়া যায় তার উপায় জানল। এখন তারা বাস্তবে জরুরি সেবা পাওয়ার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপন করবে। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিতে হবে অহেতুক জরুরি নম্বরগুলোতে কল করা যাবে না, তাই শুধু প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্য আমরা জরুরি সেবা নেব। তাই কোনো তথ্য বা সেবা প্রাপ্তি না থাকলে 'আবহাওয়ার আগাম বার্তা (১০৯০)' কল সেন্টার থেকে জরুরি তথ্য জেনে নিয়ে শিক্ষার্থীদের বইয়ে প্রদত্ত তথ্য ছকটি পূরণ করতে বলুন।

সেবার নাম	জরুরি তথ্য সেবা গ্রহণের নম্বর	যে তথ্যের জন্য কল করা হয়েছে	তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তির নাম	যে তথ্য পাওয়া গেল

এই অভিজ্ঞতার প্রতিটি সেশনে গঠনকালীন মূল্যায়ন নিচের রুব্রিক্স অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

মূল্যায়ন ছক			
শিক্ষার্থীর নাম:			
মানদণ্ড	সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে	আংশিক সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে	আরও চর্চার প্রয়োজন
জরুরি সেবাসমূহ চিহ্নিত করতে পারা	জরুরি সেবার নামসহ নম্বরসমূহ উল্লেখ করতে পেরেছে।	কিছু কিছু জরুরি সেবার নামসহ নম্বরসমূহ উল্লেখ করতে পেরেছে।	সঠিকভাবে জরুরি সেবার নাম ও নম্বর উল্লেখ করতে ঘাটতি রয়েছে।
প্রযোজ্য ঘরে টিক (√) দিন			
ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পারা	কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করে তথ্য ও সমাধান উল্লেখসহ কথোপকথন লিখতে পেরেছে।	কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের ধাপসমূহ আংশিকভাবে অনুসরণ করে তথ্য ও সমাধান উল্লেখসহ কথোপকথন লিখতে পেরেছে।	কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের ধাপসমূহ অনুসরণ করে তথ্য ও সমাধান উল্লেখসহ কথোপকথন লিখতে কিছুটা পরিমার্জন দরকার।
প্রযোজ্য ঘরে টিক (√) দিন			
জরুরি সেবা তথ্যকেন্দ্রের উপকরণ প্রস্তুতে সক্রিয় অংশগ্রহণ	উপকরণ প্রণয়ন ও সেবা তথ্যকেন্দ্র প্রস্তুতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।	উপকরণ প্রণয়ন ও সেবা তথ্যকেন্দ্র প্রস্তুতে আংশিক সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।	উপকরণ প্রণয়ন ও সেবা তথ্যকেন্দ্র প্রস্তুতে আরও সক্রিয়তা প্রয়োজন ছিল।
প্রযোজ্য ঘরে টিক (√) দিন			
যথাযথ ধাপ অনুসরণ করে জরুরি সেবা প্রাপ্তি	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে জরুরি সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে জরুরি সেবা গ্রহণ করতে আংশিক সক্ষম হয়েছে।	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে জরুরি সেবা গ্রহণে আরও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল।
প্রযোজ্য ঘরে টিক (√) দিন			

শিখন অভিজ্ঞতা ৮ :
সুপ্ত মনের মুক্ত আলোচনা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা : ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে :

১। যোগাযোগের ভিন্নতা নিরূপণ করে বিভিন্ন রকম যোগাযোগের পার্থক্য বুঝে যোগাযোগ করতে পারবে।

২। ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে সামাজিক আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা জেনে যোগাযোগ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

৩। যথাযথ সামাজিক রীতিনীতি মেনে যোগাযোগের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করতে পারবে।

এই যোগ্যতা অর্জনে অভিজ্ঞতার ধারণা

শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে ডিজিটাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে আচরণ বা সামাজিক রীতিনীতি কেমন হওয়া উচিত তা অনুধাবন করে, যথাযথ আচরণ অনুসরণ করে একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করবে।

সর্বমোট সেশন : ৫টি

অভিজ্ঞতানির্ভর শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ : এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। চলুন অভিজ্ঞতা চক্রটি একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

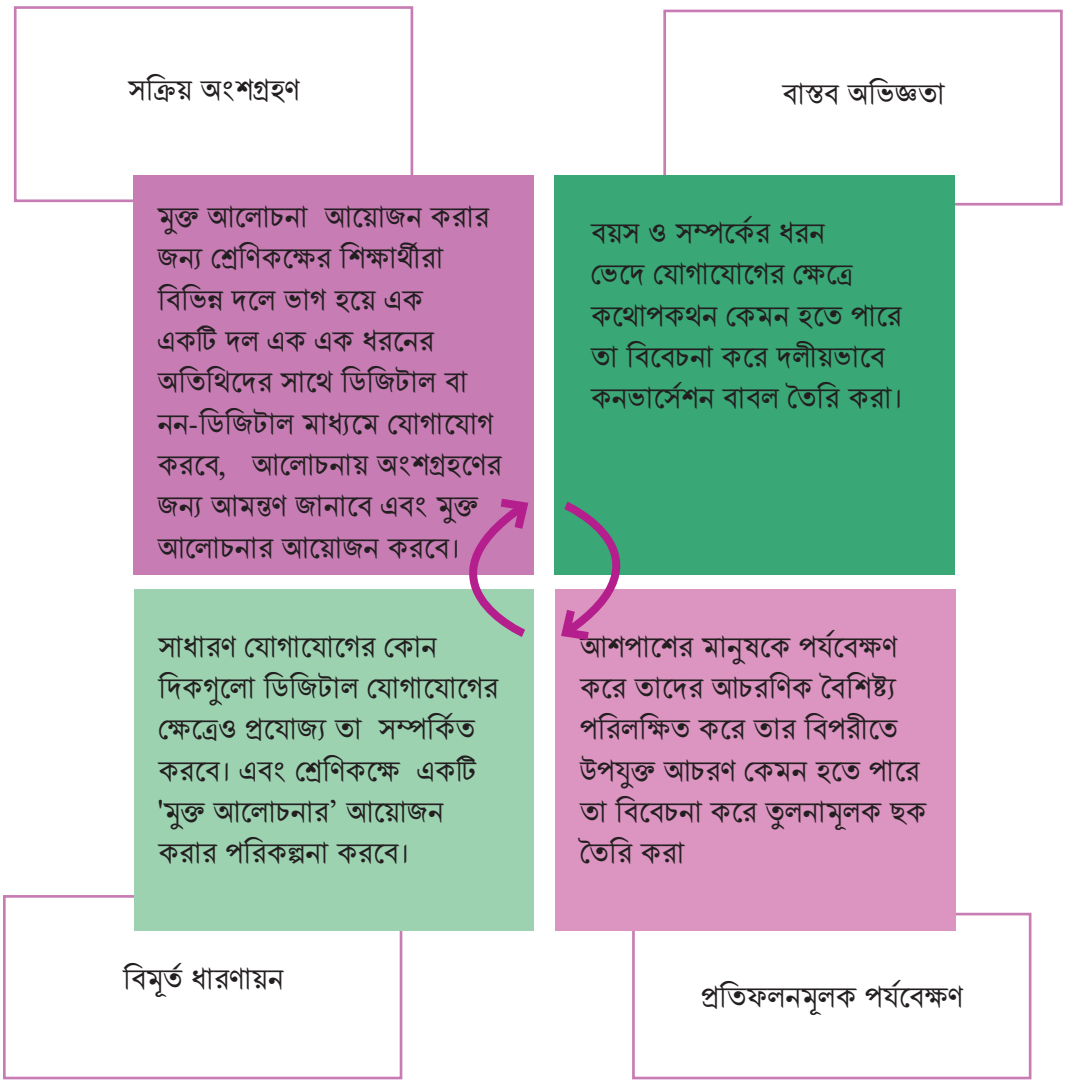

সম্মানিত শিক্ষক, এই শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করতে হবে। মুক্ত আলোচনা আয়োজনের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা থেকে শুরু করে অতিথি নির্বাচন, অতিথিদের আমন্ত্রণ এবং সর্বশেষ মুক্ত আলোচনার আয়োজন, এই সবগুলো কাজ শিক্ষার্থীরা আপনার সহায়তায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নিজেরাই সম্পন্ন করবে।

ধাপ ১ এবং ২ : (বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ)

কাজ	ক। ছবি দেখে যোগাযোগের ভিন্নতা নিরূপণ করবে। খ। দলীয়ভাবে একটি 'কথোপকথন বাবল' তৈরি করবে গ। আশপাশের মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে উপযুক্ত সামাজিক আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা নির্ধারন করবে।
উপকরণ	ডিজিটাল প্রযুক্তি বই, দলীয় কাজ হিসেবে কথোপকথন লেখার জন্য একটি বড় কাগজ বা পোস্টার পেপার।
পদ্ধতি	শ্রেণিকক্ষের আলোচনা, দলীয় কাজ ও বাড়ির কাজ
সেশন	১ টি

সেশন ১

মুক্ত আলোচনা কী এবং আমরা ছোটরাই যে একটি মুক্ত আলোচনা আয়োজন করে ফেলতে পারি সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন (৫ মিনিট)

'ডিজিটাল প্রযুক্তি' বইয়ে প্রথমে যে ছোট গল্পটি আছে তা সবাইকে মনে মনে পড়তে বলবেন অথবা শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, একজনকে ডেকে গল্পটি উচ্চ স্বরে পড়তে বলবেন। (৫ মিনিট)

গল্প পড়া শেষ হলে, দুই-একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা গল্প থেকে কী বুঝতে পারল। 'আমরা প্রতিদিন অবচেতন মনেই বিভিন্ন রকম যোগাযোগ করে থাকি' এই ব্যাপারটি তারা বুঝতে পারল কিনা জিজ্ঞেস করবেন। (৫ মিনিট)

দুই-একজনকে জিজ্ঞেস করার পর ডিজিটাল প্রযুক্তি বইতে বিভিন্ন রকম যোগাযোগ (মৌখিক-লিখিত ইত্যাদি) সম্পর্কে লেখা পড়াগুলো আপনি তাদের বুঝিয়ে বলবেন। (৮ মিনিট)

আপনার পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের 'সারণি ৮.১'-এ থাকা 'ছবি দেখে মেলাই' কাজটি করতে বলবেন। শিক্ষার্থী যার যার বইয়ে পেন্সিল ব্যবহার করে কাজটি করবে। শিক্ষার্থী সঠিকভাবে ঘর মেলাতে পারছে কি না তা আপনি শ্রেণিকক্ষে হাঁটতে হাঁটতে পর্যবেক্ষণ করবেন, প্রয়োজনে ফিডব্যাক দেবেন। (৫ মিনিট)

শিক্ষার্থী সঠিকভাবে ঘর মেলাতে সক্ষম হলে, আপনি তাদের উৎসাহ দেবেন এই বলে যে, তারা সবকিছু বুঝতে পারছে ঠিকমতো। এবার তাদের পাঁচটি দলে ভাগ করে দিন। সারণি ৮.২ এ ৫টি পরিস্থিতির কথা

লেখা আছে। শিক্ষার্থী দলীয়ভাবে এক একটি দল এক একটি পরিস্থিতি নিয়ে কথোপকথন বাবল বা ডায়ালগ বাবল তৈরি করবে। (দল গঠন ৫ মিনিট)

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থী নিজেকে ওই পরিস্থিতিতে আছে কল্পনা করবে, এবং ওই পরিস্থিতিতে থাকলে শিক্ষার্থী কীভাবে কথা বলত তা কথোপকথন আকারে একটি বড় কাগজ বা পোস্টার পেপারে লিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কোনো ছবি আঁকতে হবে না।

অভিভাবক :

আমি :

অভিভাবক :

এভাবে লিখে পাশে শুধু, তাদের মধ্যে কী কথা হচ্ছে তা লিখবে। (দলীয় কাজ১০ মিনিট)

দলীয় কাজ চলাকালে আপনি হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ করবেন তারা বড়দের সাথে কথা বলার সময় প্রথমে কুশল বিনিময় করা, তার অনুরোধের পেছনে যথেষ্ট কারণ উপস্থাপন করা এবং ধন্যবাদ দেওয়া, এই ব্যাপারগুল লিখছে কি না। যে দল লিখছে তাদের আপনি সবার সামনে অনুপ্রাণিত করুন।

বাড়ির কাজ (একক কাজ) : শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ বুঝিয়ে দিন। তারা তাদের আশপাশের মানুষকে পর্যবেক্ষণ করবে যে তারা কীভাবে অন্যদের সাথে যোগাযোগ আচরণ করে, সে আচরণের মধ্যে যেগুলো শিক্ষার্থীর ভালো লাগবে না, সেখানে শিক্ষার্থী উপযুক্ত আচরণ কী হতে পারে তা লিখবে। (৩ মিনিট)

৩য় ধাপ : বিমূর্ত ধারণায়ন

কাজ	ক। বিভিন্ন রকম যোগাযোগ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবে। খ। সাধারণ যোগাযোগের যে নিয়মগুলো ডিজিটাল যোগাযোগেও প্রযোজ্য, তা অনুসন্ধান করবে। গ। ডিজিটাল যোগাযোগের রীতিনীতিগুলো নির্ধারণ করবে। ঘ। মুক্ত আলোচনার জন্য পরিকল্পনা করবে।
উপকরণ	ডিজিটাল প্রযুক্তি বই, খাতা, কলম, পেন্সিল
পদ্ধতি	দলীয় কাজ, বাড়ির কাজ।
সেশন	২ টি

সেশন ২

‘মুক্ত আলোচনা আয়োজনের জন্য শিক্ষার্থীদেরই এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি, অন্যান্য শিক্ষক, বিদ্যালয়ের বড় ভাইবোন, অভিভাবকের প্রতিনিধি সবার সাথে যোগাযোগ করতে হবে, তাই যোগাযোগের রীতিনীতিগুলো আমাদের এখনই খুঁজে বের করে উচিত এবং এগুলো সারা জীবনে আমাদের কাজে লাগবে’ এই ধরনের কথার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে সেশন শুরু করবেন। (৫ মিনিট)

সারণি ৮.৩ পূরণ করতে বলবেন, এটি একক কাজ। আপনি শ্রেণিকক্ষে হেঁটে হেঁটে সবাই ঠিকমতো উদাহরণ লিখতে পারছে কি না তা দেখবেন। এক্ষেত্রে আপনি নির্দেশনা দেবেন কেউ যেন কারও কাজ হুবহু কপি না করে, নিজের চিন্তা থেকে লেখে। ভুল হলে কোনো অপরাধ নেই। একক কাজ (১০ মিনিট)

সারণি ৮.৩ পূরণ করা শেষ হলে শ্রেণিকক্ষে ৩/৪ জনকে দাঁড়িয়ে তারা কী উদাহরণ লিখেছে তা বলতে বলবেন। (৫ মিনিট)

এবার শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ বের করতে বলবেন। বাড়ির কাজ থেকে সবাই একটি একটি করে পয়েন্ট আলোচনা করে করে বোর্ডে লিখবে এবং বাকি সবাই নিজেদের খাতায় তা লিখে নেবে। কোনো পয়েন্ট একবারের বেশি লেখা যাবে না। এক্ষেত্রে পয়েন্টগুলো এরকম হবে

১। বয়স অনুযায়ী সবাইকে আপনি-তুমি এভাবে সম্বোধন করা উচিত, তবে অপরিচিত বা শ্রমিক বলে কাউকে তুই সম্বোধন করা উচিত নয়।

২। কারও আচরণে বিরক্ত হলে তার সাথে উচ্চ স্বরে কথা না বলে, তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত।

৩। কারও দুর্বলতা নিয়ে মজা করা উচিত নয়

৪। কথার শুরুতে কুশল বিনিময় এবং শেষে ধন্যবাদ ও বিদায় জানানো উচিত

৫। কারও সাথে কথা বলা শুরু করার আগে তার মনের অবস্থা বোঝা উচিত সে যদি মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকে তাহলে পরে কথা বলার সময় চেয়ে নেওয়া উচিত।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এই ধরনের রীতিনীতিগুলো ওদের বাড়ির কাজ থেকে বের করে নিয়ে আসবেন। বাড়ির কাজে এই পয়েন্টগুলো না এলে আপনি আলোচনার মাধ্যেম ওদের কাছ থেকে এই ব্যাপারগুলো তুলে নিয়ে আসবেন। (২০ মিনিট)

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ বুঝিয়ে দেবেন। বাড়ির কাজ হলো, তারা শ্রেণিকক্ষে বোর্ডে যে একটি করে পয়েন্ট লিখেছে এবং সেগুলো সবাই খাতায় লিখে নিয়েছে তার পাশে আরেকটি ঘর করে, এই আচরণগুলো ডিজিটাল যোগাযোগেও প্রযোজ্য কি প্রযোজ্য নয় তা লিখে নিয়ে আসবে।

সেশন ৩

৩য় সেশনের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের মুক্ত আলোচনা আয়োজনের জন্য অনুপ্রাণিত করে মুক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন তাদের আগ্রহের বিষয়বস্তু কী, কী নিয়ে তারা আরও গভীরভাবে জানতে চায়। বিষয়বস্তুগুলো হতে পারে এরকম –

১। কেমন ডিজিটাল বাংলাদেশ চাই?

২। কেমন হবে ভবিষ্যতের পেশা? আমরা কি প্রস্তুত?

৩। ডিজিটাল শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়ের ডিজিটাল সুব্যবস্থা।

৪। প্রযুক্তি আর আবিষ্কারে মেয়েরা কি পিছিয়ে আছে?

৫। কৃষিতে প্রযুক্তির উন্নয়ন কেন প্রয়োজন?

এই বিষয়বস্তুগুলো শিক্ষকের ভাবনার সুবিধার জন্য দেওয়া হলো। শিক্ষক চেষ্টা করবেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই যেন বিষয়বস্তুর প্রস্তাবনা আসে। (১৫ মিনিট)

বিষয়বস্তু নির্ধারণ হয়ে গেলে, শিক্ষক ছক : ১ সবাইকে সবার বইয়ে পূরণ করতে বলবেন। এক্ষেত্রে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে আগামী সেশনের পরের সেশনে, এবং অতিথি কিংবা অংশগ্রহণকারী কারা হবে তা নির্ভর করবে আলোচনার বিষয়বস্তুর ওপর। তবে অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য শিক্ষক আলোচনায় অবশ্যই থাকতে পারবেন। (১০ মিনিট)

এবার গত সেশনের মতো ডিজিটাল যোগাযোগের রীতিনীতগুলো কী হতে পারে তা শিক্ষার্থীরা একজন একজন করে বোর্ডে লিখবে।

১। কাউকে তার ব্যস্ত সময়ে ফোন দেওয়ার আগে এসএমএস করে জিজ্ঞেস করে নেওয়া, তার কথা বলার সময় হবে কি না।

২। খুব জরুরি না হলে কিংবা খুব আপন কেউ না হলে অনেক ভোরে কিংবা অনেক রাতে ফোন না দেওয়া।

৩। এসএমএস কিংবা ফোনে আগে নিজের পরিচয় দেওয়া।

৪। ফোনে আগে কুশল বিনিময় করা এবং যতটা কম কথায় পারা যায় সুন্দরভাবে নিজের প্রয়োজন বুঝিয়ে বলা।

৫। অল্প পরিচিত বা অপরিচিত কাউকে ভিডিও কল না দেওয়া।

৬। নিজের কথা বলার প্রয়োজন হলে নিজেই কল দেওয়া, যার কাছে প্রয়োজন তাকে কল দিতে না বলা।

৭। নিজের অবস্থান সম্পর্কে মিথ্যে বা ভুল তথ্য না দেওয়া।

৮। যেগুলো খুব প্রয়োজনীয় তথ্য সেগুলো ফোন রাখার আগে আবার মনে করিয়ে দেওয়া।

৯। কারও ফোন নম্বর প্রয়োজন হলে তাকে জিজ্ঞেস করা যে তার ফোন নম্বর দেওয়া যাবে কিনা এবং ফোন নম্বর চাওয়ার কারণ বুঝিয়ে বলা।

১০। একজনের ফোন নম্বর তার অনুমতি ছাড়া আরেকজনকে না দিয়ে দেওয়া।

শিক্ষক আগে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনবেন, তারা ডিজিটাল যোগাযোগের রীতিনীতি হিসেবে কী বলছে, যদি তাদের কথার মধ্য দিয়ে এই বিষয়গুলো না আসে, তাহলে আপনি কৌশলে এই বিষয়গুলোও তাদের আলোচনায় নিয়ে আসবেন এবং বোর্ডে লেখাবেন। (২০ মিনিট)

আগামী সেশনের জন্য শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি : শ্রেণিকক্ষে যেসব অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে ঠিক করা হয়েছে, শিক্ষক পরবর্তী সেশনের আগেই তাদের ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা এগুলো সংগ্রহ করে রাখবেন।

সেশন ৪

এই সেশনের মূল কাজ, মুক্ত আলোচনার প্রস্তুতি। শিক্ষক শুরুতেই মুক্ত আলোচনায় অতিথিদের জন্য কী কী প্রশ্ন থাকবে তা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে বের করে নিয়ে আসবেন এবং সারণি ৮.৫-এ লিখতে বলবেন। (১৫ মিনিট)

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলকে একটি করে ই-মেইল, একটি চিঠি, একটি এসএমএস এবং ফোনকলের স্ক্রিপ্ট লিখতে বলবেন। এটি দলীয় কাজ। কোন দল কোন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাবে শিক্ষক সেটিও নির্ধারণ করে দেবেন, তাহলে তাদের মাথায় রেখে দলগুলো স্ক্রিপ্টগুলো লিখবে। (দল গঠন, কাজ বণ্টন৫ মিনিট)

দলীয় কাজ : ই-মেইল, চিঠি, এস.এম.এস, ফোনকলের স্ক্রিপ্ট তৈরি। (১৫ মিনিট)

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ইন্টারনেটের সুবিধা থাকলে, শ্রেণিকক্ষে বসেই অতিথিদের নিজের ই-মেইল ঠিকানা থেকে অতিথিদের ই-মেইল করবেন। আর না থাকলে কোন কোন শিক্ষার্থী অতিথিদের ফোন দেবে তাদেরকে দিয়ে শিক্ষকের ফোন ব্যববহার করে শ্রেণিকক্ষেই অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দেবেন। এছাড়া নিজের বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের চিঠির মাধ্যমে কীভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে তা শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন, যেন শ্রেণির বাইরের সময়ে তারা এই কাজটি করে ফেলতে পারে।

সেশন ৫

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়ে অতিথিদের গ্রহণ করা, বসতে সহায়তা করা, শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, একজন একজন করে প্রশ্ন করা, এসব কাজ তাদের দিয়ে করাবেন।

আলোচনা শেষ হলে শিক্ষার্থী বাড়ির কাজ হিসেবে ছক ৮.৩-এর সবগুলো বিষয় উল্লেখ করে একটি অ্যাসাইনমেন্ট করে পরবর্তী সেশনে জমা দেবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অ্যাসাইনমেন্ট দেখে তাকে মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন ছক :

শিক্ষার্থীর নাম :

শিক্ষার্থীর আইডি :

ক্রাইটেরিয়া	প্রারম্ভিক	অন্তর্বর্তী	অর্জিত
মুক্ত আলোচনা আয়োজনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে	উপস্থিত থেকেছে	আগ্রহ নিয়ে শুনেছে	যথাযথ নিয়ম মেনে অতিথিকে প্রশ্ন করেছে
মুক্ত আলোচনার জন্য অতিথিদের যথাযথ নিয়ম মেনে যোগাযোগ করেছে	সঠিক চিঠি/ই-মেইল লিখতে পেরেছে	যে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তিনি/তারা উপস্থিত হয়েছেন	অতিথি শিক্ষার্থীর ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন
যোগাযোগের সময় নিজের কী ভুল ছিল তা চিহ্নিত করতে পেরেছে	নিজের কোনো ভুল খুঁজে পায়নি	১-২টি ভুল খুঁজে পেয়েছে	যা যা ভুল হয়েছে বলে শিক্ষক মনে করেন তার সবগুলো বা তার চেয়েও বেশি শিক্ষার্থী নিজে খুঁজে বের করেছে
যোগাযোগের ভুলগুলো থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করতে পেরেছে	ভুল খুঁজে পায়নি	১-২টি ভুল থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে পেয়েছে	বেশ কিছু ভুল থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে পেয়েছে

শিখন অভিজ্ঞতা ৯ :
স্থানীয় বৈচিত্র্যপত্র

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা : তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সমাজ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান করতে পারা।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে :

১। পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কী তা অনুধাবন করে নিরপেক্ষভাবে আশপাশের বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করতে পারবে।

২। বিভিন্ন জেলা এবং বিভাগ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক এবং প্রকৃত সত্যের ভিত্তিতে নিজের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করতে পারবে।

এই যোগ্যতা অর্জনে অভিজ্ঞতার ধারণা

শিক্ষার্থী পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং নিরপেক্ষভাবে কোনো একটি ঘটনা, পরিস্থিতি বা অবস্থাকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায় তা জেনে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ সম্পর্কে দলীয়ভাবে যথাযথ তথ্য অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থী বিভিন্ন দলের উপস্থাপন থেকে তথ্য নিয়ে নিজের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ৮টি বিভাগের ওপর নিজের পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে।

সর্বমোট সেশন : ৫ টি

অভিজ্ঞতানির্ভর শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ : এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। চলুন অভিজ্ঞতা চক্রটি একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

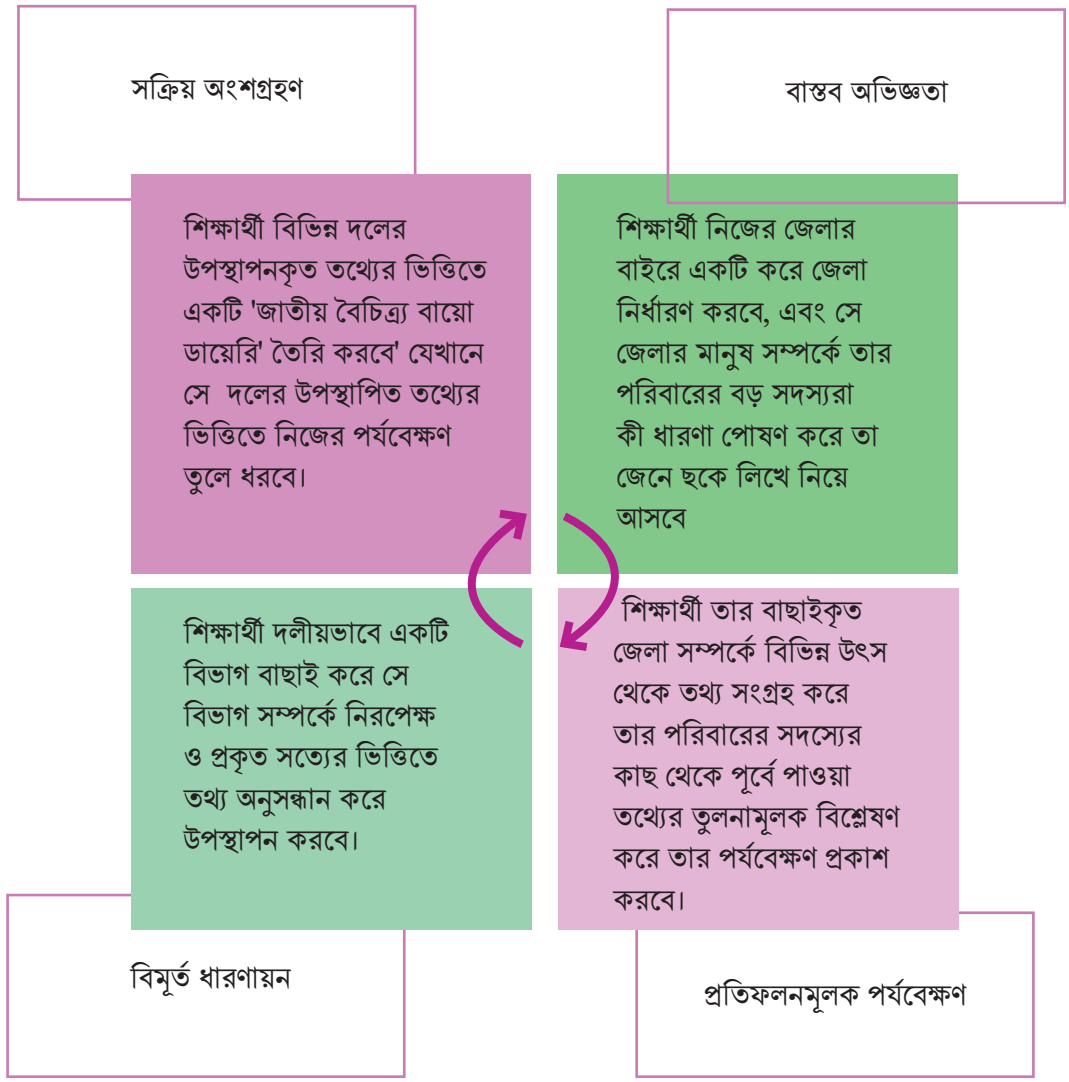

সম্মানিত শিক্ষক, এই শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা একটি জাতীয় বৈচিত্র্যপত্র অর্জন করবে। এই বৈচিত্র্যপত্র অর্জনের প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী প্রথমে একটি জেলার মানুষ সম্পর্কে তার পরিবারের বড় সদস্যদের কাছ থেকে তাদের ধারণা সংগ্রহ করবে। পরবর্তীতে 'নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি' সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ওই একই জেলার মানুষ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরবে। এর পরের ধাপে তারা দলীয়ভাবে যেকোনো একটি বিভাগ বাছাই করে ওই বিভাগ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে উপস্থাপন করবে। পরস্পরের উপস্থাপন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তারা একটি জাতীয় বায়ো ডায়েরি তৈরি করবে। ডায়েরি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আপনি তাদের জন্য একটি জাতীয় বৈচিত্র্যপত্র অনুমোদনের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দেবেন। প্রধান শিক্ষক আপনার আবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য বৈচিত্র্যপত্রটি অনুমোদন দেবেন।

ধাপ ১ (বাস্তব অভিজ্ঞতা)

কাজ	ক। বৈচিত্র্য গাছের পাতায় নিজের এবং দুইজন বন্ধুর পছন্দের ব্যাপারগুলো লেখা খ। নিজের পরিবারের নিয়মিত অভ্যাস ও পছন্দগুলো ছকে লিখে উপস্থাপন গ। একটি জেলা বাছাই করে সে জেলার মানুষ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের মতামত গ্রহণ ঘ। 'নিরপেক্ষ' মূল্যায়ন কী তা বুঝতে একটি ছক পূরণ ঙ। নিজেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে একটি ছক পূরণ চ। নিজে যে জেলাটি চিহ্নিত করছে সে জেলা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান।
উপকরণ	ডিজিটাল প্রযুক্তি বই, খাতা, কলম, পেন্সিল
পদ্ধতি	একক কাজ, দলীয় কাজ, বাড়ির কাজ,
সেশন	২টি

সেশন ১

শিক্ষার্থী বৈচিত্র্য বৃক্ষের তিনটি পাতায় নিজের এবং পাশের দুইজন বন্ধুর পছন্দের বিষয়গুলো লিখবে। (১০ মিনিট)

কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শুনবেন তার এবং তার বন্ধুর মধ্যে কী মিল এবং অমিল রয়েছে (৫ মিনিট)

কয়েকজনের কাছ থেকে শোনা হলে, তাদের বলবেন 'দেখলে আমরা একে অন্য থেকে কতটা আলাদা, তারপরও আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে পাশাপাশি বসেছি'। এরপর শিক্ষার্থীদের তাদের পরিবারের পছন্দের আর অভ্যাসের ভিন্নতা বোঝানোর জন্য ছক ৯.১ পূরণ করতে বলবেন। (৫ মিনিট)

ঘর পূরণ হলে আবার কয়েকজনের কাছ থেকে শুনবেন। এবং বলতে পারেন যে, আমাদের পরিবারের অভ্যাসগুলোও আলাদা। ছক ৯.১ এর পর থেকে বাড়ির কাজের আগ পর্যন্ত লেখাগুলো সবাইকে পড়তে বলতে পারেন। এরপর আপনি নিজের মতো করে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবেন, যে তারা এই অভিজ্ঞতা শেষে একটি 'স্থানীয় বৈচিত্র্যপত্র' লাভ করবে । (১৫ মিনিট)

বাড়ির কাজ (একক কাজ) : শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ বুঝিয়ে দিন। তারা ছক ৯.২ এ নিজের জেলা ব্যতীত অন্য আরেকটি জেলা বাছাই করে লিখবে এবং বাড়ির সদস্যদের কাছ থেকে জানবে যে, ওই জেলার মানুষ কেমন। শিক্ষার্থীদের জেলা বাছাইতে যেন বৈচিত্র্য থাকে। অর্থাৎ সবাই যেন ভিন্ন ভিন্ন জেলা বাছাই করে।

সেশন ২

শিক্ষার্থীদের প্রথমে 'ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে সেশন দুই' এই প্রথম অংশের গল্পটি পড়তে বলতে পারেন। পড়ার পর কয়েকজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন তারা এই গল্প থেকে কী বুঝতে পারল। তাদের 'পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কী' তা বোঝায় কোনো ঘাটতি থাকলে আপনি তাদের আবার ঠিক করে দেবেন। (১৫ মিনিট)

শিক্ষার্থী সারণি ৯.১ পূরণ করবে। আপনি শ্রেণিকক্ষে হাঁটতে হাঁটতেই লক্ষ করবেন তারা পূরণ করতে পারল কিনা। (১০ মিনিট)

শিক্ষক নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করবেন, তিনি কখনো পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কি না। একটি গল্পের মাধ্যমে শিক্ষক উপস্থাপন করতে পারেন। (৫ মিনিট)

শিক্ষক নিজের গল্প বলা শেষ হলে শিক্ষার্থীদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ঘর ৯.১ এ লিখতে বলবেন। আপনি হাঁটতে হাঁটতে দেখার চেষ্টা করবেন, কার অভিজ্ঞতাগুলো চমৎকার এবং সত্যিই পক্ষপাতমূলক ছিল। সবার লেখা শেষ হলে কয়েকজনের অভিজ্ঞতা সবার সামনে উপস্থাপন করতে বলতে পারেন । (১০ মিনিট)

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী গত দিন যে জেলা বাছাই করেছিল ঠিক একই জেলা সম্পর্কে তারা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। এক্ষেত্রে ওই জেলায় থাকে এমন কারও সাথে কথা বলতে পারে, বই, ইন্টারনেট বা ওই জেলার বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী বিশ্লেষণ করে ওরা অনুসন্ধান করবে, ওই জেলার মানুষ আসলেই কেমন।

২য় ধাপ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

কাজ	ক। গল্প পড়ে উত্তর দেওয়া খ। প্রকৃত সত্য উপস্থাপন অনুশীলন গ। বাড়ির কাজ থেকে 'প্রকৃত সত্য' ও 'মতামত' এর পার্থক্য মূল্যায়ন ঘ। দল গঠন ও দলভিত্তিক বিভাগ বাছাইকরণ ঙ। পরবর্তী সেশনের প্রস্তুতি
উপকরণ	ডিজিটাল প্রযুক্তি বই, খাতা, কলম, পেন্সিল
পদ্ধতি	একক কাজ, দলীয় কাজ, বাড়ির কাজ।
সেশন	১ টি

সেশন ৩

ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে ৩য় সেশনের অর্ণব ও অন্বেষার গল্পের আগ পর্যন্ত শিক্ষক নিজে পড়ে শোনাতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করতে পারেন যে তারা শুধুমাত্র সংজ্ঞার মাধ্যমে বিষয়টি বুঝতে পারল কিনা। কেউ যদি বলে সে বুঝতে পারেনি, শিক্ষক তখন অর্ণব অন্বেষার গল্পটি একজনকে পড়তে বলবেন। (৫ মিনিট)

অর্ণব-অন্বেষার গল্প পড়া। ('অন্বেষার বর্ণনাটা হচ্ছে 'প্রকৃত সত্য বা ফ্যাক্ট' এই পর্যন্ত) (৫ মিনিট)

সারণি ৯.২ এর আগ পর্যন্ত আবার শিক্ষক নিজে পড়ে শোনাতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে পারেন। (১০ মিনিট)

সারণি ৯.২ পূরণ করতে বলবেন, এটি একক কাজ। আপনি শ্রেণিকক্ষে হেঁটে হেঁটে সবাই ঠিকমতো 'প্রকৃত সত্য' লিখতে পারছে কি না তা দেখবেন। এক্ষেত্রে আপনি নির্দেশনা দেবেন কেউ যেন কারও কাজ হুবহু কপি না করে, নিজের চিন্তা থেকে লিখে। ভুল হলে কোনো অপরাধ নেই। একক কাজ (৫ মিনিট)

সারণি ৯.২ পূরণ করা শেষ হলে, শ্রেণিকক্ষে ৩/৪ জনকে দাঁড়িয়ে তারা কী প্রকৃত সত্য লিখেছে তা বলতে বলবেন। (৫ মিনিট)

বাড়ির কাজ মূল্যায়ন শিক্ষার্থী গত দিন যে বাড়ীর কাজ করছে সেখানে কোনটি মতামত আর কোনটি প্রকৃত সত্য তা টিক দেবে। 'পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া ধারণা' মতামত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। (৫ মিনিট)

দল গঠন : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের সমান সাতটি দলে ভাগ করবেন। দলের পছন্দের ভিত্তিতে ৭টি দলকে সাতটি বিভাগ ঠিক করে দেবেন। এক্ষেত্রে নিজের বিভাগ ব্যতীত অন্য বিভাগ নিতে হবে। (১০ মিনিট)

পরবর্তী সেশনের প্রস্তুতি : পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদের একটি ডায়েরি তৈরি করতে হবে যার প্রথম পাতায় থাকবে শিক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য। ডায়েরি তৈরি করতে কী কী উপকরণ লাগবে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে পারেন। (৫ মিনিট)

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সেশন শেষ করতে পারেন। বাড়ির কাজ হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে যে বিভাগটি বাছাই করল, সে বিভাগ সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করা।

ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

কাজ	ক। স্থানীয় বায়ো ডায়েরি তৈরি খ। দলীয়ভাবে তথ্য অনুসন্ধান গ। তথ্য উপস্থাপনের প্রস্তুতি
উপকরণ	ডিজিটাল প্রযুক্তি বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, ডায়েরি বা ডায়েরি তৈরি করার জন্য কাগজ, নিজের ছবি দুই কপি, নিজের ব্যক্তিগত সকল তথ্য।
পদ্ধতি	দলীয় কাজ, বাড়ির কাজ।
সেশন	১ টি

সেশন ৪

৪র্থ সেশনে শিক্ষার্থী ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ে নির্দেশনা অনুসরণ করে যার যার নিজের জন্য একটি ডায়েরি তৈরি করবে যার প্রথম পাতায় থাকবে শিক্ষার্থীর নিজের ছবিসহ তার বিস্তারিত তথ্য। এবং পরের পাতাগুলোতে বিভাগের তথ্য লেখার জন্য জায়গা। প্রতিটি বিভাগের জন্য ২টি বা চারটি করে পাতা বরাদ্দ থাকবে। ১/২ পাতায় তারা দলীয় উপস্থাপন থেকে যা তথ্য পেল তা লিখবে আর ১/২ পাতায় সে তথ্য থেকে শিক্ষার্থী তার নিজের পর্যবেক্ষণ লিখবে।

শিক্ষার্থীদের ডায়েরি তৈরি হয়ে হয়ে গেলে, শিক্ষার্থী পরবর্তী সেশনে উপস্থাপনের জন্য দলীয়ভাবে প্রস্তুতি নেবে।

ধাপ ৪ : সক্রিয় অংশগ্রহণ

কাজ	ক। উপস্থাপন খ। তথ্য সংগ্রহ গ। ডায়েরিতে পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন
উপকরণ	ডিজিটাল প্রযুক্তি বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, ডায়েরি, উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী
পদ্ধতি	দলীয় কাজ, বাড়ির কাজ।
সেশন	১ টি

সেশন ৫

শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের ৭টি স্থান বাছাই করে নিজেদের জন্য ৭টি বুথ/স্টলের মতো তৈরি করবে (বিজ্ঞান মেলায় যেমন হয়ে থাকে)। দলের প্রতিটি সদস্য নিজেদের মধ্যে সময় ভাগ করে একজন বুথে থাকবে বাকিরা ঘুরে ঘুরে অন্য বুথ থেকে বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে দলের একজন বুথে থাকবে, অন্যরা ঘুরে দেখবে। এভাবে প্রতি সদস্য কতক্ষণ করে নিজের দলের বুথে সময় দিয়েছে তা নিজের ডায়েরিতে লিখবে। (অথবা একটি খাতায় লিখতে পারে, পরবর্তীতে ডায়েরিতে আবার গুছিয়ে লিখতে পারে)

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী উপস্থাপন থেকে যে বিভাগ সম্পর্কে যে তথ্য পেল তার পাশের পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীর নিজের পর্যবেক্ষণ লিখবে। পরবর্তী দিন শিক্ষার্থী, ডায়েরিটি ডিজিটাল প্রযুক্তি বইসহ শিক্ষককে জমা দেবে। শিক্ষক ডায়েরিটি মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থী জাতীয় বৈচিত্র্যপত্র পাওয়ার যোগ্য হলে শিক্ষার্থী বইয়ের ৯৬ পৃষ্ঠায় স্থানীয় বৈচিত্র্যপত্রের ফরমেটে শিক্ষার্থীর নাম এবং কয়টি বিভাগ সম্পর্কে সে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ জমা দিয়েছে তা উল্লেখ করে, স্বাক্ষর করে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরের জন্য জমা দেবেন। প্রধান শিক্ষক স্বাক্ষর দিলে বইটি আবার শিক্ষার্থীদের ফেরত দিতে পারেন।

শিক্ষার্থীর জমাকৃত ডায়েরি এবং বইটি যেভাবে মূল্যায়ন করবেন,
মূল্যায়ন ছক :

শিক্ষার্থীর নাম :

শিক্ষার্থীর আইডি :

ক্রাইটেরিয়া	প্রারম্ভিক	অন্তর্বর্তী	অর্জিত
১। শিক্ষার্থী সারণি ৯.২ ‘মতামত’ বাক্যগুলোকে ‘প্রকৃত সত্য’ বাক্যে উপস্থাপন করতে পেরেছে	১টি পেরেছে	২/৩টি পেরেছে	সবগুলো পেরেছে
২। শিক্ষার্থী বইয়ে (বাড়ির কাজে) মতামত/প্রকৃত সত্য কোনটি তা চিহ্নিত করতে পেরেছে	একটিও পারেনি	একটি পেরেছে	দুটি পেরেছে
৩। ডায়েরিতে বিভাগ সম্পর্কে তথ্য নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করেছে	১/২ বিভাগ সম্পর্কে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ দিয়েছে	৩-৫টি বিভাগ সম্পর্কে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ দিয়েছে	সবগুলো বিভাগ সম্পর্কে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ দিয়েছে
৪। ডায়েরিতে উপস্থাপিত পর্যবেক্ষপণ তথ্যনির্ভর ও নিরপেক্ষ হয়েছে।	কিছুটা তথ্যনির্ভর	মোটামুটি তথ্যনির্ভর	যথেষ্ট তথ্যনির্ভর

মূল্যায়ন রেকর্ড রাখার ফরমেট

শুধুমাত্র শিক্ষক হিসেবে আপনি যে অংশে মূল্যায়ন করবেন তার জন্য নিচের ফরমেট গুলো দেয়া হলো।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করে আপনি কিভাবে রেকর্ড রাখতে পারেন তা নিচে দেয়া হলো। এর জন্য আপনি একটি বড় রেজিস্ট্রার খাতা রাখতে পারেন এবং নিচের প্রদত্ত ফরমেট রেজিস্ট্রার খাতায় উঠিয়ে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির রেকর্ড রাখতে পারেন। প্রতিটি ফরমেট আলাদা আলাদা পৃষ্ঠায় হবে এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী এক, দুই বা তিন পৃষ্ঠা লাগতে পারে এক একটি ফরমেটে।

শিখন অভিজ্ঞতা

মূল্যায়ন (শিক্ষক)

শিক্ষার্থীর নাম	অর্জিত যোগ্যতা	যেসকল জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন	শিক্ষকের কাজ

শিক্ষার্থীর নাম	অর্জিত যোগ্যতা	যেসকল জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন	শিক্ষকের কাজ

ষাণ্মাসিক/ বার্ষিক মূল্যায়ন:

শুধুমাত্র শিক্ষকের যে সকল মূল্যায়ন আছে তার জন্য নিচের ফরমেট ব্যবহার করবেন।

ষাণ্মাসিক/ বার্ষিক মূল্যায়ন			
শিক্ষার্থীর নাম	অর্জিত যোগ্যতা	যেসকল জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন	শিক্ষকের কাজ

ডিজিটাল তথ্য সেবা: টেলিমেডিসিন ও কৃষি কল সেন্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এ রূপান্তরিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০০৮ সালে। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রায় সকল সেবাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে সরকার।

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা- টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে বিনামূল্যে ও সহজে স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে বর্তমানে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন সেবা চালু আছে। টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে রোগীগণ বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারছেন। মোবাইলের মাধ্যমেও রোগীগণ বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। করোনা মহামারির সময়ে এই সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ডিজিটাল কৃষি সেবা- কৃষি সম্পর্কিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা ও তথ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। কৃষি কল সেন্টারটি খামারবাড়ি, ঢাকাতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত। কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষি বিষয়ক যে কোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারেন দেশের জনগণ।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
ডিজিটাল প্রযুক্তি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য